গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

জুন ২০২০

“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শকবৃন্দ

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আসাদুজ্জামান
টীম লিডার

ইঞ্জিনিয়ার আহসান জাকির
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার

বাবুল চন্দ্র রায়
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ

আহসানউল্লাহ্ মোঃ দেওয়ান
ডাটা ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট

আইএমইডি’র কর্মকর্তাবৃন্দ

মোঃ মোখলেছার রহমান সরকার
মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব)

মুহাম্মদ কামাল হোসেন তালুকদার
পরিচালক

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
সহকারী পরিচালক

সুচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায় : প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা		
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের লক্ষ্য	১
১.৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১
১.৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (অনুমোদন, সংশোধন/ মেয়াদ বৃদ্ধি)	১
১.৫	প্রকল্প অর্থায়নের অবস্থা (মূল/ সংশোধন এর হ্রাস/ বৃদ্ধির হার)	১
১.৬	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ	২
১.৭	প্রকল্পের আউটপুট	২
১.৮	প্রকল্প এলাকা	২
১.৯	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	৩
১.১০	প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা	৫
১.১১	লগ ফ্রেম	৭
১.১২	টেকসইকরণ পরিকল্পনা	৮
দ্বিতীয় অধ্যায় : নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা		
২.১	নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপরিধি	৯
২.২	প্রকল্প এলাকা নির্বাচন	৯
২.৩	নমুনার পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ	১০
২.৪	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি	১৩
২.৫	সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা	১৪
তৃতীয় অধ্যায় : ফলাফল পর্যালোচনা		
৩.১	প্রকল্পের অগ্রগতি	১৬
৩.২	ক্রয় কার্যক্রম	১৯
৩.৩	উদ্দেশ্য অর্জন	৪৬
৩.৪	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৪৮
চতুর্থ অধ্যায় : প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা		
৪.১	প্রকল্পের সবল দিক পর্যালোচনা	৫১
৪.২	প্রকল্পের দুর্বল দিক পর্যালোচনা	৫১
৪.৩	প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুযোগ পর্যালোচনা	৫২

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৪.৪	প্রকল্পের জন্য ঝুঁকি পর্যালোচনা	৫২
	পঞ্চম অধ্যায় : সার্বিক পর্যবেক্ষণ	
৫.১	প্রকল্পের সার্বিক পর্যবেক্ষণ	৫৩
	ষষ্ঠ অধ্যায় : সুপারিশ ও উপসংহার	
৬.১	সুপারিশ	৬৫
৬.২	উপসংহার	৬৫
	সংযুক্তিসমূহ	
৭.১	সংযুক্তি-১: বর্তমানে বিসিআইসি কর্তৃক পরিচালিত বাফার গোডাউনসমূহ	৬৬
৭.২	সংযুক্তি-২: নির্মিত বাফার গোডাউনের ভূমির অবস্থান	৬৭
৭.৩	সংযুক্তি-৩: বিভিন্ন সাইট পরিদর্শনের তালিকা	৭৩

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। এর মাধ্যমে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন/ বাস্তবায়িত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থার তথ্য পাওয়া যায়। কোন চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন জনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে আইএমইডি তাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কাজের গুণগত মান এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের পাশাপাশি প্রতি অর্থ বছর আইএমইডি পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে সীমিত সংখ্যক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনা করে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় আইএমইডি চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় শিল্প মণ্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

শিল্প মণ্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন "সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ' প্রকল্পটি ১৩টি জেলায় বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের চাহিদা মাফিক ১৩টি জেলায় বাফার গোডাউন নির্মাণ করে সুষম ও সুষ্টভাবে সার সংরক্ষণ এবং প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে সার বিতরণ করে কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে সারের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। মূল ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পটি ৪৮২.০৩কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় শুরু হয় জানুয়ারী ২০১৭ সালে এবং প্রকল্পের সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ ছিল ডিসেম্বর ২০১৯ সাল। তবে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন ১১-১০-২০১৮ তারিখে ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে মোট সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০২.১৬ কোটি টাকা এবং সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ জুন ২০২০। প্রকল্পটি জিওবি (৪৪৫.০৬ কোটি) এবং বিসিআইসি'র নিজস্ব অর্থায়নে (১৫৭.১০ কোটি) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি সময়মত বাস্তবায়ন, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন এবং কর্মসূচীর কার্যকারিতা, দক্ষতা, প্রভাব, ধারাবাহিকতা ইত্যাদি মূল্যায়নে এই সমীক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

দেশের যে ১৩টি জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ করা হচ্ছে সেগুলো হলো কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, নেত্রকোনা, শেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, নীলফামারী, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, সুনামগঞ্জ, যশোর এবং বরিশাল জেলা। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে জমি অধিগ্রহণ এবং নির্মাণ কাজ। নির্মাণ কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভূমি উন্নয়ন/মাটি ভরাট; সয়েল টেষ্ট, ডিজিটাল সার্ভে, ডিজাইন, ড্রইং; পাইলিং ওয়ার্ক (প্রয়োজনে, মাটির গুণাগুণের উপর নির্ভর করে); ফাউন্ডেশন ওয়ার্ক এবং স্টীল স্টাকচারের প্রয়োজনীয় ইরেকশন; সীমানা প্রচীর নির্মাণ; এপ্রোচ রোড, সংযোগ রোড, আরসিসি ড্রেন নির্মাণ; এবং আনুষাঙ্গিক অন্যান্য কাজ (বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানি সরবরাহ, অফিস ভবন, আনসার ব্যরাক নির্মাণ)। ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণে বরাদ্দ আছে ৩৯৪.৭৫ কোটি টাকা এবং জমি অধিগ্রহণ বাবদ বরাদ্দ আছে ১৩৪.৯০ কোটি টাকা। প্রকল্পের সকল নির্মাণ কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিএম-এর মাধ্যমে ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে সেনা কল্যাণ সংস্থাকে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় জানা যায় যে, বাস্তবে মেসার্স তৌফিকা ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান ১৩টি সাইটে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করছে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বিবেচনায় দ্রুত কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ডিপিএম-এর মাধ্যমে সেনা কল্যাণ সংস্থাকে কার্যাদেশ প্রদান করলেও বাস্তবে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজটি সম্পাদিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক এবং কারিগরি সক্ষমতার অভাবে ১৩টি জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণে প্যারালালি কাজ সম্পাদন করতে পারছে না। ফলে সেনা কল্যাণ সংস্থাকে ৭টি সাইট ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে হস্তান্তর করা হলেও তাঁরা প্রতিটি বাফার গোডাউন নির্মাণে বরাদ্দকৃত সময় ১৮ মাস অর্থাৎ ২৭ জুন ২০২০ তারিখের মধ্যে একটি গোডাউন নির্মাণ সমাপ্ত করতে সক্ষম হবে না। যা পরবর্তী মৌসুমে সার ব্যবস্থাপনায় বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করবে। সেনা কল্যাণ সংস্থা যদি এখনই যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না করে তবে তারা ১৩টি সাইটের গোডাউন নির্মাণের কাজ ডিসেম্বর ২০২০ সালেও সম্পন্ন করতে পারবে না।

প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানতম সুপারিশ হলো নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্তির জন্য প্রতিটি সাইটের জন্য একটি সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং ১৩টি জেলায় বাফার গোডাউন নির্মাণে প্যারালালি কাজ সম্পাদন করা। সুনামগঞ্জ জেলায় জমি অধিগ্রহণ করা নিয়ে স্থানীয় জনগণ মহামান্য হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছে যা বর্তমানে চলমান আছে। অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত মামলাটি অতি দ্রুত সমাধান করা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে সাইটের সকল ধরনের নির্মাণ কাজ চুক্তিতে উল্লেখিত সময়সীমার ভিতরে সম্পন্ন করতে হবে; নিয়মিত বিরতিতে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুণগত মান যাচাই করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; নির্মাণ কাজের জন্য বিভিন্ন ধরণের টেস্টের রিপোর্টগুলো যথাযথভাবে সাইটে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; প্রতিটি বাফার গোডাউনে সার সরবরাহ, মজুত এবং বিতরণের তথ্য বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের একটি সেন্ট্রাল এমআইএস ডাটাবেইজে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; এবং সেনা কল্যাণ সংস্থাকে ডিপিএম-এর মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগের সুফল পাওয়ার জন্য যথাসময়ে নির্মাণ কাজ সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সেনা কল্যাণ সংস্থাকে মনে রাখতে হবে কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে এবং অতীতে সারের জন্য কৃষককে রক্ত দিতে হয়েছিল। তাই কোনভাবেই প্রকল্পটি যেন আর দীর্ঘায়িত না হয়।

Acronym and Glossary

AFCCL	:	Ashugonj Fertilizer & Chemical Company Ltd.
BCIC	:	Bangladesh Chemical Industries Corporation
BUET	:	Bangladesh Univesity of Engineering and Technology
CUFL	:	Chittagong Urea Fertilizer Factory
DPM	:	Direct Procurement Method
DPP	:	Development Project Proposal
FGD	:	Focus Group Discussion
JFCL	:	Jamuna Fertilizer Company Limited
KII	:	Key Informant Interview
LTM	:	Limited Tendering Method
MoI	:	Ministry of Industries
OTM	:	Open Tendering Method
PAR	:	Project Appraisal Report
PIU	:	Project Implementation Unit
PPR	:	Public Procurement Rules
RDPP	:	Revised Development Project Proposal
SKS	:	Sena Kalyan Sangstha
SWOT	:	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
TOR	:	Terms of Reference

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১। প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান অনস্বীকার্য। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইউরিয়া সারের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশে বর্তমানে বাৎসরিক কমপক্ষে ২৫ লক্ষ মে. টন ইউরিয়া সারের চাহিদা রয়েছে। উক্ত চাহিদার ৬০% থেকে ৭০% বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। নিরাপদ মজুদ হিসেবে আরো কমপক্ষে ৮ লক্ষ মে. টন থেকে ১০ লক্ষ মে. টন প্রতিদিন বাফার গোডাউন সমূহে মজুদ রাখতে হয়। আমদানীকৃত সার বর্তমানে বিএডিসির পুরাতন জরাজীর্ণ ২৫টি বাফার গুদামের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে বিএডিসির বাফার গোডাউনসমূহের ধারন ক্ষমতা সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ মে. টন হওয়ায় ৫ লক্ষ থেকে ৭ লক্ষ মে. টন ইউরিয়া সার বিভিন্ন পয়েন্টে ট্রানজিট আকারে থেকে যায়। এতে করে মৌসুমে সার সরবরাহে মারাত্মক সংকট দেখা দিচ্ছে। ফলে দেশের বিভিন্ন জেলায় জরুরী ভিত্তিতে বাফার গোডাউন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং অচিরেই বাফার গোডাউন নির্মাণ করা না গেলে দেশে সার সরবরাহে সংকট দেখা দিবে এবং খাদ্য উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়বে। চাহিদার মৌসুমে সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিত করার, গ্রাম পর্যায়ে কৃষকের হাতে সার পৌঁছে দেয়া এবং নিরাপদে ইউরিয়া সার সংরক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় আপদকালীন গোডাউন নির্মাণ করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় যা ২৮-০৩-২০১৭ তারিখে এবং সংশোধিত প্রকল্পটি ১১-১০-২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সে প্রেক্ষিতে ১৩টি জেলায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ করতঃ গোডাউন নির্মাণ কাজটি ডিপিএম পদ্ধতিতে সেনা কল্যাণ সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(ক) প্রকল্পের নামঃ সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

(খ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগঃ শিল্প মণ্ত্রণালয়

(গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

(ঘ) প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ চলমান

(ঙ) প্রকল্পের অবস্থানঃ ১৩টি জেলা

১.২। প্রকল্পের লক্ষ্য

দেশের চাহিদা মাফিক ১৩টি জেলায় বাফার গোডাউন নির্মাণ করে সুষম ও সুষ্টভাবে সার সংরক্ষণ এবং প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে সার বিতরণ করে কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

১.৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে সারের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ কার্যক্রম।

১.৪। প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (অনুমোদন, সংশোধন/ মেয়াদ বৃদ্ধি)

ডিপিপি'র ধরন	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
মূল	জানুয়ারী ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৯
১ম সংশোধিত	জানুয়ারী ২০১৭	জুন ২০২০

(সূত্রঃ আরডিপিপি)

১.৫। প্রকল্প অর্থায়নের অবস্থা (মূল/ সংশোধন এর হ্রাস/ বৃদ্ধির হার)

প্রকল্পটি জিওবি এবং বিসিআইসি'স নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(লক্ষ টাকায়)

	মূল অনুমোদিত ব্যয়	সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধন)	পার্থক্য	
			টাকায়	শতকরা হার
মোট	৪৮২০৩.৬৯	৬০২১৬.০১	১২০১২.৩২	২৪.৯২%
জিওবি	৩৬১৫২.৭৭	৪৪৫০৬.০১	৮৩৫৩.২৪	২৩.১১%
নিজস্ব অর্থ	১২০৫০.৯২	১৫৭১০.০০	৩৬৫৯.০৮	৩০.৩৬%

(সূত্রঃ আরডিপিপি)

১ম সংশোধন অনুযায়ী অর্থায়নের ধরন ও উৎস (লক্ষ টাকায়):

অর্থায়নের ধরন	জিওবি (বৈ:মূ)	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	অন্যান্য (নিজস্ব অর্থায়ন)	মোট
(ক) ঋণ/ ক্রেডিট	২৬৭০৩.৬১	-	-	২৬৭০৩.৬১
(খ) অনদান	-	-	-	-
(গ) ইক্যুইটি	১৭৮০২.৪০	-	-	১৭৮০২.৪০
(ঘ) অন্যান্য (নিজস্ব অর্থায়ন)	-	-	১৫৭১০.০০	১৫৭১০.০০
মোট	৪৪৫০৬.০১	-	১৫৭১০.০০	৬০২১৬.০১

(সূত্রঃ আরডিপিপি)

প্রকল্পের অনুমোদিত মূল ডিপিপিতে প্রকল্পটি জিওবি ও নিজস্ব ৭৫%: ২৫% অনুপাতে জিওবি হতে ৩৬১৫২.৭৭ লক্ষ এবং বিসিআইসি'র নিজস্ব তহবিল হতে ১২০৫০.৯২ লক্ষ টাকা সর্বমোট ৪৮২০৩.৬৯ লক্ষ টাকা অর্থায়নের সংস্থান ছিল। অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে জিওবি হতে ৪৪৫০৬.০১ লক্ষ এবং বিসিআইসি'র নিজস্ব তহবিল হতে ১৫৭১০.০০ লক্ষ টাকা সর্বমোট ৬০২১৬.০১ লক্ষ টাকা অর্থায়নের সংস্থান আছে।

১.৬। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ;

(খ) নির্মাণ কাজঃ

১) ভূমি উন্নয়ন/ মাটি ভরাট;

২) সয়েল টেষ্ট, ডিজিটাল সার্ভে, ডিজাইন, ড্রইং;

৩) পাইলিং ওয়ার্ক (প্রয়োজনে, মাটির গুণাগুণের উপর নির্ভর করে);

৪) ফাউন্ডেশন ওয়ার্ক এবং স্টীল স্টাকচারের প্রয়োজনীয় ইরেকশন;

৫) সীমানা প্রচীর নির্মাণ;

৬) এপ্রোচ রোড, সংযোগ রোড, আরসিসি ড্রেন নির্মাণ;

৭) আনুষাঙ্গিক অন্যান্য কাজ (বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানি সরবরাহ, আবাসিক ভবন ,অফিস ভবন, আনসার ব্যরাক নির্মাণ।

১.৭। প্রকল্পের আউটপুট

প্রকল্পের প্রধান আউটপুট হলোঃ

- দেশের ১৩টি জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ।

১.৮। প্রকল্প এলাকা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	মৌজা
ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	সদর	বিন্নাটি, মারিয়া
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	সদর	গোবরা
ঢাকা	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	দৌলতদিয়া

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	মৌজা
ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা	সদর	রাজেন্দ্রপুর
ময়মনসিংহ	শেরপুর	ঝিনাইগাতী	রামেরকুড়া, কোদালজানি
রাজশাহী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদর	নওয়ানগর
রাজশাহী	পাবনা	বেড়া	রঘুনাথপুর
রংপুর	নীলফামারী	সদর	নীলফামারী বাজার
রংপুর	গাইবান্ধা	সদর	ভবানিপুর, পীরগাছা
রংপুর	পঞ্চগড়	বোদা	আরাজিগাইঘাটা
সিলেট	সুনামগঞ্জ	সদর	অচিনপুর
খুলনা	যশোর	সদর	পাঁচবাড়িয়া, বাহাদুরপুর, বালিয়াডাংগা
বরিশাল	বরিশাল	সদর	রুপাতলি

(সূত্রঃ আরডিপিপি)

১.৯। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের খাতভিত্তিক বিভাজন অনুসারে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা নিম্নবর্ণিত সারণীতে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		২০১৯-২০ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	
			সংখ্যা/ পরিমাণ	আনুমানিক খরচ	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(ক)রাজস্ব ব্যয়						
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	১৭	১২৯.১৪	৫৩.৫৯	৬৯.২০
২.	কর্মচারীদের বেতন	জন	৮	২৪.২৯	৬১.৭৫	১৫.০০
৩.	যাতায়াত ভাতা	জন	৬	৩০.০০	৬.৬৭	২.০০
৪.	শিক্ষা ভাতা	জন	৪	১.৪৪	৬৯.৪৪	১.০০
৫.	বাড়ী ভাড়া ভাতা	জন	২৫	৮৬.৬১	৬৯.২৮	৬০.০০
৬.	চিকিৎসা ভাতা	জন	২৫	৮.৯১	৬৭.৩৪	৬.০০
৭.	টেলিফোন ভাতা	জন	১	০.২০	১০০.০০	০.২০
৮.	টিফিন ভাতা	জন	৩	০.২৪	৬২.৫০	০.১৫
৯.	রিটেইনার ভাতা	জন	৬	৪৭.১৯	৭৪.১৭	৩৫.০০
১০.	ক্ষতিপূরণ ভাতা	জন	৬	৮৯.৪৯	৪৬.১৯	৩৬.৭২
১১.	উৎসব ভাতা	জন	২৫	২৮.১৩	৪৭.৬৭	১৩.৪১
১২.	ভ্রমন ভাতা	জন	৬	২.০০	৬৫.৫০	১.৩১
১৩.	অতিরিক্ত কাজের ভাতা	জন	৬	১০.০০	৮১.১০	৮.১১
১৪.	শ্রান্তি ভাতা	জন	৬	২.৭৩	১০০.০০	২.৭৩
১৫.	আপ্যায়ন ভাতা	জন	৬	৩৬.৩৩	১৩.৭৬	৫.০০
১৬.	সম্মানী ভাতা	থোক		২০.০০	৮৯.৯৫	১৭.৯৯
১৭.	ক্লিনিং ভাতা	থোক		২.০০	৮০.০০	১.৬০
১৮.	ক্ষতিপূরণ	থোক		২০.০০	৩১.২৫	৬.২৫
১৯.	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক		২৫.০০	৯৬.৫২	২৪.১৩
২০.	ভাড়া নেওয়ার চার্জ	থোক		১১০.৪০	৪২.৭০	৪৭.১৪
২১.	অনিয়মিত শ্রমিক মজুরি	থোক		২.০০	৬৫.০০	১.৩০
২২.	আইনী ব্যয়	থোক		১০.০০	৬৫.০০	৬.৫০

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		২০১৯-২০ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	
			সংখ্যা/ পরিমাণ	আনুমানিক খরচ	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
২৩.	বিদ্যুৎ	থোক		২.০০	৬৫.০০	১.৩০
২৪.	পানি	থোক		২.০০	৬৫.০০	১.৩০
২৫.	ইন্টারনেট / ফ্যাক্স / টেলেক্স	থোক		১.০০	৩৬.০০	০.৩৬
২৬.	ডাক/ কুরিয়ার	থোক		১.০০	৬৫.০০	০.৬৫
২৭.	টেলিফোন	থোক		১.৫০	৬৪.৬৭	০.৯৭
২৮.	অফিস ভাড়া	থোক		৬০.০০	১০০.০০	৬০.০০
২৯.	বিজ্ঞাপন	থোক		১০.০০	৬৫.০০	৬.৫০
৩০.	অডিও-ভিডিও	থোক		১.০০	৬৫.০০	০.৬৫
৩১	লাইসেন্স ফি	থোক		১০.০০	১০০.০০	১০.০০
৩২	ভাড়া এবং পরিবহন চার্জ	থোক		২.০০	০.০০	০.০০
৩৩	ফটোকপি চার্জ	থোক		১২.০০	৫৮.১৭	৬.৯৮
৩৪	পরিচালনার চার্জ	থোক		৪.০০	৪৯.০০	১.৯৬
৩৫	কমিশন	থোক		১০.০০	৮৭.৩০	৮.৭৩
৩৬	ভ্রমণ ব্যয়	থোক		১০.০০	৬৮.০০	৬.৮০
৩৭	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক		৫.০০	৫৮.২০	২.৯১
৩৮	মুদ্রণ এবং বাঁধাই	থোক		২.০০	৫১.০০	১.০২
৩৯	সীল এবং স্ট্যাম্প	থোক		২.০০	৬৫.০০	১.৩০
৪০	স্টেশনারি	থোক		৮.০০	৫১.১৩	৪.০৯
৪১	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক		১০.০০	৪৭.২৫	৫.৮১
৪২	পরামর্শ সেবা	থোক		৪৬২.০০	৫৯.৮১	২১৮.২৮
৪৩	অনুষ্ঠান/ উৎসব	থোক		৫২.০০	৬৫.০০	৩১.১০
৪৪	চিকিৎসা ব্যয়	থোক		২.০০	৪৭.৫০	১.৩০
৪৫	আসবাবপত্র মেরামত	থোক		২.০০	৬৫.০০	০.৯৫
৪৬	কম্পিউটার মেরামত	থোক		২.০০	৬৬.৬৭	১.৩০
৪৭	অফিস সরঞ্জাম	থোক		৩.০০	৫৪.৪৯	২.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)			**১৩৫২.৬০**	**৫৪.৪৯**	**৭৩৭.০০**
(খ) মূলধন ব্যয়:						
৪৮	১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ	ব.মি	২০৬০১৮	৩৯৪৭৫.৯৬	৫০.৬৬	২০০০০.০০
৪৯	সাইট অফিস নির্মাণ এবং যোগাযোগ অফিস সজ্জা	ব.মি.	৯১০	৬০.০০	৯০.২৫	৫৪.১৫
৫০	কম্পিউটার এবং আনুষাঙ্গিক	সংখ্যা	৩১	২৯.৫০	৫০.৮৫	১৫.০০
৫১	অফিস সরঞ্জাম	থোক	-		৫০.০০	১৫.০০
৫২	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৩৪৭	৯৫.০০	২৯.০০	১৮.৮৫
৫৩	জমি অধিগ্রহণ	একর	৩০	১৩৪৯০.১৮	০.০০	০.০০
	সিডি/ভ্যাট	থোক	-			
	উপ মোট (মূলধন ব্যয়):			**৫৩১৫০.৬৪**	**৩৭.৮২**	**২০১০৩.০০**
(গ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		২%	১১৪২.৫৯	০.০০	০.০০
(ঘ)	প্রাইস কন্টিনজেন্সি		৪%	৪৫৭০.১৮	০.০০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			**৬০২১৬.০১**	**৩৪.৬১**	**২০৮৪০.০০**

(সূত্রঃ প্রকল্প অফিস)

১.১০। প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের পণ্য ক্রয়ের পরিকল্পনা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (Goods)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	১৭	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	২৯.৫০	০১.০৮.১৭ থেকে ০১.০৭.১৯	০১.০৯.১৭ থেকে ০১.০৭.১৯	০১.১০.১৭ থেকে ০১.০৮.১৯
২	অফিস সরঞ্জম ও ফার্নিচার ক্রয়	সংখ্যা	১৪*২৬	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	৯৫.০০	০১.০৮.১৭ থেকে ০১.০৬.১৯	০১.০৯.১৭ থেকে ০১.০৭.১৯	০১.১০.১৭ থেকে ০১.০৮.১৯
মোট মূল্য							১২৪.৫০			

(সূত্রঃ আরডিপিপি)

প্রকল্পের সেবা ক্রয়ের পরিকল্পনা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	ডিজাইন, BOQ পরীক্ষা নিরীক্ষা,	প্যাকেজ	১	এসএসএস	চেয়ারম্যান (বিসিআইসি)	নিজস্ব	১৫০.০০	০৫.১২.১৭	০৭.০১.১৮	০১.০৩.১৮
২	বিশেষজ্ঞ নিয়োগ সুপারভিশনের জন্য)	প্যাকেজ	১	এসএসএস	চেয়ারম্যান (বিসিআইসি)	নিজস্ব	৩১২.০০	৩০.১১.১৮	৩০.১২.১৮	৩০.০৫.২০
৩	গাড়ী ভাড়া	সংখ্যা	৩	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	১১০.৪০	০১.০৮.১৭	০১.০৯.১৭	৩০.০৬.১৮
৪	জনবল নিয়োগ	সংখ্যা	১৯	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	৯৮.৪৪	৩০.১১.১৮	৩০.১২.১৮	৩০.০৫.২০
	মোট মূল্য						৬৭০.৮৪			

(সূত্রঃ আরডিপিপি)

প্রকল্পের পূর্ত কাজের ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কালতি ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	১৩টি সাইট অফিস	বর্গ	৯১০	ওটিএম	প্রকল্প	নিজ	৬০.০০	২২.১২.	২২.১২.	২২.১.২০১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কালতি ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	নির্মাণ	মিঃ		(অভ্যন্তরীণ)	পরিচালক	স্ব		২০১৮	২০১৮	৯
২	১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ (সয়েল টেষ্ট,ডিচিটাল সার্ভে, ডিজাইনসহ	বর্গ মিঃ	২০৬০১৮	ডিপিএম	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	জিওবি	৩৯৪৭৫.৯৬	৩.১০.২০১৭	১.১২.২০১৮	৩০.৫.২০২০
	সর্ব মোট						৩৯৫৩৫.৯৬			

প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকা)

আইটেম	নীলফামারী	সুনামগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	পঞ্চগড়	শেরপুর	নেত্রকোনা	কিশোরগঞ্জ	পাবনা	যশোর	বরিশাল	রাজবাড়ী	গাইবান্ধা
আবর্তক ব্যয়	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬
১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ	২৭১৭.৪১	৩০০৭.৪১	৩২৩৮.৮৪	২৭৫৪.৫৭	২৭৪৯.৫৪	২৯৯৯.১	৩০০৫.৭৭	৩১৯৬.৮৪	৩২২৪.৬	২৭০৩.৭৮	৩৮০৬	৩২৭০.২	২৮০১.৮৭
১৩টি সাইট অফিস নির্মাণ ও লিয়াজোঁ অফিস ডেকোরেশন	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২
কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ (লিয়াজোঁ ও সাইট অফিস)	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭
অফিস সরঞ্জম ও ফার্নিচার (লিয়াজোঁ ও সাইট অফিস)	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১
ভূমি অধিগ্রহণ	৫৩০.৬৭	৪৩৮.৫২	১০৯৪.৪	৬৪৯.৩৫	৬৯১.৪	৫৪৮.৬৮	১০৮২.৬১	৪৮২.২৩	৬৪৫.৩১	৯৩১.৩১	৫৩৪৪.৩	২২৬.৮৫	৮২৪.৫৬
মোট=	৩৩৬৬.৩২	৩৫৬৪.১৭	৪৪৫১.৪৮	৩৫২২.১৬	৩৫৫৯.১৮	৩৬৬৬.০৫	৪২০৬.৬২	৩৭৯৭.৩১	৩৯৮৮.১৩	৩৭৫৩.৩৩	৯২৬৮.৫২	৩৬১৫.৩২	৩৭৪৪.৬৭

আইটেম	নীলফামারী	সুনামগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	পঞ্চগড়	শেরপুর	নেত্রকোনা	কিশোরগঞ্জ	পাবনা	যশোর	বরিশাল	রাজবাড়ী	গাইবান্ধা
ফিজিক্যাল ও প্রাইস কনটেনজেন্সি	৩৫১.৩৬	৩৭৪.৪২	৪৬৯.১৮	৩৬৫.৮৫	৩৭১.০২	৩৮৪.৫১	৪৩৮.৭৩	৪০৪.২৮	৪২২.৯৯	৩৮৯.৮৩	৯৬২.১৭	৩৮৭.১০	৩৯১.২৯
সর্বমোট=	৩৭১৭.৬৮	৩৯৩৮.৫৯	৪৯২০.৬৬	৩৮৮৮.০১	৩৯৩০.১৯	৪০৫০.৫৬	৪৬৪৫.৩৫	৪২০১.৫৯	৪৪১১.১২	৪১৪৩.১৬	১০২৩০.৭	৪০০২.৪২	৪১৩৫.৯৬

প্রকল্পের মালামাল (Goods), কাজ (Works), এবং সেবা (Service) এর ক্রয় (Procurement) সংক্রান্ত যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সেগুলোতে ক্রয় সংক্রান্ত প্রযোজ্য সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে রক্ষিত বিভিন্ন রেকর্ড দেখা হয়েছে এবং তথ্যাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে মতামত প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.১১। লগ ফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
লক্ষ্য (Goal): দেশের চাহিদা মাফিক ১৩টি জেলায় বাফার গোডাউন নির্মাণ করে সুষম ও সুষ্টভাবে সার সংরক্ষণ এবং প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে সার বিতরণ করে কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।	কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।	১। বাংলাদেশে কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রীজ কার্পোরেশন (বিসিআইসি) এর প্রতিবেদন। ২। কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন। ৩। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান অধিদপ্তর (বিবিএস) এর প্রতিবেদন।	
উদ্দেশ্য (Purpose/ Outcome): বাংলাদেশে সারের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	সারের মজুদ ক্ষমতা ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে ২৯২,৬০০ মে.টন হতে ৪২২,৬০০ মে.টনে বৃদ্ধি পাবে।	১। অন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন। ২। দেশে সারের চাহিদা মিটাতে দ্রুততার সাথে সার বিতরণ । ৩। আইএমইডি'র প্রতিবেদন	১। রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হবে না। ২। মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরের কারণসমূহ আমলযোগ্য। ৩। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের নীতিতে বড় কোন পরিবর্তন আসবে না।
আউটপুট (Output): দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ	সকল বাফার গোডাউন ডিসেম্বর ২০১৯ সালের মধ্যে নির্মিত হবে।	১। নির্মাণ বিভাগ, বিসিআইসি ব্যবস্থাপনা। ২। ঠিকাদারের অগ্রগতি	১। যথা সময়ে তহবিলের প্রাপ্যতা। ২। মালামালের যথার্থ

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
হবে।		প্রতিবেদন/ প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন। ৩। বিসিআইসি'র প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগের প্রতিবেদন। ৪। শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন। ৫। আইএমইডি'র প্রতিবেদন।	তালিকা প্রণয়ন। ৩। মালামাল এবং ইউটিলিটিজ-এর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। ৪। শ্রমিকের দ্বারা বিরামহীনভাবে কার্য সম্পাদন। ৫। প্রাকৃতিক জলবায়ু দ্বারা তেমন প্রভাব পড়বে না।
ইনপুট (Input): (ক) প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ। (খ) নির্মাণ কাজ: (১) ভূমি উন্নয়ন/ মাটি ভরাট। ২) সয়েল টেষ্ট, ডিজিটাল সার্ভে, ডিজাইন, ড্রইং। ৩) পাইলিং ওয়ার্ক (প্রয়োজনে, মাটির গুনাগুনের উপর নির্ভর করে। ৪) ফাইন্ডেশন ওয়ার্ক এবং স্টীল স্টাকচারের প্রয়োজনীয় ইরেকশন। ৫) সীমানা প্রচীর নির্মাণ। ৬) এপ্রোচ রোড, সংযোগ রোড, আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৭) আনুষাঙ্গিক অন্যান্য কাজ (বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানি সরবরাহ, আবাসিক ভবন, অফিস ভবন, আনসার ব্যরাক নির্মাণ।	ক) মোট ৫০.৯০৮ একর জমি ১৩টি জেলার আগস্ট ২০১৮ খ্রি: এর মধ্যে অধিগ্রহণ করা হবে। খ) ১৩টি জেলার ১৩টি বাফার গোডাউনের পূর্ত কাজ ডিসেম্বর '২০১৯ খ্রি: এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।	১। শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত প্রতিবেদন এবং রেকর্ড। ২। বিসিআইসি'র প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগের প্রতিবেদন এবং রেকর্ড। ৩। বিসিআইসি'র নির্মাণ বিভাগের প্রতিবেদন এবং রেকর্ড। ৪। আইএমইডি'র প্রতিবেদন।	১। যথাসময়ে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর । ২। যথাসময়ে অর্থ ছাড়। ৩। সকল ক্রয় নির্দেশ ও নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত সময়ে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন। ৪। যথাসময়ে আরডিপিপি সংশোধন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে সারের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। সে লক্ষে সারের মজুদ ক্ষমতা ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে ২৯২,৬০০ মে.টন হতে ৪২২,৬০০ মে.টনে বৃদ্ধি করার বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক ছিল। আউটপুট হিসেবে বস্তনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক ছিল ১৩টি জেলার ১৩টি বাফার গোডাউনের পূর্ত কাজ ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করা। কিন্তু বাস্তবে সেনা কল্যাণ সংস্থাকে ডিপিএম-এর মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও জুন ২০২০ সালের মধ্যে কোন বাফার গোডাউন নির্মাণ করা সম্ভব হবে না।

১.১২। টেকসইকরণ পরিকল্পনা

ডিপিপিতে কোন টেকসইকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা

২.১। নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপরিধি

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপরিধিসমূহ নিম্নরূপঃ

১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/ সংশোধন, অর্থায়ন অবস্থা ইত্যাদি) পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ;

২) প্রকল্পের সার্বিক এবং অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (ভৌত ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, সারণীতে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/ চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহ/ ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ/ ক্রয় আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর ইত্যাদি) প্রতিপালিত করা হয়েছে বা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/ সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্যক্রম ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশণ, গুণগত মান এবং পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/ যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে বা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬) অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে সম্পাদিত ও চলমান ভৌত কাজসমূহ পরিদর্শন ও নির্মাণ কাজের গুণগত মান যাচাই করা;

৭) প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা (যদি থাকে), যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধি ও সময় বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়াদি কারণসহ বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৮) SWOT Analysis;

৯) নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত প্রাসঙ্গিক/সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ; এবং

১০) নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রারম্ভিক, খসড়া, চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন, চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে সংস্থা/ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ।

২.২। প্রকল্প এলাকা

"সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম ৭টি বিভাগের ১৩টি জেলার ১৩টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীণ রয়েছে।

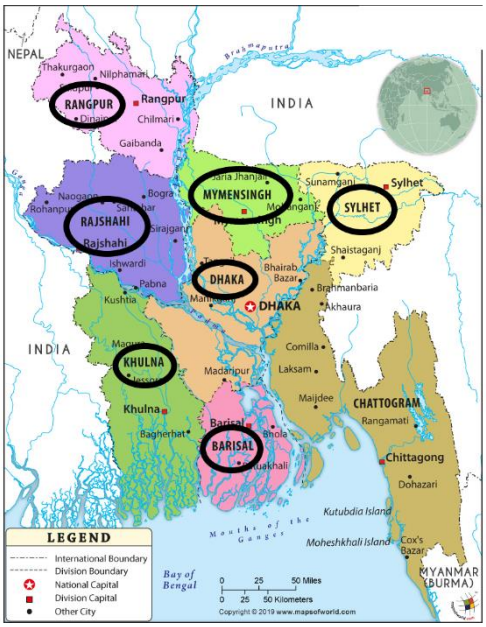

২.৩। নমুনার পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

নিবিড় পরিবীক্ষণ কর্মসম্পাদনের জন্য চুক্তিপত্রে নির্দেশিত টাইম লাইন অনুসারে কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসবে প্রাইমারী উৎস (প্রকল্প স্টেকহোল্ডার, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং প্রকল্প সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা/ সমীক্ষা) ও সেকেন্ডারি উৎস (রিপোর্ট, সংরক্ষিত তথ্য, ডকুমেন্ট ইত্যাদি) থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকল্প এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে নির্মাণ কার্যক্রম ও যন্ত্রপাতির মান যাচাই করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ইন্সট্রুমেন্টস/ টুলসের অংশ হিসবে প্রকল্প সম্পর্কিত নথি/ রিভিউ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহের চেকলিস্ট; অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক কাজের অগ্রগতির চেকলিস্ট; স্পেসিফিকেশন অনুসারে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক মালামাল, কাঠামো ও কার্য ইত্যাদির গুণগত মান যাচাইয়ের চেকলিস্ট; ক্রয় পদ্ধতি পর্যালোচনার চেকলিস্ট; এফজিডি প্রশ্নমালা; কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক) অবকাঠামো নির্মাণের গুণগতমান নিরীক্ষাকাজে নমুনা বিভাজন

গুণগত মান নিরীক্ষা কাজে নির্বাচিত প্রকল্প এলাকাঃ ১৩টি জেলা (১০০%) প্রকল্প এলাকা।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
বরিশাল	বরিশাল	সদর
খুলনা	যশোর	সদর
ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	সদর
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	সদর
ঢাকা	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ
ময়মনসিংহ	শেরপুর	ঝিনাইগাতী
ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা	সদর
রাজশাহী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদর
রাজশাহী	পাবনা	বেড়া
রংপুর	গাইবান্ধা	সদর
রংপুর	নীলফামারী	সদর
রংপুর	পঞ্চগড়	বোদা
সিলেট	সুনামগঞ্জ	সদর

প্রকল্পটিতে বিভিন্ন প্রকার অবকাঠামো নির্মাণাধীন রয়েছে। তাই এক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রতিটি চলমান কার্যক্রম হতে অবকাঠামো নির্মাণের গুণগত মান নিরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের যে সকল অবকাঠামো নির্মাণের গুণগত মানের তথ্য নিরীক্ষা কাজে সংগ্রহ করা হয়েছে তার তালিকা নিম্নে দেওয়া হলঃ

নং	নমুনার বিবরণ
১	সয়েল টেষ্ট
২	ডিজিটাল সার্ভে
৩	ডিজাইন
৪	ভূমি উন্নয়ন
৫	পাইলিং ওয়ার্ক
৬	ফাউন্ডেশন ওয়ার্ক
৭	ষ্টীল স্ট্রাকচার
৮	বাউন্ডারী
৯	এপ্রোচ রোড
১০	ড্রেন
১১	অফিস বিল্ডিং
১২	বৈদ্যুতিক কাজ

খ) নিবিড় পরিবিক্ষণ সমীক্ষার পরিকল্পনা

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে সমীক্ষার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সমীক্ষা কার্যক্রম গুণগত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের মাঝ থেকে বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

নং	পদ্ধতি	উত্তরদাতা	সংখ্যা
১	প্রতিবেদন পর্যালোচনা	• ডিপিপি, প্রকল্পের ডিজাইন, প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন, অন্তর্বর্তীকালীন জরিপ প্রতিবেদন	প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন
২	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তা, বিসিআইসি ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ, উপজেলা কর্মকর্তাবৃন্দ, মাঠ পর্যায়ে নিযুক্ত প্রকৌশলী, কৃষি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ঠিকাদার, ডিলার, কৃষক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার	২টি
৩	কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ	আইএমইডি'র কর্মকর্তা শিল্প মণ্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা বিসিআইসি'র কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক উপজেলা কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তা বিসিআইসি'র স্থানীয় কর্মকর্তা জেলা কৃষি কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে নিযুক্ত প্রকৌশলী স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ঠিকাদার	১০টি
৪	মাঠ পরিদর্শন এবং ভৌত পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণ	প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন	প্রকল্প এলাকায় অঙ্গভিত্তিক কাজের পর্যবেক্ষণ
৫	গুণগত মান পরীক্ষা	বিভিন্ন উপাদানের অবকাঠামো / উন্নয়ন কাজের উপাদানের নমুনা	ফিল্ড টেস্ট/ ল্যাব টেস্ট
৬	ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা	প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদানের নমুনা প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত নথি	ক্রয় প্যাকেজ
৭	জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা	আইএমইডির কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তা ও জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডার	১টি

চিত্র ২.১: নিবিড় পরিবীক্ষণ গবেষণা পদ্ধতি

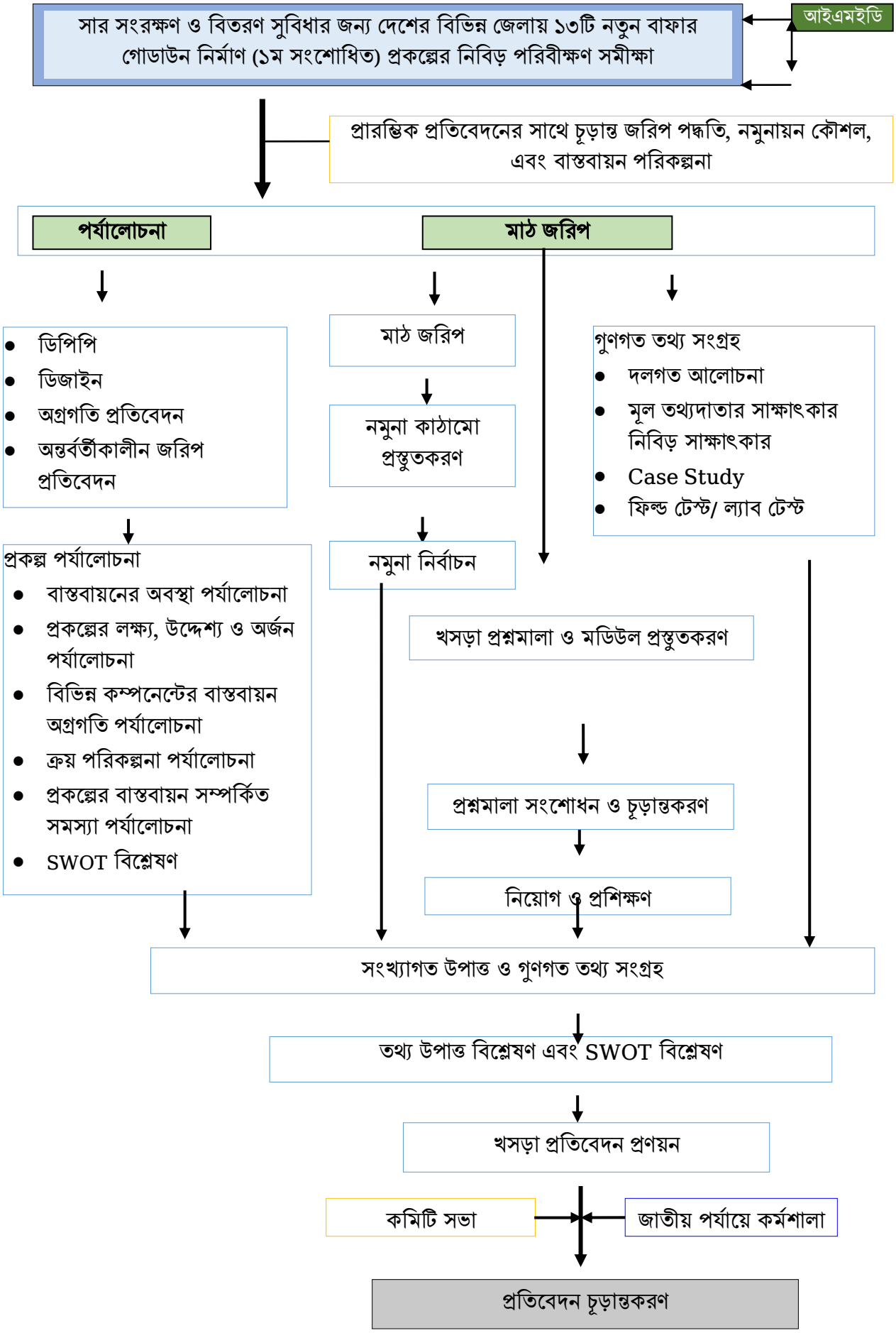

২.৪। তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

২.৪.১।। তথ্য সংগ্রহকারীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

এ সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের ওপর এক কর্মদিবসের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণ নিবিড় পরিবীক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, নমুনা নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহের বিষয়, প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য গাইডলাইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীদের পরিচয়পত্র প্রদানপূর্বক মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হলো

- প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য;
- নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের কর্মপরিধি;
- নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের কর্মপদ্ধতি;
- নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের প্রশ্নপত্র, ছক ও গাইডলাইন;
- উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস;
- উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল;
- উত্তর লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি ইত্যাদি।

২.৪.২। তথ্য সংগ্রহ ও মাঠ কার্যক্রম তদারকি

এ সমীক্ষাটি পরিচালনার জন্য সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের ধরণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত চূড়ান্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত উপকরণের চেকলিষ্ট, নির্বাচিত নমুনার আকার, উত্তরদাতাদের জেলা ও উপজেলার নাম, ঠিকানা এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্নমালা সরবরাহ করা হয়েছে। কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে উপস্থিত থেকে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবেন। এই সমীক্ষা কার্যক্রমের জন্য নিম্নলিখিত গুণগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

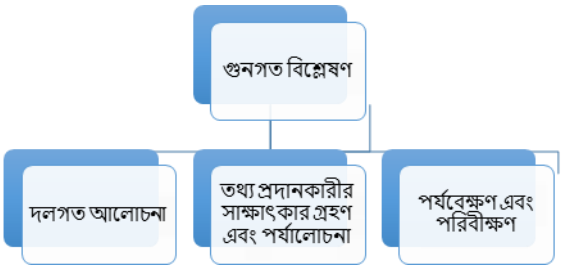

২.৪.৩। নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পটি নির্মাণ প্রধান একটি প্রকল্প। প্রকল্পের শুরু হতে এ পর্যন্ত যে সকল নির্মাণ কাজের টেন্ডার করা হয়েছে (চলমান কাজ ও সমাপ্ত কাজ) সেগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি যেমন- টেন্ডার প্রদানের তারিখ, প্রদত্ত সময়সীমার আলোকে বাস্তব অগ্রগতি কতটুকু অর্জিত হয়েছে, নির্ধারিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হয়েছে কি-না, না হলে তার কারণ, নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার সময়, কাজের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ইত্যাদি তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় হতে এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদির বিশ্লেষণ ও সারণীর মাধ্যমে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত যে সকল নির্মাণ কাজের প্রক্রিয়াকরণ করা হয়নি/ কাজ আরম্ভ করা হয়নি, সেগুলোর সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। প্রকল্পের অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধি ও সময় বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণসহ গণপূর্ত বিভাগের ভূমিকা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

২.৪.৪। ক্রয় (Procurement) সংক্রান্ত নীতিমালার পরিবীক্ষণ

প্রকল্পের মালামাল (Goods), কাজ (Works), এবং সেবা (Service) এর ক্রয় (Procurement) সংক্রান্ত যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সেগুলোতে ক্রয় সংক্রান্ত প্রযোজ্য সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে রক্ষিত বিভিন্ন রেকর্ড দেখা হয়েছে এবং তথ্যাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে মতামত প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৪.৫। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

তথ্য সংগ্রহকারীদের সহায়তায় ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এমনভাবে পরিচালনা করা হয়েছে যাতে সকল অংশগ্রহণকারী স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত প্রদান করতে পারেন। প্রকল্প সুবিধাভোগী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়েছে। পরামর্শকগণ উপস্থিত সকলকে আলোচনার শুরুতে এ প্রকল্প সম্পর্কে ও এর উদ্দেশ্য বিষয়ে অবগত করেন। প্রতিটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় ১০-১২ জন স্টেকহোল্ডার ছিলেন। তথ্য সংগ্রহকারীগণ আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করেন। ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর অনুসন্ধান করা হয়েছেঃ

- সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে;
- প্রকল্পের কাজের তুলনায় প্রকৃত অর্জন কতটুকু;
- প্রকল্পের নির্মাণ কাজের মান এবং বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কে;
- প্রকল্পের নির্মাণ কাজের নকশা অনুযায়ী কাজের বাস্তবায়ন সম্পর্কে;
- বাফার গোডাউন স্থাপনে সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে;
- প্রকল্পটি সার্বিক কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন সম্পর্কে;
- প্রকল্পটির ক্রয় কার্য সম্পর্কে;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে;
- প্রকল্পটির বিভিন্ন অঙ্গের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে;
- সার বিতরণ ব্যবস্থাপনার মান কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সার বিতরণ ব্যবস্থাপনার পরিধি কি পরিমাণ সম্প্রসারিত হবে সে সম্পর্কে;
- প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনা;
- প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন ধরনের সবল, দুর্বল দিক বা ঝুঁকি।

২.৪.৬। কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ

সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প সম্পর্কে এর বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার যথাক্রমে আইএমইডির কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিসিআইসি'র কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তা, বিসিআইসি স্থানীয় কর্মকর্তা, জেলা কৃষি কর্মকর্তা, মাঠ পর্যায়ে নিযুক্ত প্রকৌশলী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও ঠিকাদার ইত্যাদি। এ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, বাস্তবায়নজনিত সমস্যা, প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়েছে।

২.৪.৭। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ

তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণঃ সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তে কোন অসংগতি আছে কিনা কিংবা ত্রুটি আছে কিনা যাচাই করে কম্পিউটারে এন্ট্রি করানোর পূর্বেই অশোধিত উপাত্তের সম্পাদনা করা হয়েছে। সম্পাদিত ও কোডিংকৃত তথ্য-উপাত্ত "প্রশ্নমালা" অনুযায়ী কম্পিউটারে নির্দিষ্ট সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেয়া হয়েছে।

তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ: প্রক্রিয়াকরণকৃত এবং সাজানো, তথ্য-উপাত্ত প্রশ্নমালাভিত্তিক এবং সমীক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী পৃথক করা হয়েছে এবং পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য ও সূচকের জন্য পৃথক পৃথক একক মাত্রার বা একাধিক মাত্রার সারণী তৈরী করা হয়েছে এবং বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইহা ছাড়াও অধিকতর দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়ার জন্য গ্রাফ ও চার্টের ব্যবহার করা হয়েছে।

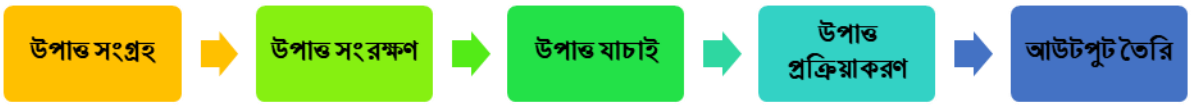

২.৫। সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

চার মাসের মধ্যে এ নিবিড় পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার আনুমানিক সময়সূচী নিম্নলিখিত সারণীতে প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক নং	কর্মসূচী	আনুমানিক সমাপ্তির তারিখ
১	চুক্তিপত্র	৬/১/২০২০
২	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা	৭/১/২০২০
৩	আইএমইডি-র সঙ্গে সূচনা সভা	১৯/১/২০২০
৪	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সূচনা সভা	১৯/১/২০২০
৫	নিবিড় পরিবীক্ষণ জন্য কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ, কর্ম পরিকল্পনা ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকরণ	৭/১/২০২০ - ১৯/১/২০২০
৬	কর্ম পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ, কর্ম পরিকল্পনা ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকরণ খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল	২০/১/২০২০
৭	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা	২২/১/২০২০
৮	টেকনিক্যাল কমিটির সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত সংযোজন	২২/১/২০২০
৯	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর স্টিয়ারিং কমিটির সভা	২৩/১/২০২০
১০	চূড়ান্ত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল	২৫/১/২০২০
১১	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	২৫/১/২০২০ - ২৬/১/২০২০
১২	তথ্য সংগ্রহকারীদের মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ	২৭/১/২০২০
১৩	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং উপকারভোগীদের তালিকা এবং যোগাযোগের তথ্য সংগ্রহ	২৭/১/২০২০ - ৩/২/২০২০
১৪	মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও সরেজমিনে পরিদর্শন	৪/২/২০২০ - ২৮/২/২০২০
১৫	প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণের সাথে সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ	৬/২/২০২০ - ২৮/২/২০২০
১৬	সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে প্রকল্পের যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট পূরণ করা	৬/২/২০২০ - ২৮/২/২০২০
১৭	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	১/২/২০২০ - ২৮/২/২০২০
১৮	তথ্য উপাত্ত কোডিং ও এন্ট্রিকরণ	২৩/২/২০২০ - ২৬/৩/২০২০
১৯	তথ্য উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ	২৭/৩/২০২০
২০	১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত ও জমা	৯/৪/২০২০
২১	১ম খসড়া প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা	১১/৪/২০২০
২২	টেকনিক্যাল কমিটির সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত সংযোজন	১৪/৪/২০২০
২৩	২য় খসড়া প্রতিবেদনের উপর স্টিয়ারিং কমিটির সভা	১৬/৪/২০২০
২৪	জাতীয় কর্মশালা আয়োজন	২০/৪/২০২০
২৫	কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনে সংযোজন ও দাখিল	২২/৪/২০২০
২৬	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা	২৪/৪/২০২০
২৭	টেকনিক্যাল কমিটির সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত সংযোজন	২৭/৪/২০২০
২৮	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর স্টিয়ারিং কমিটির সভা	২৮/৪/২০২০
২৯	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল	৫/৫/২০২০

আনুমানিক সমাপ্তির তারিখ আইএমইডি থেকে মন্তব্য প্রাপ্তির তারিখের উপর নির্ভরশীল

তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১। প্রকল্পের অগ্রগতি

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) কর্তৃক "সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটি ৪৮২০৩.৬৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবি ও বিসিআইসি'র অর্থায়ন) জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৮/৩/২০১৭ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন পায়। ৮ মে ২০১৭ তারিখে প্রকল্পটি প্রশাসনিক অনুমোদন পায়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করে ৬০২১৬.০১ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন ১১/১০/২০১৮ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদন পায়। মার্চ ২০২০ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৩৬% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩২%।

৩.১.১। বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকল্পের অগ্রগতি

ডিপিপি অনুযায়ী খাতভিত্তিক বিভাজন অনুসারে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য (মার্চ ২০২০ পর্যন্ত) নিম্নবর্ণিত সারণীতে দেওয়া হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিভুত অগ্রগতি		২০১৯-২০ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			সংখ্যা/ পরিমাণ	আনুমানিক খরচ	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৭	৬	৮	৯	১০	১১
(ক)রাজস্ব ব্যয়										
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	১৭	১২৯.১৪	৪০.৬৮	৫২.৫৩	৫৩.৫৯	৬৯.২০	১৯.৩০	২৪.৯২
২.	কর্মচারীদের বেতন	জন	৮	২৪.২৯	৪২.৭৭	১০.৩৯	৬১.৭৫	১৫.০০	২৪.৪৫	৫.৯৪
৩.	যাতায়াত ভাতা	জন	৬	৩০.০০	১১.৭০	৩.৫১	৬.৬৭	২.০০	০.২৩	০.০৭
৪.	শিক্ষা ভাতা	জন	৪	১.৪৪	৩৬.৮১	০.৫৩	৬৯.৪৪	১.০০	৯.৭২	০.১৪
৫.	বাড়ী ভাড়া ভাতা	জন	২৫	৮৬.৬১	৩৩.৯৬	২৯.৪১	৬৯.২৮	৬০.০০	১৫.০৯	১৩.০৭
৬.	চিকিৎসা ভাতা	জন	২৫	৮.৯১	৩০.৪২	২.১৭	৬৭.৩৪	৬.০০	২১.৮৯	১.৯৫
৭.	টেলিফোন ভাতা	জন	১	০.২০	২৫.০০	০.০৫	১০০.০০	০.২০	০.০০	০.০০
৮.	টিফিন ভাতা	জন	৩	০.২৪	৫৪.১৭	০.১৩	৬২.৫০	০.১৫	৪৫.৮৩	০.১১
৯.	রিটেইনার ভাতা	জন	৬	৪৭.১৯	১৯.৬৪	৯.২৭	৭৪.১৭	৩৫.০০	২.৭৩	১.২৯
১০.	ক্ষতিপূরণ ভাতা	জন	৬	৮৯.৪৯	২৫.৫৫	২০.৩১	৪৬.১৯	৩৬.৭২	৪.১৫	৩.৭১
১১.	উৎসব ভাতা	জন	২৫	২৮.১৩	৪৪.১৯	১২.৪৩	৪৭.৬৭	১৩.৪১	১৬.৩৫	৪.৬০
১২.	ভ্রমন ভাতা	জন	৬	২.০০	০.০০	০.০০	৬৫.৫০	১.৩১	০.০০	০.০০
১৩.	অতিরিক্ত কাজের ভাতা	জন	৬	১০.০০	২৮.৯০	২.৮৯	৮১.১০	৮.১১	২০.২০	২.০২
১৪.	শ্রান্তি ভাতা	জন	৬	২.৭৩	৪.০৩	০.১১	১০০.০০	২.৭৩	৬৪.১০	১.৭৫

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০১৯-২০ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			সংখ্যা/ পরিমাণ	আনুমানিক খরচ	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৭	৬	৮	৯	১০	১১
১৫.	আপ্যায়ন ভাতা	জন	৬	৩৬.৩৩	০.৭৪	০.২৭	১৩.৭৬	৫.০০	০.০০	০.০০
১৬.	সম্মানী ভাতা	থোক		২০.০০	৩৩.৬৫	৬.৭৩	৮৯.৯৫	১৭.৯৯	৭.০০	১.৪০
১৭.	ক্লিনিং ভাতা	থোক		২.০০	২৪.০০	০.৪৮	৮০.০০	১.৬০	১৫.০০	০.৩০
১৮.	ক্ষতিপূরণ	থোক		২০.০০	৬৮.৭৫	১৩.৭৫	৩১.২৫	৬.২৫	২২.০০	৪.৪০
১৯.	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক		২৫.০০	১৪.২৪	৩.৫৬	৯৬.৫২	২৪.১৩	৩.৪৮	০.৮৭
২০.	ভাড়া নেওয়ার চার্জ	থোক		১১০.৪০	৪০.৬৪	৪৪.৮৭	৪২.৭০	৪৭.১৪	২০.৩৪	২২.৪৫
২১.	অনিয়মিত শ্রমিক মজুরি	থোক		২.০০	০.০০	০.০০	৬৫.০০	১.৩০	০.০০	০.০০
২২.	আইনী ব্যয়	থোক		১০.০০	০.০০	০.০০	৬৫.০০	৬.৫০	০.০০	০.০০
২৩.	বিদ্যুৎ	থোক		২.০০	০.০০	০.০০	৬৫.০০	১.৩০	২৭.৫০	০.৫৫
২৪.	পানি	থোক		২.০০	৩.৫০	০.০৭	৬৫.০০	১.৩০	৩.৫০	০.০৭
২৫.	ইন্টারনেট / ফ্যাক্স / টেলেক্স	থোক		১.০০	৩৮.০০	০.৩৮	৩৬.০০	০.৩৬	৭.০০	০.০৭
২৬.	ডাক/ কুরিয়ার	থোক		১.০০	৭.০০	০.০৭	৬৫.০০	০.৬৫	০.০০	০.০০
২৭.	টেলিফোন	থোক		১.৫০	২৪.৬৭	০.৩৭	৬৪.৬৭	০.৯৭	৪.০০	০.০৬
২৮.	অফিস ভাড়া	থোক		৬০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	৬০.০০	৭৩.৭৫	৪৪.২৫
২৯.	বিজ্ঞাপন	থোক		১০.০০	০.০০	০.০০	৬৫.০০	৬.৫০	০.০০	০.০০
৩০.	অডিও-ভিডিও	থোক		১.০০	৩.০০	০.০৩	৬৫.০০	০.৬৫	০.০০	০.০০
৩১	লাইসেন্স ফি	থোক		১০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	১০.০০	৯১.৩০	৯.১৩
৩২	ভাড়া এবং পরিবহন চার্জ	থোক		২.০০	৬.০০	০.১২	০.০০	০.০০	৪১.০০	০.৮২
৩৩	ফটোকপি চার্জ	থোক		১২.০০	২৪.০৮	২.৮৯	৫৮.১৭	৬.৯৮	০.৮৩	০.১০
৩৪	পরিচালনার চার্জ	থোক		৪.০০	১৮.২৫	০.৭৩	৪৯.০০	১.৯৬	০.০০	০.০০
৩৫	কমিশন	থোক		১০.০০	১২.৭০	১.২৭	৮৭.৩০	৮.৭৩	২২.১০	২.২১
৩৬	ভ্রমণ ব্যয়	থোক		১০.০০	৩১.২০	৩.১২	৬৮.০০	৬.৮০	২৮.১০	২.৮১
৩৭	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক		৫.০০	১৮.০০	০.৯০	৫৮.২০	২.৯১	৫.৪০	০.২৭
৩৮	মুদ্রণ এবং বাঁধাই	থোক		২.০০	৯.৫০	০.১৯	৫১.০০	১.০২	০.০০	০.০০
৩৯	সীল এবং স্ট্যাম্প	থোক		২.০০	৩.০০	০.০৬	৬৫.০০	১.৩০	০.০০	০.০০
৪০	স্টেশনারি	থোক		৮.০০	২০.৮৮	১.৬৭	৫১.১৩	৪.০৯	৬.০০	০.৪৮
৪১	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক		১০.০০	৬.৭০	০.৬৭	৪৭.২৫	৫.৮১	০.৫০	০.০৫
৪২	পরামর্শ সেবা	থোক		৪৬২.০০	৫২.৭৫	২৪৩.৭২	৫৯.৮১	২১৮.২৮	২৪.২৭	১১২.১২

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০১৯-২০ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			সংখ্যা/ পরিমাণ	আনুমানিক খরচ	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৭	৬	৮	৯	১০	১১
৪৩	অনুষ্ঠান/ উৎসব	থোক		৫২.০০	১.২৩	০.৬৪	৬৫.০০	৩১.১০	২.১৩	১.১১
৪৪	চিকিৎসা ব্যয়	থোক		২.০০	০.০০	০.০০	৪৭.৫০	১.৩০	০.০০	০.০০
৪৫	আসবাবপত্র মেরামত	থোক		২.০০	১২.৫০	০.২৫	৬৫.০০	০.৯৫	০.০০	০.০০
৪৬	কম্পিউটার মেরামত	থোক		২.০০	০.০০	০.০০	৬৬.৬৭	১.৩০	০.০০	০.০০
৪৭	অফিস সরঞ্জাম	থোক		৩.০০	৭.৬৭	০.২৩	৫৪.৪৯	২.০০	০.৬৭	০.০২
উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)				**১৩৫২.৬০**	**৩৪.৮৪**	**৪৭১.৩১**	**৫৪.৪৯**	**৭৩৭.০০**	**১৯.৪৫**	**২৬৩.১১**
(খ) মূলধন ব্যয়:										
৪৮	১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ	ব.মি	২০৬০১৮	৩৯৪৭৫.৯৬	২০.২৭	৮০০০.০০	৫০.৬৬	২০০০০.০০	৪.৫৫	১৭৯৬.৮৯
৪৯	সাইট অফিস নির্মাণ এবং যোগাযোগ অফিস সজ্জা	ব.মি.	৯১০	৬০.০০	৯.৭৫	৫.৮৫	৯০.২৫	৫৪.১৫	৬.৫৮	৩.৯৫
৫০	কম্পিউটার এবং আনুষাঙ্গিক	সংখ্যা	৩১	২৯.৫০	১৪.১৭	৪.১৮	৫০.৮৫	১৫.০০	০.০০	০.০০
৫১	অফিস সরঞ্জাম	থোক	-		৮.৭৩	২.৬২	৫০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০
৫২	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৩৪৭	৯৫.০০	২.৮২	১.৮২	২৯.০০	১৮.৮৫	০.০০	০.০০
৫৩	জমি অধিগ্রহণ	একর	৩০	১৩৪৯০.১৮	৬৫.৯৭	৮৯০০.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সিডি/ভ্যাট	থোক	-							
উপ মোট (মূলধন ব্যয়):				**৫৩১৫০.৬৪**	**৩১.৮২**	**১৬৯১৪.৫৬**	**৩৭.৮২**	**২০১০৩.০০**	**৩.৩৯**	**১৮০০.৮৪**
(গ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		২%	১১৪২.৫৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(ঘ)	প্রাইস কন্টিনজেন্সি		৪%	৪৫৭০.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)				**৬০২১৬.০১**	**২৮.৮৭**	**১৭৩৮৫.৮৭**	**৩৪.৬১**	**২০৮৪০.০০**	**৩.৪৩**	**২০৬৩.৯৫**

(সূত্রঃ প্রকল্প অফিস)

৩.১.২। প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ডিপিপির সংস্থান

অর্থ বছর	প্রকল্প সংশোধন	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
		জিওবি	নিজস্ব অর্থ	মোট
বছর-১ (জানু'২০১৭-জুন'২০১৭)	১ম সংশোধিত	০.০০	০.০০	০.০০
	মূল	২০৪৫.৪৫	৫৭৩৫.৯৫	৭৭৮১.৪
বছর-২ (জুলাই'২০১৭-জুন'২০১৮)	১ম সংশোধিত	০.০০	৪৪০৯.৪৬	৪৪০৯.৪৬
	মূল	১৭৯৫৪.৮৮	২১৯৫.৩২	২০১৫০.১৬

অর্থ বছর	প্রকল্প সংশোধন	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
		জিওবি	নিজস্ব অর্থ	মোট
বছর-৩ (জুলাই'২০১৮-জুন'২০১৯)	১ম সংশোধিত	১৯৭৩৭.৯৮	৯৮৩৬.৫৩	২৯৫৭৪.৫১
	মূল	১৩৯১৭.৫৮	২১৬৮.৯৭	১৬০৮৬.৫৬
বছর-৪ (জুলাই'২০১৯-জুন'২০২০)	১ম সংশোধিত	২৪৭৬৮.০৩	১৪৬৪.০২	২৬২৩২.০৫
	মূল	২১১৯.২৫	২০৬৬.৩৪	৪১৮৫.৫৯
মোট	১ম সংশোধিত	৪৪৫০৬.০১	১৫৭১০.০০	৬০২১৬.০১
	মূল	৩৬১৫২.৭৭	১২০৫০.৯২	

প্রকল্পটি জিওবি এবং বিসিআইসি'র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটিতে জানুয়ারী থেকে জুন ২০১৭ অর্থাৎ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অর্থ ব্যয়ের পরিমান ছিল শূন্য টাকা। অর্থাৎ প্রকল্পটি জানুয়ারী ২০১৭ সালে শুরু হলেও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের কোন কাজ হয়নি। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২০১.৫ কোটি টাকা সংস্থান থাকলেও বাস্তবে ব্যয় হয় মাত্র ৪৪.০৯ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মূল ডিপিপিতে ১৬০.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও ব্যয় হয়েছিল ২৯৫.৭৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুসারে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ আছে ২৬২.৩২ কোটি টাকা।

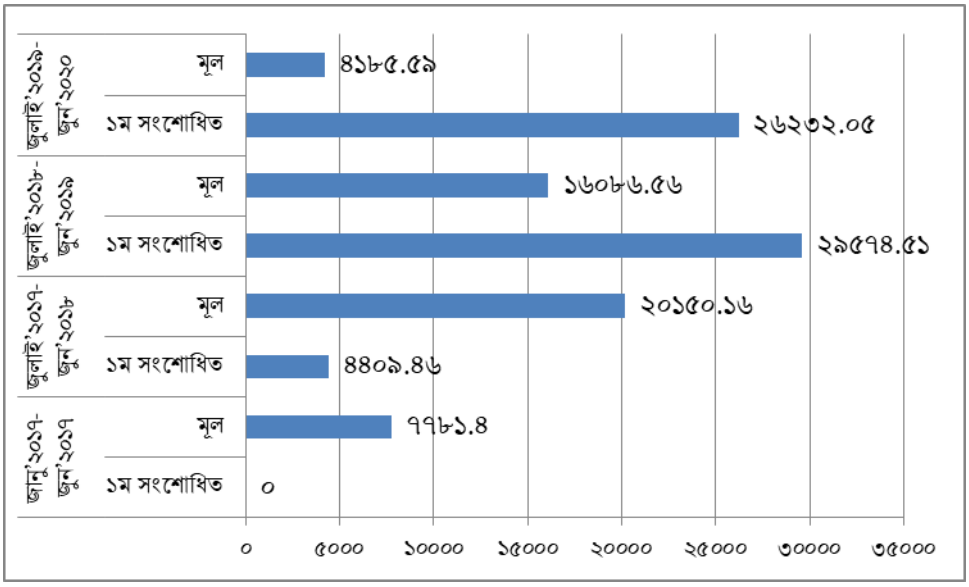

গ্রাফ ৩.১: প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ এবং ব্যয়ের পরিমান

৩.২। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম

প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন চলমান আছে। প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রমসমূহ হলোঃ

- ভূমি উন্নয়ন/মাটি ভরাট;
- সয়েল টেষ্ট, ডিজিটাল সার্ভে, ডিজাইন, ড্রইং;
- পাইলিং ওয়ার্ক (প্রয়োজনে, মাটির গুণাগুণের উপর নির্ভর করে);
- ফাউন্ডেশন ওয়ার্ক এবং স্টীল স্টাকচারের প্রয়োজনীয় ইরেকশন;
- সীমানা প্রচীর নির্মাণ;
- এপ্রোচ রোড, সংযোগ রোড, আরসিসি ড্রেন নির্মাণ এবং
- আনুষাঙ্গিক অন্যান্য কাজ (বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানি সরবরাহ, আবাসিক ভবন, অফিস ভবন, আনসার ব্যরাক নির্মাণ।

ডিপিপিতে উল্লেখিত প্যাকেজ ও লটসমূহ যথাযথ রেখে ডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় পদ্ধতি এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়- কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ কাজ ডিপিপিএম প্রক্রিয়ায় সেনা কল্যান সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদনের করার ফলে উক্ত কাজের দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশের প্রয়োজন পড়েনি।

৩.২.১। নির্মাণ কার্যক্রম ক্রয় পর্যালোচনা

অনুমোদিত মূল ডিপিপিতে গোডাউন নির্মাণ কাজটি পিডব্লিউডি-এর মাধ্যমে ওটিএম-এ ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে সম্পাদনের কথা উল্লেখ ছিল। "সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণ" প্রকল্পটির সফল ও দ্রুত বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে গোডাউন নির্মাণ কাজ সেনা কল্যাণ সংস্থার মাধ্যমে করার জন্য বিসিআইসি ও শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে লক্ষ্যে ২৩-৮-২০১৭ সালে পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ১৩-০৯-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় বিসিআইসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণ কাজ সম্পাদনের জন্য পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ৬৮ (১) অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় জরুরী প্রয়োজনে জনস্বার্থে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণের প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে সর্বসম্মতভাবে সুপারিশ করা হয়।

সংশোধিত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদনের পর গত ১৮-১২-২০১৮ তারিখে ডিপিএম পদ্ধতিতে সেনা কল্যাণ সংস্থার সাথে ৩৯৪,৭৫,৯৬,০০০/- (তিনশত চুরানব্বই কোটি পঁচাত্তর লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকায় ১৩টি নতুন গোডাউন নির্মাণ (পূর্ত ও বৈদ্যুতিক) কাজ সম্পন্ন করার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাফার গোডাউন নির্মাণের জন্য সাইটগুলো নিম্নলিখিত তারিখে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

সাইট বুঝিয়ে দেয়ার তারিখ	সাইট সংখ্যা
২৭-১২-২০১৮	১০টি
১০-০২-২০১৯	২টি
১৯-০৬-২০১৯	১টি

প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ ডিপিপিএম প্রক্রিয়ায় সেনা কল্যান সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদনের নিমিত্ত কারিগরি ও বাণিজ্যিক (আর্থিকসহ) প্রস্তাব দাখিলের জন্য সেনা কল্যান সংস্থার নিকট ০৩-১০-২০১৭ তারিখে পত্র প্রেরন করা হয়। সে প্রেক্ষিতে সেনা কল্যান সংস্থা বিগত ০৭-১১-২০১৭ তারিখে ৫০২,২১,৪৩,৫৬৮.০০ টাকা মূল্যে তাদের কারিগরি ও বাণিজ্যিক (আর্থিকসহ) প্রস্তাব দাখিল করেন। উক্ত প্রস্তাব ০৫-১২-২০১৭ বিআরটিসি, বুয়েটে ভেটিং করার জন্য প্রেরণ করা হয়। বিগত ২৫-০২-২০১৮ তারিখে বুয়েট কর্তৃক ভেটিং রিপোর্ট প্রকল্প বরাবর পেশ করে যাতে পূর্ত কাজের জন্য মোট ৪৮১,৮০,৩৫,১৫৬.০০ টাকা সুপারিশ করা হয়েছিল। বুয়েট ভেটিংকৃত ড্রয়িং, ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন ও কাজের পরিমান ইত্যাদি টিইসি কমিটি কর্তৃক গৃহীত হলেও দর গৃহীত হয়নি। সরকারি খাতে পূর্ত কাজের অফিসিয়াল ম্যানডেট দেয়া আছে গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপর। দর নির্ধারনের ক্ষেত্রে বুয়েটের মতামত বিধি সম্মত নয়। বিসিআইসি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান বিধায় নির্মাণ কাজের দর গণপূর্ত অধিদপ্তরের সিডিউল ২০১৪ অনুসারে হওয়া বাঞ্চনীয় ছিল। এখানে উল্লেখ, প্রকল্পের অনুমোদিত মূল ডিপিপিতে উক্ত খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৬৬১২.৯০ লক্ষ টাকা। সংশোধিত ১ম ডিপিপিতে নির্মাণ খাতে ৩৯৪৭৫.৯৬ লক্ষ টাকা সংস্থান রাখা হয়েছে। ফলে সেনা কল্যান সংস্থা অফিসিয়াল প্রাক্কলিত দর অনুযায়ী নির্মাণ কাজে সম্মত হওয়ায় পিপিআর-এর বিধি অনুযায়ী বিসিআইসি সেনা কল্যান সংস্থার সাথে ডিপিপিএম পদ্ধতিতে নির্মাণ কাজের চুক্তি সম্পাদন করে।

সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত প্ল্যান ডিজাইন, ড্রয়িং BOQ স্ট্যান্ডার্ড কোড অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা পরিক্ষা নিরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী নিশ্চিত করছে বুয়েট। এছাড়াও বুয়েট কর্তৃক সুপারভিশন (প্রতিটি সাইটে ৬ বার করে ১৩ সাইটে) মোট ৭৮ বার সাইট সুপারভিশন এর মাধ্যমে ঠিকাদারের কাজ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত সাইট পরিদর্শনপূর্বক মনিটর করা; মালামালের গুণাগুন স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী চেক করা

এবং সঠিক মালামালের ব্যবহার নিশ্চিত করা; ঠিকাদারের দাখিলকৃত প্রগ্রেস বিল প্রত্যায়ন করা এবং ঠিকাদারের কাজ সমাপ্তির পর চুক্তি অনুযায়ী কাজটি যথাযথভাবে হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করা হবে।

৩.২.২। কনসালটেন্সি (ভেটিং ও সুপারভিশন):

বর্ণনা	টার্মস অব রেফারেন্স	মন্তব্য	ফি
সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত কারিগরি ও বাণিজ্যিক (আর্থিকসহ) প্রস্তাব বুয়েট কর্তৃক ভেটিং	ঠিকাদার (সেনা কল্যাণ সংস্থা) কর্তৃক দাখিলকৃত প্ল্যান ডিজাইন, ড্রয়িং BOQ স্ট্যান্ডার্ড কোড অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা পরিক্ষা নিরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী নিশ্চিত করা।	সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ার আওতায় সেনা কল্যাণ সংস্থা বরাবর কারিগরি ও বাণিজ্যিক (আর্থিকসহ) প্রস্তাব চেয়ে গত ০৩-১০-১৭ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিত বিগত ০৭-১১-১৭ তারিখে সেনা কল্যাণ সংস্থা প্রস্তাব প্রেরন করে। এডিপি রিভিউ সভার সিদ্ধান্ত, পিআইসি ও টিইসির সুপারিশক্রমে সেনা কল্যাণ সংস্থার কারিগরি ও বাণিজ্যিক প্রস্তাব ভেটিং করার জন্য বুয়েটে প্রেরণ করা হয়। বুয়েটের ভেটিংকৃত ড্রয়িং, ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন ও কাজের পরিমান ইত্যাদি টিইসি কমিটি কর্তৃক গৃহীত হলেও দর গৃহীত হয়নি।	১৫০.০০ লক্ষ টাকা
বুয়েট কর্তৃক সুপারভিশন (প্রতিটি সাইটে ৬ বার করে ১৩ সাইটে) মোট ৭৮ বার সাইট সুপারভিশন	ক) ঠিকাদারের কাজ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত সাইট পরিদর্শনপূর্বক চেক ও মনিটর করা। খ) মালামালের গুনাগুন স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী চেক করা এবং সঠিক মালামালের ব্যবহার নিশ্চিত করা। গ) ঠিকাদারের দাখিলকৃত প্রগ্রেস বিল প্রত্যায়ন করা। ঘ) ঠিকাদারের কাজ সমাপ্তির পর চুক্তি অনুযায়ী কাজটি যথাযথভাবে হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করা।	যেহেতু বুয়েট সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত কারিগরি ও বাণিজ্যিক প্রস্তাব (আর্থিকসহ) ভেটিং করেছে সেহেতু সুপারভিশনের কাজটিও বুয়েট দ্বারা সম্পন্ন করার ব্যাপারে প্রকল্প থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, অনুমোদিত ডিপিপিতে ১০০ জনমান বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সংস্থা ছিল। সেখানে QCBS পদ্ধতিতে কনসালটেন্ট নিয়োগের উল্লেখ ছিল। ডিপিপি অনুযায়ী বিশেষজ্ঞদের কার্যপরিধি যা ছিল বর্তমান ক্ষেত্রে তার কম করা হয়েছে। বুয়েট কর্তৃক সুপারভিশনের ব্যবস্থা না করে দেশের স্বনামধন্য একাধিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগের মাধ্যমে সুপারভিশনের কাজটি পরিচালনা করা সমীচিন ছিল। প্রকল্পে ফুল টাইম কনসালটেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে ব্যয় ও সময়ের সাশ্রয়ের সাথে সাথে কাজের মান সবসময় পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হতো।	৭৮ x ৪=৩১২.০০ (প্রতিবারে ৪ লক্ষ টাকা)

৩.২.৩। যানবাহন ভাড়া (প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য)

মাস	সংখ্যা	গাড়ীর সংখ্যা	মাসিক ভাড়া (লক্ষ টাকা)	মোট ভাড়া (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
আগস্ট'১৭-সেপ্টেম্বর'১৮	২ মাস	১	১.২০	২.৪০	জরুরী বিবেচনায় RFQ পদ্ধতিতে ২ মাসের জন্য প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের ব্যবহারের জন্য ১টি গাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল।
অক্টোবর'১৭-জুন-১৮	৯ মাস	২	১.২০	২১.৬০	প্রকল্প পরিচালকের সার্বক্ষনিক ব্যবহারের জন্য ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের জন্য OTM পদ্ধতিতে নতুন মডেলের ২টি গাড়ী উল্লেখিত দরে ভাড়া করা হয়েছে।
জুলাই'১৮	২৪	৩	১.২০	৮৬.৪	প্রকল্প পরিচালকের সার্বক্ষনিক ব্যবহারের জন্য ও অন্যান্য

মাস	সংখ্যা	গাড়ীর সংখ্যা	মাসিক ভাড়া (লক্ষ টাকা)	মোট ভাড়া (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
জুন-২০	মাস				কর্মকর্তাদের জন্য OTM পদ্ধতিতে নতুন মডেলের ৩টি গাড়ী ভাড়া করা হয়েছে। দৈনিক পত্রিকায় টেন্ডার আহবান করে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
মোট				১১০.৪০	

৩.২.৪। নির্মাণ সংক্রান্ত টেস্টিং বাবদ ব্যয়

বর্ণনা	পরিমাণ	মূল্য	প্রাক্কলন (লক্ষ টাকায়)
Steel plate Test 13 Sites × 4 Sizes @ 3100/- (as per BRTC, BUET)	52 Set	3100	1.61২
Profile Sheet Test 13 Sites @32402 (as per BRTC, BUET)	13 Set	32402	4.21
Rod Test 13 Sites × 4 Sizes @ 2500/- (as per BRTC, BUET)	52 Set	2500	1.30
Cement Test 6 Times @ 15748/- (as per BRTC, BUET)	6 Set	15748	0.95
Brick Test 13 Sites @ 10300/- (as per BRTC, BUET)	13 Set	10300	1.34
Concrete Test 13 Sites × 10 Times @ 2200/- (as per BRTC, BUET)	130 Set	2200	2.86
Field Density Test or any other Test as per Consultant requirement for quality assurance 13 Sites × 3 Times @ 440000/- (as per BRTC, BUET)	39 Set	440000	171.60
Reduced Level Check by Consultant	50.00 Acres	10000	5.00
Electrical Item Testing (as per BRTC, BUET)	39 Set	-	17.60
মোট			**২০৬.৪৭২**

টেস্টিং এর বিষয়ে পিএসসি'র ৪র্থ সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, 'প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান অঙ্গসমূহ (যেমন: বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারণ, নির্মাণ সামগ্রীর টেষ্টিং ইত্যাদি) প্রকৃত বাস্তব চাহিদার আলোকে যৌক্তিক ব্যয় প্রাক্কলন সাপেক্ষে বিসিআইসি'র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা যায়। পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনপূর্বক এ প্রাক্কলিত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে বিসিআইসি এ ক্ষেত্রে আন্তঃঅংগ সমন্বয়ে প্রস্তাব করতে পারে'।

৩.২.৫। ফার্নিচারের বর্ণনা ও তার প্রাক্কলন তথ্য

অফিস ইক্যুইপমেন্ট/ফার্নিচার	পরিমান	একক দর (হাজার টাকা)	প্রাক্কলন (হাজার টাকা)
সেক্রেটারিয়েট টেবিল	৩টি	৩০	৯০
নরমাল টেবিল ড্রয়ারসহ	৩টি	১৫	৪৫
চেয়ার (হাতলসহ)	৪টি	১২	৪৮
চেয়ার (হাতল ছাড়া)	১০টি	৯	৯০
স্টীলের ফাইল কেবিনেট	২টি	২৫	৫০

অফিস ইক্যুইপমেন্ট/ফার্নিচার	পরিমান	একক দর (হাজার টাকা)	প্রাক্কলন (হাজার টাকা)
স্টীলের বড় আলমিরা	২টি	৩০	৬০
স্টীলের ফাইল র‍্যাক	২টি	২০	৪০
		মোট	৪২৩

প্রতিটি গোডাউনের জন্য ফার্নিচার বাবদ = ৪.২৩ লক্ষ টাকা
১৩টি গোডাউনের জন্য ফার্নিচার বাবদ = ৪.২৩×১৩=৫৪.৯৯ লক্ষ টাকা
প্রকল্প অফিসের জন্য ফার্নিচার =১০.০০ লক্ষ টাকা।
ফার্নিচার বাবদ মোট =৬৪.৯৯ লক্ষ টাকা।

৩.২.৬। প্রকল্পের সার্বিক কাজের অগ্রগতি

১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ কাজের জন্য প্রকল্পের পরিচালকের দপ্তর থেকে বিগত ২৭/১২/২০১৮ সালে ১০টি সাইট, ১০-০২-২০১৯ তারিখে ৩টি সাইট এবং ১৯-৬-২০১৯ তারিখে ১টি সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়। প্রতিটি বাফার গোডাউন নির্মাণ কাজ সমাপ্তির জন্য সাইট বুঝিয়ে দেয়ার পর থেকে দেড় বছর সময় নির্ধারণ করা হয়। নিম্নে প্রতিটি সাইটে বাফার গোডাউন নির্মাণ কাজকে সাইট বুঝিয়ে দেওয়া এবং চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদনের তারিখ এবং বর্তমানে এর বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হলোঃ

নং	জেলা	উপজেলা	জমির পরিমান (একর)	সেনা কল্যাণ সংস্থাকে সাইট বুঝিয়ে দেওয়ার তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদনের তারিখ	বাস্তব অগ্রগতি
১.	কিশোরগঞ্জ	সদর	৩.৮০	২৭-১২-২০১৮	২৭-০৬-২০২০	৩৩%
২.	গাইবান্ধা	সদর	৩.৯৫			৪৪%
৩.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদর	৩.৯২			৬৫%
৪.	নীলফামারী	সদর	৩.৮০			৪০%
৫.	নেত্রকোনা	সদর	৪.৪৪			২৩%
৬.	পঞ্চগড়	বোদা	৩.৯১			৬৭%
৭.	পাবনা	বেড়া	৩.৮০			৩৩%
৮.	যশোর	সদর	৩.৮০			৪৩%
৯.	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	৩.৮০			৪৩%
১০.	শেরপুর	ঝিনাইগাতী	৩.৮০			৪৪%
১১.	গোপালগঞ্জ	সদর	৩.৮০	১০-০২-২০১৯	১০-০৮-২০২০	১৮%
১২.	সুনামগঞ্জ	সদর	৩.৮০			১০%
১৩.	বরিশাল	সদর	৪.০০	১৯-০৬-২০১৯	১৯-১২-২০২০	১৬%

প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য তারিখের পূর্বেই ১০টি জেলায় চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এবং বরিশাল জেলায় চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদনের তারিখ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ হতে বেশী হওয়ায় প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। যদিও ডিপিপিতে প্রতিটি সাইটে নির্মাণ কাজ সম্পাদনের জন্য এক বছর ছয় মাস সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল, তবে প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদনের তারিখ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য তারিখের মধ্যেই হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।

নীলফামারী

এই সাইটটি সেনা কল্যাণ সংস্থাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে। চুক্তি অনুযায়ী এই সাইটে নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৭-০৬-২০২০ খ্রি. । ফেব্রুয়ারী, ২০২০ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৪১%। সাইটি গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে বুঝিয়ে দেয়া হলেও জমির মালিকগণ জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় সাইটে বাধা প্রদান করেন। এই সাইটে সীমানা চিহ্নিত জটিলতাও ছিল। এসব কারণে ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে ১৫-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এই ৭৮ দিন সাইটে কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি। ১৬-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে এই সাইটে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে ২৯-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখে মেইন গোডাউনের ফাউন্ডেশনের কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, যে লেভেলে ফুটিং ডিজাইন করা হয়েছে মাটি ভেঙ্গে পড়ার কারণে সে লেভেলে ফুটিং নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না। সে প্রেক্ষিতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, কনসালটেন্ট ও সেনা কল্যাণ সংস্থা গত ১০-০৪-২০১৯ খ্রি. তারিখে নীলফামারী সাইট পরিদর্শন করেন। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কনসালটেন্ট ফুটিং ফাউন্ডেশন এর পরিবর্তে পাইল ফাউন্ডেশন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে বিগত ২৯-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখে Variation Order জারি করা হয়। এ কারণে সাইটে ২৯-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে ২৯-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৬০ দিন নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল। বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে জুলাই ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়ের মধ্যে ৪৫ দিন কাজ বন্ধ ছিল। বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারন কাজে ০১-০৯-২০১৯ খ্রি. হতে ১৮-১১-২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ১৫ দিন নির্মাণ কাজে ব্যাঘাত ঘটে। অতএব, জমির মূল ও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় জমির মালিকদের প্রতিবন্ধকতা, সীমানা চিহ্নিত জটিলতা, ফাউন্ডেশন রি-ডিজাইন, বন্যা ও অতিবৃষ্টি, বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারন ইত্যাদি কারণে ১৯৮ দিন কাজ বন্ধ ছিল। উল্লেখ্য যে, সীমানা চিহ্নিত জটিলতা, ফাউন্ডেশন রি-ডিজাইন, বন্যা ও অতিবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে ১৬৮ দিন কাজ বন্ধ ছিল। বাকী ৩০ দিন নির্মাণ কাজ পুরোপুরি বন্ধ ছিলনা, অতিবৃষ্টি ও বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারনের জটিলতায় নির্মাণ কাজের গতি মন্থর ছিল।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

এই সাইটটি সেনা কল্যাণ সংস্থাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে। চুক্তি অনুযায়ী এই সাইটে নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৭-০৬-২০২০ খ্রি. । ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৬৮%। এ সাইটে কোন জটিলতা না থাকায় নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ২৭ জুন ২০২০ খ্রি. তারিখের মধ্যে এই সাইটের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। বিসিআইসি থেকে সাইটে আরো লোকবল বৃদ্ধি করে সব ধরণের কাজ জুন ২০২০ এর মধ্যে শেষ করার জন্য সেনা কল্যাণ সংস্থাকে অনুরোধ জানান হয়েছে।

মেইন গোডাউনের ষ্টীল ও প্রোফাইল শীট ইরেকশন।

মেইন গোডাউনের গ্রাউন্ড ফ্লোরের রড বাইন্ডিং

পঞ্চগড়

এই সাইটটি সেনা কল্যাণ সংস্থাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে। চুক্তি অনুযায়ী এই সাইটে নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৭-০৬-২০২০ খ্রি. । ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৭০%। এ সাইটে কোন জটিলতা না থাকায় নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ২৭ জুন ২০২০ খ্রি. তারিখের মধ্যে এই সাইটের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। বিসিআইসি থেকে সাইটে আরো লোকবল বৃদ্ধি করে সব ধরণের কাজ জুন ২০২০ এর মধ্যে শেষ করার জন্য সেনা কল্যাণ সংস্থাকে অনুরোধ জানান হয়েছে।

মেইন গোডাউনের প্রোফাইল শীটের ইরেকশন

মেইন গোডাউনের প্রোফাইল শীটের ইরেকশন

শেরপুর

এই সাইটটি সেনা কল্যাণ সংস্থাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে। চুক্তি অনুযায়ী এই সাইটের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৭-০৬-২০২০ খ্রি. । ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৪৬%।সাইটি গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে বুঝিয়ে দেয়া হলেও জমির মালিকগণ জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় সাইটে বাধা প্রদান করেন। এই সাইটে সীমানা চিহ্নিত জটিলতা এবং একটি স্থায়ী বসতবাড়ী অপসারণ জটিলতা ও ছিল। এসব কারণে ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে ১২-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এই ৭৫ দিন সাইটে কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি। ১৩-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে এই সাইটে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে জুলাই ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়ের মধ্যে ৪৮ দিন কাজ বন্ধ ছিল। সীমানা চিহ্নিত জটিলতা, বসতবাড়ী অপসারণ, বন্যা ও অতিবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে ৯৩ দিন কাজ বন্ধ ছিল।

মেইন গোডাউনের ষ্টীল ইরেকশন

মেইন গোডাউনের ফাইল ক্যাপের কাষ্টিং।

নেত্রকোনা

এই সাইটটি সেনা কল্যাণ সংস্থাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে। চুক্তি অনুযায়ী এই সাইটের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৭-০৬-২০২০ খ্রি. । ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ২৪%। সাইটি গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে বুঝিয়ে দেয়া হলেও সাইটে সীমানা চিহ্নিত জটিলতা ছিল। সীমানা চিহ্নিত জটিলতার কারণে ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে ১৬-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এই ৭৯ দিন সাইটে কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি। ১৭-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে এই সাইটে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। মেইন গোডাউনের ফাউন্ডেশনের কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, যে লেভেলে ফুটিং ডিজাইন করা হয়েছে মাটি ভেঙ্গে পড়ার কারণে সে লেভেলে ফুটিং নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না। সে প্রেক্ষিতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, কনসালটেন্ট ও সেনা কল্যাণ সংস্থা গত ১০-০৪-২০১৯ খ্রি. তারিখে নীলফামারী সাইট পরিদর্শন করেন। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কনসালটেন্ট ফুটিং ফাউন্ডেশন এর পরিবর্তে পাইল ফাউন্ডেশন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে বিগত ২৯-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখে Variation

Order জারি করা হয়। এ কারণে সাইটে ২৯-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে ২৯-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৬০ দিন নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল। বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে জুলাই ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়ের মধ্যে ৪৪ দিন কাজ বন্ধ ছিল। বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারন কাজে ১৫ দিন নির্মাণ কাজে ব্যাঘাত ঘটে। সীমানা চিহ্নিত জটিলতা, ফাউন্ডেশন রি-ডিজাইন, বন্যা ও অতিবৃষ্টি, বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারন ইত্যাদি কারণে ১৮৩ দিন কাজ বন্ধ ছিল। ১৫ দিন নির্মাণ কাজ পুরোপুরি বন্ধ ছিলনা, বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারনের জটিলতায় নির্মাণ কাজের গতি মন্থর ছিল।

কিশোরগঞ্জ

এই সাইটটি সেনা কল্যাণ সংস্থাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে। চুক্তি অনুযায়ী এই সাইটে নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৭-০৬-২০২০ খ্রি. । ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৩৪%। সাইটি গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে বুঝিয়ে দেয়া হলেও জমির মালিকগণ জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় সাইটে বাধা প্রদান করেন। এ কারণে ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে ১১-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এই ৭৪ দিন সাইটে কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি। ১২-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে এই সাইটে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে সীমানা চিহ্নিত জটিলতার কারণে জমির মালিকগনের প্রতিবন্ধকতার কারণে ০২-০৮-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে ৬-১১-২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত এই ৯৪ দিন নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল। বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে জুলাই ২০১৯ মাসে ৩০ দিন কাজ বন্ধ ছিল। অতএব, সীমানা চিহ্নিত জটিলতা, বন্যা ও অতিবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে ১৮৩ দিন কাজ বন্ধ ছিল। ১৫ দিন নির্মাণ কাজ পুরোপুরি বন্ধ ছিলনা, অতিবৃষ্টির কারণে নির্মাণ কাজের গতি মন্থর ছিল।

পাবনা

এই সাইটটি সেনা কল্যাণ সংস্থাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে। চুক্তি অনুযায়ী এই সাইটে নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৭-০৬-২০২০ খ্রি. । ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৪১%। সাইটি গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে বুঝিয়ে দেয়া হলেও জমির মালিকগণ জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় সাইটে বাধা প্রদান করেন। এ কারণে ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে ১৪-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এই ৭৭ দিন সাইটে কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি। ১৫-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে এই সাইটে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। গোডাউনের এপ্রোচ রোডটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের জায়গার উপর অবস্থিত। এপ্রোচ রোডের মালিকানা দাবী করে কতিপয় ব্যক্তি নির্মাণ কাজে বাধা প্রদান করায় এপ্রোচ রোড ও সীমানা চিহ্নিত জটিলতার কারণে ০৩-০৪-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে ২১-০৬-২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত নির্মাণ কাজ করা সম্ভব হয়নি। বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে জুলাই ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়ের মধ্যে ৪৫ দিন কাজ বন্ধ ছিল। অতএব, সীমানা চিহ্নিত জটিলতা, এপ্রোচ রোড জনিত সমস্যা, বন্যা ও অতিবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে ১৮৩ দিন কাজ বন্ধ ছিল। ১৭ দিন নির্মাণ কাজ পুরোপুরি বন্ধ ছিলনা, অতিবৃষ্টির কারণে নির্মাণ কাজের গতি মন্থর ছিল।

যশোর

এই সাইটটি সেনা কল্যাণ সংস্থাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে। চুক্তি অনুযায়ী এই সাইটে নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৭-০৬-২০২০ খ্রি. । ফেব্রুয়ারি **২০২০** পর্যন্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৪১%। সাইটি গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে বুঝিয়ে দেয়া হলেও জমির মালিকগণ জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় সাইটে বাধা প্রদান করেন। এই সাইটে সীমানা চিহ্নিত জটিলতাও ছিল। এসব কারণে ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে ১৫-০১-২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এই ১৮ দিন সাইটে কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি। ১৬-০১-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে এই সাইটে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে ২৯-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখে মেইন গোডাউনের ফাউন্ডেশনের কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, যে লেভেলে ফুটিং ডিজাইন করা হয়েছে মাটি ভেঙ্গে পড়ার কারণে সে লেভেলে ফুটিং নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কনসালটেন্ট ফুটিং ফাউন্ডেশন এর পরিবর্তে পাইল ফাউন্ডেশন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে বিগত ২৯-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখ Variation Order জারি করা হয়। এ কারণে সাইটে ২৯-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে ২৯-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৬০ দিন নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল। বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে জুলাই ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়ের মধ্যে ৪৫ দিন কাজ বন্ধ ছিল। বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারন কাজে ১৫ দিন নির্মাণ কাজে ব্যাঘাত ঘটে। অতএব, সীমানা চিহ্নিত জটিলতা, ফাউন্ডেশন রি-ডিজাইন, বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে ৯৩ দিন কাজ বন্ধ ছিল। ৪৫ দিন নির্মাণ কাজ পুরোপুরি বন্ধ ছিলনা, অতিবৃষ্টি ও বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারনের জটিলতায় নির্মাণ কাজের গতি মন্থর ছিল।

গাইবান্ধা

এই সাইটটি সেনা কল্যাণ সংস্থাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে। চুক্তি অনুযায়ী এই সাইটে নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৭-০৬-২০২০ খ্রি. । ফেব্রুয়ারি **২০২০** পর্যন্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৪১%।সাইটি গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে বুঝিয়ে দেয়া হলেও জমির মালিকগণ জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় সাইটে বাধা প্রদান করেন। এই সাইটে সীমানা চিহ্নিত জটিলতাও ছিল। এসব কারণে ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে ০১-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এই ৬৩ দিন সাইটে কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি। ০২-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে এই সাইটে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে জুলাই ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়ের মধ্যে ৪৫ দিন কাজ বন্ধ ছিল। বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারন কাজে ১৫ দিন নির্মাণ কাজে ব্যাঘাত ঘটে। অতএব, সীমানা চিহ্নিত জটিলতা, বন্যা ও অতিবৃষ্টি, বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারন ইত্যাদি কারণে ৯৩ দিন কাজ বন্ধ ছিল। ৩০ দিন নির্মাণ কাজ পুরোপুরি বন্ধ ছিলনা, অতিবৃষ্টি ও বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারনের জটিলতায় নির্মাণ কাজের গতি মন্থর ছিল।

মেইন গোডাউনের ষ্টীল কলামের ইরেকশন

মেইন গোডাউনের টাই বীমের রড বাইন্ডিং

রাজবাড়ী

এই সাইটটি সেনা কল্যাণ সংস্থাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে। চুক্তি অনুযায়ী এই সাইটে নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৭-০৬-২০২০ খ্রি.। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৪০%। সাইটি গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে বুঝিয়ে দেয়া হলেও জমির মালিকগণ জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় সাইটে বাধা প্রদান করেন। এই সাইটে সীমানা চিহ্নিত জটিলতাও ছিল। এসব কারণে ১৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে ১৬-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এই **৭৯** দিন সাইটে কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি। ১৬-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে এই সাইটে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে জুলাই ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়ের মধ্যে ৪৫ দিন কাজ বন্ধ ছিল। এই সাইটে এইকট স্থায়ী বসতবাড়ী ছিল। বাড়ীর মালিক নির্মাণ কাজে বাধা প্রদান ও বাড়ী থেকে না সরায় ১০-১০-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে ১০-০২-২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল। অতঃপর নির্বাহী ম্যাজিষ্টেট কর্তৃক ১১-০২-২০২০ খ্রি. তারিখে বাড়ী উচ্ছেদ করা হলে পুনরায় নির্মাণ কাজ শুরু হয়। অতএব, সীমানা চিহ্নিত জটিলতা, বসতবাড়ী অপসারন জটিলতা, বন্যা ও অতিবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে ২১৪ দিন কাজ বন্ধ ছিল। বিগত ২৪-০২-২০২০ খ্রি. তারিখে কনসালটেন্ট রিটেইনিং ওয়ালের কাজ বন্ধের পরামর্শ প্রদান করেন এবং রিটেইনিং ওয়ালের রি-ডিজাইনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

সুনামগঞ্জ

এই সাইটটি সেনা কল্যাণ সংস্থাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় গত ১০-০২-২০১৯ খ্রি. তারিখে। চুক্তি অনুযায়ী এই সাইটে নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ ১০-০৮-২০২০ খ্রি. । ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ১০%। সাইটি গত ১০-০২-২০১৯ খ্রি. তারিখে বুঝিয়ে দেয়া হলেও জমির মালিকগণ জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় সাইটে বাধা প্রদান করেন। এ কারণে ১০-০২-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে ০৯-০৪-২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এই ৬০ দিন সাইটে কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি। ১০-০৪-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে এই সাইটে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে জমির মালিকগণ হাইকোর্টে রীট করায় জমির মালিকদের প্রতিবন্ধকতার কারণে ৩০-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে ১৯-০২-২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ২৬০ দিন নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল। অবশেষে ২৯-০২-২০২০ খ্রি. তারিখে জেলা

প্রশাসনের সহায়তায় ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার অজুহাতে মালিকদের প্রতিবন্ধকতা ও মামলার কারণে ৩২০ দিন কাজ বন্ধ ছিল।

গোপালগঞ্জ

এই সাইটটি সেনা কল্যাণ সংস্থাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় গত ১০-০২-২০১৯ খ্রি. তারিখে। চুক্তি অনুযায়ী এই সাইটে নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ ১০-০৮-২০২০ খ্রি. । ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ১৯%। সাইটি গত ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে বুঝিয়ে দেয়া হলেও জমির মালিকগণ জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার অজুহাতে সাইটে বাধা প্রদান করেন। এই সাইটে সীমানা চিহ্নিত জটিলতাও ছিল। এসব কারণে ২৭-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে ১৪-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এই ৭৭ দিন সাইটে কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি। ১৫-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে এই সাইটে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে ২৯-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখে মেইন গোডাউনের ফাউন্ডেশনের কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, যে লেভেলে ফুটিং ডিজাইন করা হয়েছে মাটি ভেঙ্গে পড়ার কারণে সে লেভেলে ফুটিং নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কনসালটেন্ট ফুটিং ফাউন্ডেশন এর পরিবর্তে পাইল ফাউন্ডেশন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে বিগত ২৯-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখে Variation Order জারি করা হয়। এ কারণে সাইটে ২৯-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে ২৯-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৬০ দিন নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল। বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে জুলাই ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়ের মধ্যে ৪৫ দিন কাজ বন্ধ ছিল। দুটি বসতবাড়ী ছিল। প্রশাসনের সহায়তায় উচ্ছেদ করা হয়েছে। এতে ০৩-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে ২০-০১-২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৫৩ দিন নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল। অতএব, সীমানা চিহ্নিত জটিলতা, বসতবাড়ী অপসারন, ফাউন্ডেশন রি-ডিজাইন, বন্যা ও অতিবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে ২০০ দিন কাজ বন্ধ ছিল। ৩০ দিন নির্মাণ কাজ পুরোপুরি বন্ধ ছিলনা, অতিবৃষ্টি ও বসতবাড়ী অপসারন জটিলতায় নির্মাণ কাজের গতি মন্থর ছিল।

বরিশাল

এই সাইটটি সেনা কল্যাণ সংস্থাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় গত ১৯-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখে। চুক্তি অনুযায়ী এই সাইটে নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ ১৯-১২-২০১৯ খ্রি. । ফেব্রুয়ারি **২০২০** পর্যন্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ১৭%। সাইটি গত ১৯-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখে বুঝিয়ে দেয়া হলেও জমির মালিকগণ জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় সাইটে বাধা প্রদান করেন। এই সাইটে সীমানা চিহ্নিত জটিলতাও ছিল। এসব কারণে ১৯-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে ৩০-০৮-২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এই ৭১ দিন সাইটে কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি। ০১-০৯-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে এই সাইটে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে জুলাই ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়ের মধ্যে **৪৫** দিন কাজ বন্ধ ছিল। অতএব, সীমানা চিহ্নিত জটিলতা, ফাউন্ডেশন রি-ডিজাইন, বন্যা ও অতিবৃষ্টি, বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারন ইত্যাদি কারণে ১০১ দিন কাজ বন্ধ ছিল। বাকী ১৫ দিন নির্মাণ কাজ পুরোপুরি বন্ধ ছিলনা, অতিবৃষ্টির কারণে নির্মাণ কাজের গতি মন্থর ছিল।

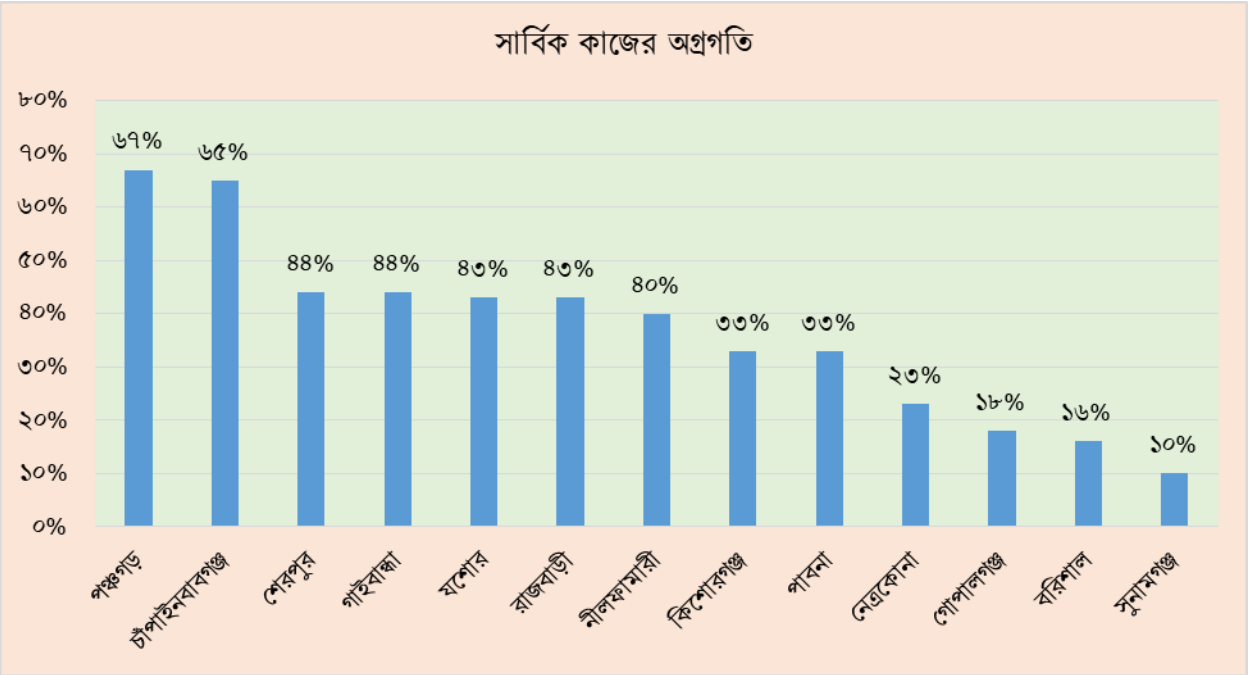

৩.২.৭। প্রকল্পের অঞ্চভিত্তিক সার্বিক কাজের অগ্রগতি

১৩টি জেলা ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণে একই ধরনের ডিজাইন ব্যবহার করা হলেও এপ্রোচ রোডের কারণে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহনে কিছু ভিন্নতা আছে। যেমন নেত্রকোনায় সর্বোচ্চ ৪.৪৪ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে ৮টি জেলায় (কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, শেরপুর, পাবনা, নীলফামারী, সুনামগঞ্জ এবং যশোর) ৩.৮ একর এবং ৪টি জেলায় (গাইবান্ধা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড় এবং বরিশাল) ৩.৮ একরের অধিক তবে ৪.০০ একরের কম ভূমি প্রয়োজন হয়েছে।

কাজের বিবরণ: ফেন্সিং, লেবার শেডে তৈরী এবং ভূমি উন্নয়ন

জেলা	উপজেলা	কাজের আরম্ভের তারিখ	কাজ সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ
রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	সীমানা বরাবর ফেন্সিং ও লেবার শেড তৈরী করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য বালু ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে আনুমানিক ১৩,০০,০০০ ঘনফুট বালু ভরাট করা হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
শেরপুর	ঝিনাইগাতী	সীমানা বরাবর ফেন্সিং ও লেবার শেড তৈরী করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য বালু ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে আনুমানিক ১০,০০,০০০ ঘনফুট বালু ভরাট করা হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
পঞ্চগড়	বোদা	সীমানা বরাবর ফেন্সিং ও লেবার শেড তৈরী করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য বালু ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে আনুমানিক ৯,৯০,০০০ ঘনফুট বালু ভরাট করা হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
গোপালগঞ্জ	সদর	সীমানা বরাবর ফেন্সিং ও লেবার শেড তৈরী করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য বালু ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে আনুমানিক ৯,০০,০০০ ঘনফুট বালু ভরাট করা হয়েছে।	১০-০৮-২০২০

জেলা	উপজেলা	কাজের আরম্ভের তারিখ	কাজ সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ
গাইবান্ধা	সদর	সীমানা বরাবর ফেন্সিং ও লেবার শেড তৈরী করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য বালু ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে আনুমানিক ৮,০০,০০০ ঘনফুট বালু ভরাট করা হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
বরিশাল	সদর	সীমানা বরাবর ফেন্সিং তৈরীর কাজ চলমান ও লেবার শেড তৈরী করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য বালু ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে আনুমানিক ৭,৮০,০০০ ঘনফুট বালু ভরাট করা হয়েছে।	১৯-১২-২০২০
কিশোরগঞ্জ	সদর	সীমানা বরাবর ফেন্সিং ও লেবার শেড তৈরী করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য বালু ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে আনুমানিক ৭,৫০,০০০ ঘনফুট বালু ভরাট করা হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
পাবনা	বেড়া	সীমানা বরাবর ফেন্সিং ও লেবার শেড তৈরী করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য বালু ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে আনুমানিক ৭,০০,০০০ ঘনফুট বালু ভরাট করা হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
যশোর	সদর	সীমানা বরাবর ফেন্সিং ও লেবার শেড তৈরী করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য বালু ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে আনুমানিক ৬,০০,০০০ ঘনফুট বালু ভরাট করা হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদর	সীমানা বরাবর ফেন্সিং ও লেবার শেড তৈরী করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য বালু ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে আনুমানিক ৫,৫০,০০০ ঘনফুট বালু ভরাট করা হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
নেত্রকোনা	সদর	সীমানা বরাবর ফেন্সিং ও লেবার শেড তৈরী করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য বালু ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে আনুমানিক ৫,০০,০০০ ঘনফুট বালু ভরাট করা হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
নীলফামারী	সদর	সীমানা বরাবর ফেন্সিং ও লেবার শেড তৈরী করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য বালু ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে আনুমানিক ২,৪০,০০০ ঘনফুট বালু ভরাট করা হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
সুনামগঞ্জ	সদর	সীমানা বরাবর ফেন্সিং ও লেবার শেড তৈরী করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য বালু ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে আনুমানিক ১,৪৫,০০০ ঘনফুট বালু ভরাট করা হয়েছে।	১০-০৮-২০২০

বিশ্লেষণঃ ১৩টি জেলার বাফার গোডাউনের সীমানা বরাবর অস্থায়ী ফেন্সিং ও লেবার শেড তৈরী করা হয়েছে। পঞ্চগড় এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বাফার গোডাউনের সীমানা বরাবর বাউন্ডারি ওয়ালের নির্মাণ কাজ চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। তবে বরিশাল, গোপালগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ জেলার বাফার গোডাউনের সাইটের জমি সেনা কল্যাণ সংস্থাকে দেরীতে বুঝিয়ে দেওয়ার ফলে এখনই সীমানা বরাবর বাউন্ডারি ওয়ালের নির্মাণ কাজের উপর গুরুত্ব দিয়ে চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত করতে সচেষ্ট হতে হবে। অন্যথায় রাজবাড়ী, শেরপুর, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, কিশোরগঞ্জ, পাবনা, যশোর, নেত্রকোনা, নীলফামারী জেলার মতই সীমানা বরাবর বাউন্ডারি ওয়ালের নির্মাণ কাজ চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না।

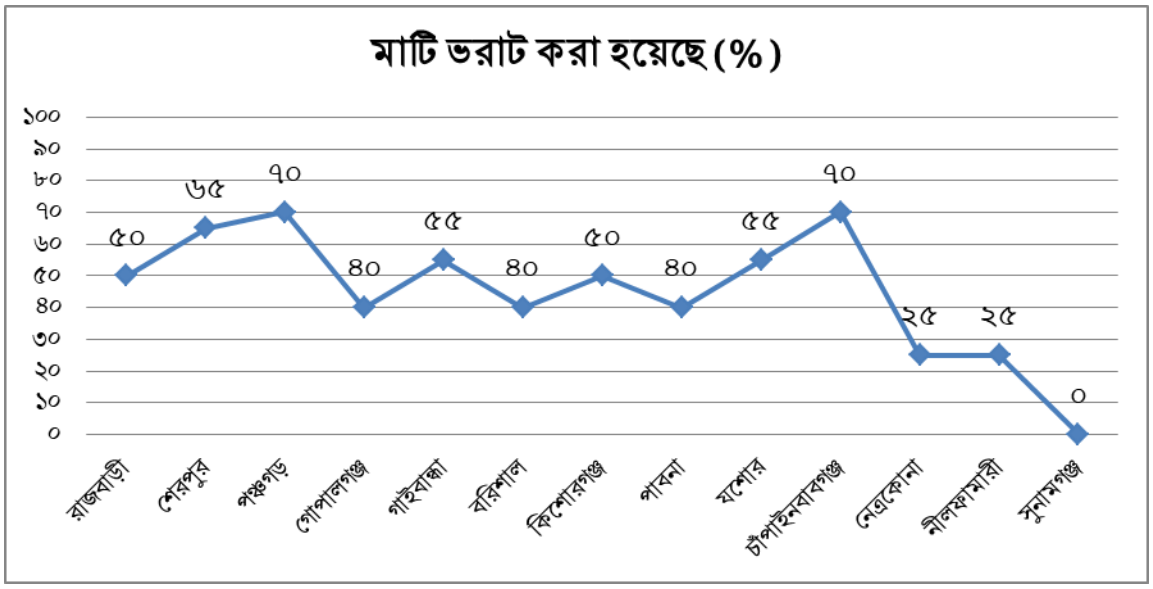

গ্রাফ ৩.৪: মাটি ভরাট কাজের সম্পন্ন হওয়ার শতকরা হার

সুনামগঞ্জ বাদ দিয়ে বাকি ১২টি সাইটে মাটি ভরাটের কাজ চলমান আছে এবং এসব স্থানে প্রায় ৩০% এর বেশী মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পঞ্চগড় এবং চাপাইনবাবগঞ্জে প্রায় ৭০%এর বেশী মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

কাজের বিবরণ: মেইন গোডাউন

জেলা	উপজেলা	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের বিবরণ	কাজ সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। গ্রেড বিমের কাষ্টিং ২৬৬৩ রানিং ফুটের মধ্যে ২৬৬৩ রানিং ফুট কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৪। এ্যাঙ্কর বোল্টের ফিটিং ৯০টির মধ্যে ৯০ সম্পন্ন হয়েছে। ৫। ষ্টীল কলামের ইরেকশন ফিটিং ৯০টির মধ্যে ৯০ সম্পন্ন হয়েছে। ৬। রাফটার ফিটিং ৫৪টির মধ্যে ৫৪ সম্পন্ন হয়েছে। ৭। পারলিন ফিটিং ১২২৪টির মধ্যে ১২২৪টি সম্পন্ন হয়েছে। ৮। ষ্টার টিউব ১৪৩টির মধ্যে ১৪৩ সম্পন্ন হয়েছে। ৯। সি পারলিন, সেগ রড ও ব্রেচিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১০। ব্রীক ওয়ালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্লাষ্টারের কাজ চলমান রয়েছে। ১১। কলাম জ্যাকেটিং এর রড বাইন্ডিং ৯০টির মধ্যে ৯০টি সম্পন্ন হয়েছে। ১২। প্র-ফাইল শীটের ইরেকশন কাজ চলমান রয়েছে। ১৩। গ্রাউন্ড ফ্লোরের কাষ্টিং ৮৮,৩২৬ সি.এফ.টি এর মধ্যে ৩৩,৭০০ সি.এফ.টি কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০

জেলা	উপজেলা	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের বিবরণ	কাজ সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ
পঞ্চগড়	বোদা	১। ফুটিং কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। গ্রেড বিমের কাষ্টিং ২৬৬৩ রানিং ফিটের মধ্যে ১৬৪০ রানিং ফুট কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৪। এ্যাঙ্কর বোল্টের ফিটিং ৯০টির মধ্যে ৯০ সম্পন্ন হয়েছে। ৫। ষ্টীল কলামের ইরেকশন ফিটিং ৯০টির মধ্যে ৯০ সম্পন্ন হয়েছে। ৬। রাফটার ফিটিং ৫৪টির মধ্যে ৫৪ সম্পন্ন হয়েছে। ৭। পারলিন ফিটিং ১২২৪টির মধ্যে ১২২৪ সম্পন্ন হয়েছে। ৮। স্টার টিউব ফিটিং এর কাজ ১৪৭টির মধ্যে ১৪৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ৯। সেগ রড, জেড পারলিন, সি পারলিন ও ফ্লেঞ্জে ইরেকশন সম্পন্ন হয়েছে। ১০। ষ্টীল কলামের জ্যাকেটিং ৯০টির মধ্যে ৯০টি সম্পন্ন হয়েছে। ১১। ব্রীক ওয়াল এবং প্লাষ্টারের কাজ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১২। প্র-ফাইল শীটের ইরেকশন কাজ চলমান রয়েছে। ১৩। গ্রাউন্ড ফ্লোরের কাষ্টিং ৮৮,৩২৬ সি.এফ.টি এর মধ্যে ৩০,০০০ সি.এফ.টি কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
শেরপুর	বিনাইগাতী	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাস্টিং ১৯৮টির মধ্যে ১৯৮টি সম্পন্ন করা হয়েছে ২। প্রি-কাষ্ট পাইল ড্রাইভিং ১৯৮টির মধ্যে ১৯৮টি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কাজ চলমান। ৩। পাইল ক্যাপ কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৪। টাই বিমের কাষ্টিং ২৬৬৩ রানিং ফিটের মধ্যে ২৬৬৩ রানিং ফুট কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৫। শর্ট কলাম কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৬। গ্রেড বিমের কাষ্টিং ২৬৬৩ রানিং ফিটের মধ্যে ৭২০ রানিং ফুট কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৭। এ্যাঙ্কর বোল্টের ফিটিং ৯০টির মধ্যে ৯০ সম্পন্ন হয়েছে। ৮। ষ্টীল কলামের ইরেকশন ৯০টির মধ্যে ৯০টি সম্পন্ন হয়েছে। ৯। রাফটার ইরেকশন ৫৪টির মধ্যে ৫৪ সম্পন্ন হয়েছে। ১০।পারলিন ইরেকশন ১২২৪টির মধ্যে ২৭০টি সম্পন্ন হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
যশোর	সদর	১। প্রি-কাষ্ট পাইল-১৯৮টির মধ্যে ১৯৮টি সম্পন্ন হয়েছে। পাইলের দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট এবং সাইজঃ ১৪ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি ২। প্রি-কাষ্ট পাইল ড্রাইভিং ১৯৮টির মধ্যে ১৯৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। পাইল ক্যপ কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৪। শর্ট কলাম কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। গ্রেড বিমের কাষ্টিং ২৬৬৩ রানিং ফুটের মধ্যে ১৬০০ রানিং ফুট কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ৫। এ্যাঙ্কর বোল্টের ইরেকশন ৯০টির মধ্যে ৯০টি সম্পন্ন হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
গাইবান্ধা	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। গ্রেড বীম কাষ্টিং ২৬৫০ রানিং ফিটের মধ্যে ১৮২৪ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ৩। এ্যাঙ্কর বোল্টের ফিটিং ৯০টির মধ্যে ৯০ সম্পন্ন হয়েছে। ৪। ষ্টীল কলামের ইরেকশন ৯০টির মধ্যে ২৩ সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০

জেলা	উপজেলা	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের বিবরণ	কাজ সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ
কিশোরগঞ্জ	সদর	১। প্রি-কাষ্ট পাইল-১৯৮টির মধ্যে ১৯৮টি প্রস্তুত করা হয়েছে। পাইলের দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট এবং সাইজঃ ১৪ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি। ২। প্রি- কাষ্ট পাইল ড্রাইভিং ১৯৮টির মধ্যে ১৯৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। পাইল ক্যাপের কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৪। টাই বীমের কাষ্টিং চলমান রয়েছে। ৫। শর্ট কলামের কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০৮টি সম্পন্ন হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
পাবনা	বেড়া	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাষ্টিং ১৯৮টির মধ্যে ১৯৮টি সম্পন্ন হয়েছে। পাইলের দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট এবং সাইজঃ ১৪ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি ২। প্রি-কাষ্ট পাইল ড্রাইভিং ১৯৮টির মধ্যে ১৯৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। ফুটিং কাষ্টিং ১০৮টির মেধ্যে ১০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৪। টাই বীমের কাষ্টিং ২৬৬৩ রানিং ফুটের মধ্যে ২৬৬৩ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে। ৫। শর্ট কলামের কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০৮টি সম্পন্ন হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
নেত্রকোনা	সদর	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাস্টিং ১৯৮টির মধ্যে ১৯৮টি সম্পন্ন করা হয়েছে। পাইলের দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট এবং সাইজঃ ১৪ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি ২। প্রি-কাষ্ট পাইল ড্রাইভিং ১৯৮টির মধ্যে ১৯৮টি সম্পন্ন করা হয়েছে। ৩। পাইল ক্যাপ কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০৩টি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ৪। শর্ট কলাম কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০২টি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
নীলফামারী	সদর	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাস্টিং ১৯৮টির মধ্যে ১৯৮টি সম্পন্ন হয়েছে। পাইলের দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট এবং সাইজঃ ১৪ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি ২। প্রি-কাষ্ট পাইল ড্রাইভিং ১৯৮টির মধ্যে ১৯৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। পাইল ক্যাপ কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৪। শর্ট কলামের কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ৯৮টি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	১। ফুটিং কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ১০৮টির মধ্যে ১০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। টাই বীমেরমের কাষ্টিং ২৬৫৮.৪২ রানিং ফিটের মধ্যে ২৬৫৮.৪২ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে। ৪। এ্যাঙ্কর বোল্ড ফিটিং ৯০টির মধ্যে ৯০টি সম্পন্ন হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
গোপালগঞ্জ	সদর	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাষ্টিং ২৩০টির মধ্যে ২৩০টি সম্পন্ন হয়েছে। পাইলের দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট এবং সাইজঃ ১৪ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি	১০-০৮-২০২০
বরিশাল	সদর	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাষ্টিং ২৩০টির মধ্যে ১২২টি সম্পন্ন হয়েছে কাষ্টিং এর কাজ চলমান রয়েছে। পাইলের দৈর্ঘ্য ৫৫ ফুট এবং সাইজঃ ১৪ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি	১৯-১২-২০২০
সুনামগঞ্জ	সদর	মেইন গোডাউনের কাজ শুরু হয়নি।	১০-০৮-২০২০

বিশ্লেষণঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং পঞ্চগড় জেলার সাইটে মেইন গোডাউনের ফুটিং কাষ্টিং, শর্ট কলাম কাষ্টিং, গ্রেড বিমের কাষ্টিং, এ্যাঙ্কর বোল্টের ফিটিং, ষ্টীল কলামের ইরেকশন ফিটিং, রাফটার ফিটিং, ষ্টার টিউব, পারলিন ফিটিং, সি পারলিন, সেগ রড ও ব্রেচিং, কলাম জ্যাকেটিং এর রড বাইন্ডিং এবং ব্রীক ওয়ালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ব্রীক ওয়ালের প্লাষ্টারের কাজ, প্র-ফাইল শীটের ইরেকশনের কাজ এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরের কাষ্টিং-এর কাজ কাজ চলমান রয়েছে। সুনামগঞ্জ এখনো মেইন গোডাউনের কাজ শুরু হয়নি। গোপালগঞ্জ এবং বরিশালে প্রি-কাষ্ট পাইল কাষ্টিং-এর কাজ চলমান রয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং পঞ্চগড় ছাড়া বাকি ১১টি সাইটের কাজ চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদনের তারিখের ভিতরে নির্মাণ কাজ সম্পাদন করতে হলে সেনা কল্যাণ সংস্থাকে বিভিন্ন সাইটে বিভিন্ন প্যারালাল কাজ অতি দ্রুত সম্পাদন করতে হবে। অন্যথায় ডিপিএম-এর মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগের কোন সুফল যথাসময়ে পাওয়া যাবে না।

কাজের বিবরণ: অফিস বিল্ডিং

জেলা	উপজেলা	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের বিবরণ	কাজ সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। শর্ট কলামের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং সাইজঃ ১৫ ইঞ্চি × ১০ ইঞ্চি ৩। গ্রেড বিমের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। গ্রেড বিমের কাষ্টিং ৩২৫ রানিং ফিটের মধ্যে ৩২৫ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে সাইজঃ ১৮ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ৪। লং কলাম কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। কলামের দৈর্ঘ্য ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং সাইজঃ ১৫ ইঞ্চি × ১০ ইঞ্চ ৫। ১ম তলার স্লাবের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৬। ব্রীক ওয়ালের কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
পঞ্চগড়	বোদা	১। ফুটিং কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। শর্ট কলামের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং সাইজঃ ১৫ ইঞ্চি × ১০ ইঞ্চি ৩। গ্রেড বিমের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। গ্রেড বিমের কাষ্টিং ৩২৫ রানিং ফিটের মধ্যে ৩২৫ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে। সাইজঃ ১৮ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি। ৪। লং কলাম কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। কলামের দৈর্ঘ্য ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং সাইজঃ ১৫ ইঞ্চি × ১০ ইঞ্চ। ৫। গ্রাউন্ড ফ্লোরের স্লাব কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৬। ফাষ্ট ফ্লোরের লং কলাম ২৭টি মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ৭।ফাষ্ট ফ্লোরের স্লাবের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০

জেলা	উপজেলা	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের বিবরণ	কাজ সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ
নীলফামারী	সদর	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাষ্টিং২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। পাইলের দৈর্ঘ্য ২০ ফুট এবং সাইজঃ ১২ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ২। প্রি-কাষ্ট পাইল ড্রাইভিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। পাইল ক্যাপ কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ৪। শর্ট কলাম কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। শর্ট কলামের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। ৫। গ্রেড বিমের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। গ্রেড বিমের কাষ্টিং ৩২৫ রানিং ফিটের মধ্যে ৩২৫ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে। সাইজঃ ১৮ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি। ৬। লং কলাম কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। কলামের দৈর্ঘ্য ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং সাইজঃ ১৫ ইঞ্চি × ১০ ইঞ্চি ৭। গ্রাউন্ড ফ্লোরের স্লাব কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৮। ফাষ্ট ফ্লোরের লং কলাম ২৭টি মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ৯। ফাষ্ট ফ্লোরের স্লাব কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
শেরপুর	বিনাইগাতী	১। ফুটিং কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। শর্ট কলামের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং সাইজঃ ১৫ ইঞ্চি × ১০ ইঞ্চি। ৩। লং কলামের কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ৪। গ্রেড বিমের কাষ্টিং ৩২৫ রানিং ফুটের মধ্যে ২০০ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে এবং সাইজঃ ১৮ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ৫। গ্রাউন্ড ফ্লোরের স্লাব কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৬। ফাষ্ট লিফ্টের লং কলাম কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ৭। ফাষ্ট লিফ্টের স্লাব কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৮। ব্রীক ওয়ালের কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
গাইবান্ধা	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। শর্ট কলামের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। ৩। গ্রেড বিমের কাষ্টিং ৩২৫ রানিং ফিটের মধ্যে ৩২৫ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে এবং সাইজঃ ১৮ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ৪। লং কলাম কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। লং কলামের দৈর্ঘ্য ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি। ৫। গ্রাউন্ড ফ্লোরের স্লাব কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৬। ফাষ্ট ফ্লোরের লং কলাম ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ৭। ফাষ্ট ফ্লোরের স্লাব কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৮। ব্রীক ওয়াল ও প্লাষ্টারের কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০

জেলা	উপজেলা	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের বিবরণ	কাজ সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ
যশোর	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। শর্ট কলামের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। ৩। গ্রেড বিমের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৪। লং কলাম ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। কলামের দৈর্ঘ্য ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি। ৫। গ্রাউন্ড ফ্লোর ও ফাস্ট ফ্লোরের স্লাব কাষ্টিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৬। ফ্লোর কাষ্টিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৭। গ্রাউন্ড ফ্লোরের ও ফাষ্ট ফ্লোরের স্লাব কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৮। ব্রীক ওয়ালের কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	১। ফুটিং কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ১৮টি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ১৮টি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ৩। গ্রেড বীমের কাষ্টিং ৩২৫ রানিং ফুটের মধ্যে ১৯১ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ২। লং কলাম কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ১২টি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
কিশোরগঞ্জ	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। শর্ট কলামের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং সাইজঃ ১৫ ইঞ্চি × ১০ ইঞ্চি। ৩। গ্রেড বীমের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৪। লং কলাম কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
নেত্রকোনা	সদর	১। ফুটিং কাস্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাস্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। গ্রেড বীমের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
বরিশাল	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। গ্রেড বীমের কাষ্টিং চলমান রয়েছে।	১৯-১২-২০২০
গোপালগঞ্জ	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২০টি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২০টি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে।	১০-০৮-২০২০
পাবনা	বেড়া	অফিস বিল্ডিং-এর কাজ এখনো শুরু হয়নি।	২৭-০৬-২০২০
সুনামগঞ্জ	সদর	অফিস বিল্ডিং-এর কাজ এখনো শুরু হয়নি।	১০-০৮-২০২০

বিশ্লেষণঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড়, নীলফামারী, শেরপুর, গাইবান্ধা এবং যশোর জেলায় সাইটে অফিস বিল্ডিং-এর ফুটিং কাষ্টিং, শর্ট কলাম কাষ্টিং, গ্রেড বিমের কাষ্টিং, লং কলাম কাষ্টিং, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ১ম তলার স্লাবের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে এবং ব্রীক ওয়ালের কাজ চলমান। রাজবাড়ী, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, বরিশাল এবং গোপালগঞ্জ জেলায় সাইটে অফিস বিল্ডিং-এর চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদনের তারিখের ভিতরে নির্মাণ কাজ সম্পাদন করতে হলে সেনা কল্যাণ সংস্থাকে বিভিন্ন সাইটে বিভিন্ন কাজ প্যারালালি অতি দ্রুত সম্পাদন করতে হবে। পাবনা

এবং সুনামগঞ্জ জেলায় সাইটে অফিস বিল্ডিং-এর কাজ এখনই শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় ডিপিএম-এর মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগের কোন সুফল যথাসময়ে সার বিতরণ ব্যবস্থাপনায় পাওয়া যাবে না।

কাজের বিবরণ: আনসার ব্যারাক

জেলা	উপজেলা	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের বিবরণ	কাজ সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। শর্ট কলামের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। ৩। গ্রেড বিমের কাষ্টিং ৬৯৫ রানিং ফিটের মধ্যে ৬৯৫ রানিং ফুট কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৪। লং কলামের কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। কলামের দৈর্ঘ্য ১১ ফুট এবং সাইজঃ ১২ ইঞ্চি বাই ১২ ইঞ্চি ৫। স্লাবের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৬। ব্রীক ওয়ালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৭। ব্রীক ওয়ালের প্লাষ্টারের কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
পঞ্চগড়	বোদা	১। ফুটিং কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। গ্রেড বিমের কাষ্টিং ৫৯৫ রানিং ফিটের মধ্যে ৫৯৫ রানিং ফুট কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৪। লং কলাম কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। কলামের দৈর্ঘ্য ১১ ফুট এবং সাইজঃ ১২ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ৫। স্লাবের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৬। গ্রাউন্ড ফ্লোরের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৭। ব্রীক ওয়ালের প্লাষ্টার সম্পন্ন হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
নীলফামারী	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। শর্ট কলামের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। ৩। গ্রেড বিমের কাষ্টিং ৫২৩ ঘনফুটের এর মধ্যে ৫২৩ ঘন ফুট সম্পন্ন হয়েছে। ৪। লং কলাম কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। কলামের দৈর্ঘ্য ১১ ফুট এবং সাইজঃ ১২ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ৫। স্লাব এবং বিমের কাষ্টিং ১৮৭৫ ঘনফুটের এর মধ্যে ১৮৭৫ ঘনফুট সম্পন্ন হয়েছে। ৬। সিলিং প্লাস্টারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও ব্রীক ওয়ালের কাজ চলমান রয়েছে।	
শেরপুর	ঝিনাইগাতী	১। ফুটিং কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। শর্ট কলামের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। ৩। গ্রেড বিমের কাষ্টিং ৬৯৫ রানিং ফিটের মধ্যে ৬৯৫ রানিং ফুট কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৪। লং কলাম কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। কলামের দৈর্ঘ্য ১১ ফুট এবং সাইজঃ ১২ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ৫। স্লাব কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৬। ব্রীক ওয়ালের কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০

জেলা	উপজেলা	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের বিবরণ	কাজ সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ
যশোর	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। শর্ট কলামের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। ৩। গ্রেড বিমের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৪। লং কলাম ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। কলামের দৈর্ঘ্য ১১ ফুট এবং সাইজঃ ১২ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ৫। স্লাবের কাষ্টিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। স্লাব এবং বিমের কাষ্টিং ১৮৭৫ ঘনফুটের এর মধ্যে ১৮৭৫ ঘনফুট সম্পন্ন হয়েছে। ৬। স্লাবের সিলিং প্লাষ্টারের কাজ চলমান রয়েছে। ৭। ফ্লোর কাষ্টিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৮। ব্রীক ওয়ালের কাজ চলমান রয়েছে। ৯। ব্রীক ওয়ালের প্লাষ্টারের কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
গাইবান্ধা	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। শর্ট কলামের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। ৩। গ্রেড বিমের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৪। লং কলাম কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। ৫। স্লাবের রড বাইন্ডিং এর কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
কিশোরগঞ্জ	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ২৬টি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ২৬টি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। শর্ট কলামের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং সাইজঃ ১৫ ইঞ্চি × ১০ ইঞ্চি ৩। লং কলাম কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ০৪টি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
গোপালগ	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলামের কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। গ্রেড বীমের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে।	১০-০৮-২০২০
বরিশাল	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ২৭টির মধ্যে ২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। গ্রেড বীমের কাষ্টিং চলমান রয়েছে।	১৯-১২-২০২০
নেত্রকোনা	সদর	১। ফুটিং এর রড বাইন্ডিং ৩৬টির মধ্যে ২৩টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলামের রড বাইন্ডিং ৩৬টির মধ্যে ১৯টি সম্পন্ন হয়েছে। শর্ট কলামের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং সাইজঃ ১৫ ইঞ্চি × ১০ ইঞ্চি	২৭-০৬-২০২০
রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	১। ফুটিং কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ১৪টি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ৩৬টির মধ্যে ১৪টি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
পাবনা	বেড়া	আনসার ব্যারাকের কাজ এখনো শুরু হয়নি।	২৭-০৬-২০২০

জেলা	উপজেলা	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের বিবরণ	কাজ সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ
সুনামগঞ্জ	সদর	আনসার ব্যারাকের কাজ এখনো শুরু হয়নি।	১০-০৮-২০২০

বিশ্লেষণঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড়, নীলফামারী, শেরপুর এবং যশোর জেলায় সাইটে আনসার ব্যারাকের ফুটিং কাষ্টিং, শর্ট কলাম কাষ্টিং, গ্রেড বিমের কাষ্টিং, লং কলাম কাষ্টিং, স্লাবের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে এবং ব্রীক ওয়ালের কাজ চলমান আছে। গাইবান্ধা, কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, নেত্রকোনা, এবং রাজবাড়ী জেলায় সাইটে আনসার ব্যারাকের নির্মাণ চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদন করতে হলে সেনা কল্যাণ সংস্থাকে বিভিন্ন সাইটে বিভিন্ন কাজ প্যারালালি অতি দ্রুত সম্পাদন করতে হবে। পাবনা এবং সুনামগঞ্জ জেলায় সাইটে আনসার ব্যারাকের কাজ এখনই শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় ডিপিএম-এর মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করেও যথাসময়ে সারের গোডাউনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

কাজের বিবরণ: সাব স্টেশন বিল্ডিং

জেলা	উপজেলা	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের বিবরণ	কাজ সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ৮টির মধ্যে ৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ৮টির মধ্যে ৮টি সম্পন্ন হয়েছে। শর্ট কলামের দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং সাইজঃ ১৪ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি। ৩। গ্রেড বিমের কাষ্টিং ১২৫.৫ রানিং ফিটের মধ্যে ১২৫.৫ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে। ৪। লং কলাম কাষ্টিং ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। কলামের দৈর্ঘ্য ১০ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং সাইজঃ ১২ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ৫। স্লাব কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৬। ব্রীক ওয়ালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৭। ব্রীক ওয়ালের প্লাষ্টারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
পঞ্চগড়	বোদা	১। ফুটিং কাষ্টিং ০৮টর মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। গ্রেড বিমের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৪। লং কলাম কাস্টিং ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৫। স্লাব কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৬। ব্রীক ওয়াল ও প্লাষ্টারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
নীলফামারী	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাস্টিং ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। শর্ট কলামের দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং সাইজঃ ১৪ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি। ৩। গ্রেড বিমের কাষ্টিং ১২৫.৫ রানিং ফুটের মধ্যে ১২৫.৫ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে। ৪। লং কলাম কাষ্টিং ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। কলামের দৈর্ঘ্য ১০ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং সাইজঃ ১২ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ৫। স্লাব এবং বিমের কাস্টিং ৩৬৭ ঘনফুটের এর মধ্যে ৩৬৭ ঘনফুট সম্পন্ন হয়েছে। ৬। ব্রিক ওয়ালের কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০

জেলা	উপজেলা	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের বিবরণ	কাজ সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ
যশোর	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। গ্রেড বিমের রড বাইন্ডিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৪। লং কলাম ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৫। স্লাবের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৬। ব্রীক ওয়ালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৭। ব্রীক ওয়ালের প্লাষ্টারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৮। ফ্লোর কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
গাইবান্ধা	সদর	১। ফুটিং কাষ্টিং ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। গ্রেড বিমের কাষ্টিং ১২৫.৫ রানিং ফিটের মধ্যে ১২৫.৫ রানিং ফুট কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৪। লং কলাম কাষ্টিং ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৫। স্লাব কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৬। ব্রীক ওয়ালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৭। ব্রীক ওয়ালের প্লাষ্টারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
শেরপুর	ঝিনাইগাতী	১। ফুটিং কাষ্টিং ০৮টর মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। গ্রেড বিমের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৪। লং কলামের কাষ্টিং ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৫। স্লাব কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
কিশোরগ	সদর	৩। ফুটিং কাষ্টিং ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাষ্টিং ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। গ্রেড বীমের কাষ্টিং চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
নেত্রকোনা	সদর	১। ফুটিং কাস্টিং ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। শর্ট কলাম কাস্টিং ০৮টির মধ্যে ০৮টি সম্পন্ন হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
পাবনা	বেড়া	সাব স্টেশন বিল্ডিং-এর কাজ এখনো শুরু হয়নি।	২৭-০৬-২০২০
রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	সাব স্টেশন বিল্ডিং-এর কাজ এখনো শুরু হয়নি।	২৭-০৬-২০২০
গোপালগ	সদর	সাব স্টেশন বিল্ডিং-এর কাজ এখনো শুরু হয়নি।	১০-০৮-২০২০
সুনামগঞ্জ	সদর	সাব স্টেশন বিল্ডিং-এর কাজ এখনো শুরু হয়নি।	১০-০৮-২০২০

জেলা	উপজেলা	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের বিবরণ	কাজ সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ
বরিশাল	সদর	সাব স্টেশন বিল্ডিং-এর কাজ এখনো শুরু হয়নি।	১৯-১২-২০২০

বিশ্লেষণঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড়, নীলফামারী, যশোর এবং গাইবান্ধা জেলায় সাইটে সাব স্টেশন বিল্ডিং-এর ফুটিং কাষ্টিং, শর্ট কলাম কাষ্টিং, গ্রেড বিমের কাষ্টিং, লং কলাম কাষ্টিং, স্লাবের কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে এবং ব্রীক ওয়ালের কাজ চলমান আছে। শেরপুর, কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোনা জেলায় সাব স্টেশন বিল্ডিং-এর নির্মাণ চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদন করতে হলে সেনা কল্যাণ সংস্থাকে বিভিন্ন সাইটে বিভিন্ন কাজ প্যারালালি অতি দ্রুত সম্পাদন করতে হবে। রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা এবং সুনামগঞ্জ জেলায় সাইটে সাব স্টেশন বিল্ডিং-এর কাজ এখনই শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় ডিপিএম-এর মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করেও যথাসময়ে সারের গোডাউনে সাব স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ শেষ করে বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

কাজের বিবরণ: বাউন্ডারী ওয়াল

জেলা	উপজেলা	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের বিবরণ	কাজ সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ
চাঁপাইনবাবগ	সদর	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাষ্টিং ২২৫টির মধ্যে ২২৫টি সম্পন্ন হয়েছে। পাইলের দৈর্ঘ্য ২০ ফুট এবং সাইজঃ ১২ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ২। প্রি-কাষ্ট পাইল ড্রাইভিং ২২৫টির মধ্যে ২২৫টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। পাইল ক্যাপ কাষ্টিং ১২১০ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
পঞ্চগড়	বোদা	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাষ্টিং ২৫০টির মধ্যে ২৫০টি সম্পন্ন করা হয়েছে। ২। প্রি-কাষ্ট পাইল ড্রাইভিং ২৫০টির মধ্যে ২৫০টি সম্পন্ন করা হয়েছে। ৩। পাইল ক্যাপ কাষ্টিং ১৭০০ রানিং ফুটের মধ্যে ১৭০০ রানিং ফুট কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ৪। ফাষ্ট লিষ্টের শর্ট কলাম কাষ্টিং ২০০টির মধ্যে ২০০টি সম্পন্ন হয়েছে। ৫। লং কলাম কাষ্টিং ১৯৪টির মধ্যে ১৯৪টি সম্পন্ন হয়েছে। ৬। ব্রীক ওয়ালের কাজ চলমান রয়েছে। ৭। প্লাষ্টারের কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
নীলফামারী	সদর	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাষ্টিং ২২৮টির মধ্যে ২২৮টি সম্পন্ন হয়েছে। পাইলের দৈর্ঘ্য ২০ ফুট এবং সাইজঃ ১২ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ২। প্রি-কাষ্ট পাইল ড্রাইভিং ২২৮টির মধ্যে ২২৮টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। পাইল ক্যাপ কাষ্টিং ১৭৪০ রানিং ফুটের মধ্যে ১৫০০ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ৪। টাই বীমের ফাস্ট লিফটের কাষ্টিং ১৭৪০ রানিং ফুটের মধ্যে ৯৮০ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ৪। গ্রেড বীমের কাষ্টিং ১৭৪০ রানিং ফুটের মধ্যে ৮৭০ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে	২৭-০৬-২০২০

জেলা	উপজেলা	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের বিবরণ	কাজ সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ
যশোর	সদর	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাষ্টিং ২২০টির মধ্যে ২২০টি সম্পন্ন হয়েছে। পাইলের দৈর্ঘ্য ২০ ফুট এবং সাইজঃ ১২ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ২। প্রি-কাষ্ট পাইল ড্রাইভিং ২২০টির মধ্যে ১৩৬টি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলামান রয়েছে। ৩। ফুটিং কাষ্টিং ১৭৪০ রানিং ফুটের মধ্যে ৬৫০ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ৪। পাইল ক্যাপের কাষ্টিং ১৭৪০ রানিং ফুটের মধ্যে ৬৫০ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ৫। ব্রীক ওয়ালের কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
গাইবান্ধা	সদর	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাষ্টিং ২২৪টির মধ্যে ২২৪টি সম্পন্ন হয়েছে। ২। প্রি-কাষ্ট পাইল ড্রাইভিং ২২৪টির মধ্যে ২২৪টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। পাইল ক্যাপের কাষ্টিং ১৬৯৭ রানিং ফিটের মধ্যে ১২০০ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে এবং কাষ্টিং চলমান রয়েছে। ৪। ব্রীক ওয়ালের কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
শেরপুর	ঝিনাইগাতী	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাস্টিং ২২৭টির মধ্যে ২২৭টি সম্পন্ন হয়েছে ২। প্রি-কাষ্ট পাইল ড্রাইভিং ২২৭টির মধ্যে ২২৭টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। পাইল ক্যাপ কাষ্টিং ১৬৫০ রানিং ফিটের মধ্যে ১২২০ রানিং ফুট কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে এবং কাষ্টিং চলমান রয়েছে। ৪। ব্রীক ওয়ালের কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
কিশোরগঞ্জ	সদর	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাষ্টিং ২৩৯টির মধ্যে ২৩৯টি সম্পন্ন হয়েছে। পাইলের দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট এবং সাইজঃ ১২ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ২। প্রি-কাষ্ট পাইল ড্রাইভিং ২৩৯টির মধ্যে ২৩৯টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। পাইল ক্যাপ কাষ্টিং ১৭০০ রানিং ফুটের মধ্যে ৪৭৪ রানিং ফুট কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ৪। রিটেইনিং ওয়ালের কাষ্টিং ১৭০০ রানিং ফুটের মধ্যে ১০০ রানিং ফুট কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
পাবনা	বেড়া	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাষ্টিং ২৫৩টির মধ্যে ২৫৩টি সম্পন্ন করা হয়েছে। পাইলের দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট এবং সাইজঃ ১২ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ২। প্রি-কাষ্ট পাইল ড্রাইভিং ২৫৩টির মধ্যে ২৫৩টি সম্পন্ন করা হয়েছে। ৩। পাইল ক্যাপের রড বাইন্ডিং এর কাজ চলমান রয়েছে। ৪। শর্ট কলামের কাষ্টিং ২৫৩টির মধ্যে ১১০টি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
নেত্রকোনা	সদর	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাস্টিং ২৪৬টির মধ্যে ২৪৬টি সম্পন্ন করা হয়েছে। পাইলের দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট এবং সাইজঃ ১২ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি ২। প্রি-কাষ্ট পাইল ড্রাইভিং ২৪৬টির মধ্যে ২১১টি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ৩। পাইল ক্যাপ সি.সি. কাষ্টিং ১৭০০ রানিং ফুটের মধ্যে ২৫০ রানিং ফুট কাষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে।	২৭-০৬-২০২০
রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাষ্টিং ২২৬টির মধ্যে ২২৬টি সম্পন্ন হয়েছে। পাইলের দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট এবং সাইজঃ ১২ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ২। প্রি-কাষ্ট পাইল ড্রাইভিং ৯০৪০ রানিং ফুটের টির মধ্যে ২০৩০ রানিং ফুট সম্পন্ন হয়েছে এবং পাইল ড্রাইভিং এর কাজ চলমান রয়েছে।	২৭-০৬-২০২০

জেলা	উপজেলা	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের বিবরণ	কাজ সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ
গোপালগঞ্জ	সদর	১। প্রি-কাষ্ট পাইল কাস্টিং ২৩১টির মধ্যে ২৩১টি সম্পন্ন হয়েছে। পাইলের দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট এবং সাইজঃ ১২ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ২। প্রি-কাষ্ট পাইল ড্রাইভ ২৩১টির মধ্যে ৪৬টি ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে।	১০-০৮-২০২০
বরিশাল	সদর	১। প্রি-কাষ্ট পাইলের রড বাইন্ডিং ২৩১টির মধ্যে ৭৬টি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে।	১৯-১২-২০২০
সুনামগঞ্জ	সদর	বাউন্ডারী ওয়ালের কাজ এখনো শুরু হয়নি।	১০-০৮-২০২০

বিশ্লেষণঃ পঞ্চগড় এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বাফার গোডাউনের সীমানা বরাবর বাউন্ডারি ওয়ালের নির্মাণ কাজ চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। তবে বরিশাল, গোপালগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ জেলার বাফার গোডাউনের সাইটের জমি সেনা কল্যাণ সংস্থাকে দেরীতে বুঝিয়ে দেওয়ার ফলে এখনই সীমানা বরাবর বাউন্ডারি ওয়ালের নির্মাণ কাজের উপর গুরুত্ব দিয়ে চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত করতে সচেষ্ট হতে হবে। অন্যথায় রাজবাড়ী, শেরপুর, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, কিশোরগঞ্জ, পাবনা, যশোর, নেত্রকোনা, নীলফামারী জেলার মতই সীমানা বরাবর বাউন্ডারি ওয়ালের নির্মাণ কাজ চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না।

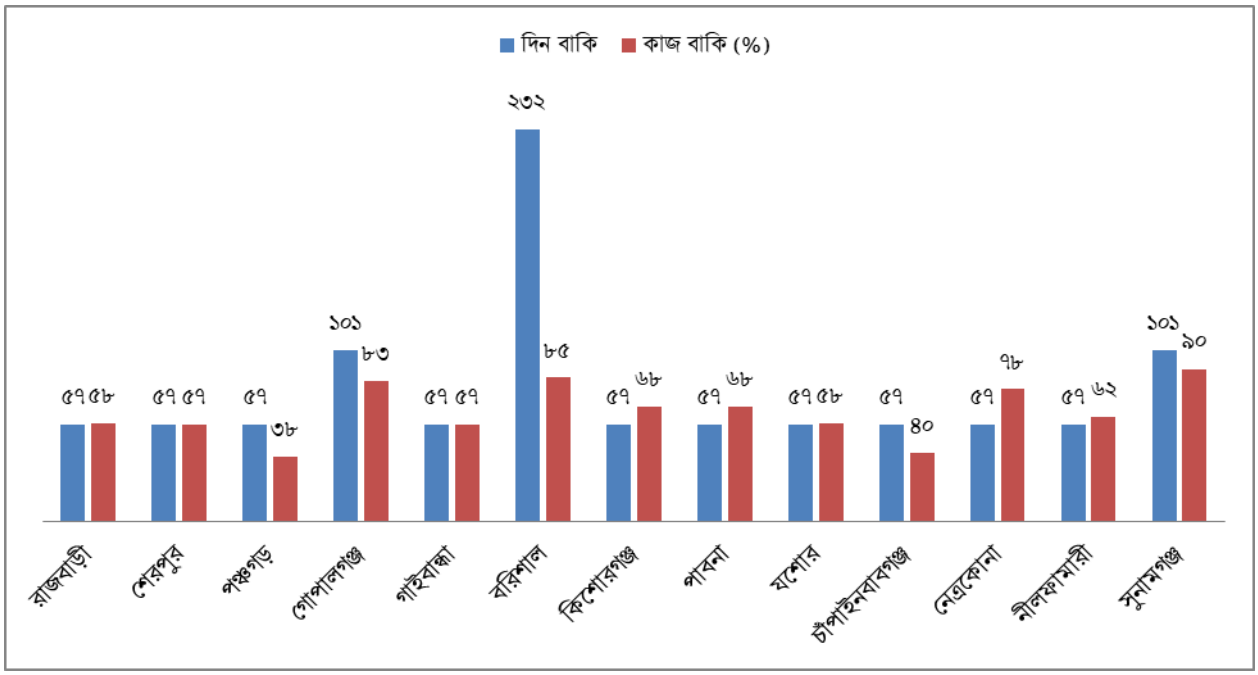

গ্রাফ ৩.৩: প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার দিন বাকির সাথে কাজ বাকির (%) তুলনা

এপ্রিল মাসের হিসেবে ১৩টি বাফার গোডাউনের মধ্যে ১০টির নির্মাণের জন্য আর মাত্র দুই মাস (৬০ দিন) সময় বাকি আছে। কিন্তু কাজ এখনো বাকি আছে প্রায় ৫০% এর বেশি। বরিশাল সাইটে প্রায় আট মাসের মত সময় বাকি থাকলেও কাজ বাকি আছে প্রায় ৮৫%। সুনামগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জে কাজ শেষ করার জন্য ১০০ দিনের অধিক বাকী থাকলেও কাজ বাকী আছে প্রায় ৮০% এর বেশী। তাই দ্রুত প্যারালালি কাজ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

৩.২.৮। প্রকল্প এলাকার নির্মাণ কাজ যাচাই

প্রকল্পের আওতায় যেসব স্থানে ৪০% এর বেশী কাজ ইতোমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে সেসব স্থানের নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

	বোদা, পঞ্চগড়	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	ঝিনাইগাতী, শেরপুর	গাইবান্ধা সদর	গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী	যশোর সদর	নীলফামারী সদর
নির্মাণ কাজ তত্ত্বধান এবং পরীক্ষার জন্য ঠিকাদার কর্তৃক প্রকৌশলী নিয়োগ রয়েছে কি?	√	√	√	√	√	√	√
নির্মাণ কাজ তত্বাবধান ও পর্যাবেক্ষণের জন্য ঠিকাদার কোন টিম গঠন করেছে কি?	√	√	√	√	√	√	√
ঠিকাদার প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে ওয়ার্ক প্ল্যান অনুসরণ করা হচ্ছে কি?	√	√	√	√	√	√	√
ডিজাইন/নকশা অনুসারে বিল্ডিং লে-আউট স্থাপন করা হয়েছে কি?	√	√	√	√	√	√	√
ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল লোডিং-আনলোডিংয়ের সহজ ব্যবস্থা আছে কি?	√	√	√	√	√	√	√
বিল্ডিং নকশায় অগ্নিনির্বাপক সুবিধা অন্তর্ভুক্ত আছে কি?	√	√	√	√	√	√	√
বাফার গোডাউনের পরিমাপ (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা) ড্রিইং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হচ্ছে কি?	√	√	√	√	√	√	√
নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুণগত মান যাচাই করা হচ্ছে কি?	√	√	√	√	√	√	√
কংক্রিট/ ঢালাই মিশানোর সময় সিলিন্ডার টেস্টের জন্য ল্যাব টেষ্ট পাঠানো হচ্ছে কি?	√	√	√	√	√	√	√
নির্মাণ কাজের জন্য বিভিন্ন ধরণের কংক্রিট টেস্টের (সিমেন্ট, ইট, পাথড়, বালি ইত্যাদি) রিপোর্টগুলো সাইটে সংরক্ষিত আছে কি?	X	X	X	X	X	X	X
কংক্রিট টেস্টে কোন ধরণের ত্রুটি/ বিচ্যুতি দেখা দিলে ঠিকাদার ত্রুটি /বিচ্যুতি সংশোধন করেছে কি?	√	√	√	√	√	√	√
ঢালাই যথাযথভাবে কিউরিং করা হচ্ছে কি?	√	√	√	√	√	√	√
মেঝের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা?	√	√	√	√	√	√	√
ড্রেন এবং পাইপ লাইনের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে কি?	√	√	√	√	√	√	√
ভবনের কোথাও (ছাদ, দেয়াল, মেঝে) স্যাতস্যাতে /লিকেজ দেখা দিয়েছে কি?	-	-	-	-	-	-	-
বৈদ্যুতিক তারের ড্রইং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে কি?	-	-	-	-	-	-	-
প্লাস্টারিং বা ফিনিশিং কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে কি?	-	-	-	-	-	-	-
বাফার গোডাউনে স্টোরেজের সঠিক ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে কি?	√	√	√	√	√	√	√
নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর হস্তান্তর করার পূর্বে স্থাপনাটি তদারকির কোন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কি?	-	-	-	-	-	-	-
পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবনটি ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে কি?	-	-	-	-	-	-	-
ঠিকাদার কর্তৃক শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে কি?	X	X	X	X	X	X	X
ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্প স্থানে নির্মাণ কাজ চলাকালে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে কি?	√	√	√	√	√	√	√
প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে কি?	X	X	X	X	X	X	X

বিশ্লেষণঃ পঞ্চগড় এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বাফার গোডাউন ছাড়া বাকী ১১টি বাফার গোডাউন সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। সেনা কল্যাণ সংস্থা এখনো সকল সাইটে সাইট অফিস নির্মাণ করে নাই। ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্প স্থানে নির্মাণ কাজ চলাকালে ফেন্সিং এবং লেবার শেডে তৈরী করে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও ঠিকাদার কর্তৃক শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে না। নিয়মিত বিরতিতে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুণগত মান যাচাই করা হচ্ছে। এছাড়াও কংক্রিট/ ঢালাই মিশানোর সময় সিলিন্ডার টেস্টের জন্য ল্যাব টেষ্টে পাঠানো হচ্ছে। তবে নির্মাণ কাজের জন্য বিভিন্ন ধরণের কংক্রিট টেস্টের (সিমেন্ট, ইট, পাথড়, বালি ইত্যাদি) রিপোর্টগুলো যথাযথভাবে সাইটে সংরক্ষিত রাখা হচ্ছে না।

প্রকল্পের আওতায় যেসব স্থানে ৪০% এর কম কাজ সম্পাদিত হয়েছে সেসব স্থানের নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

	কিশোরগঞ্জ সদর	বেড়া, পাবনা	নেত্রকোনা সদর	গোপালগঞ্জ সদর	বরিশাল সদর	সুনামগঞ্জ সদর
জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে কি?	√	√	√	√	√	√
বাফার গোডাউন নির্মাণের স্থান হস্তান্তর করা হয়েছে কি?	√	√	√	√	√	√
সাইট অফিস নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে কি?	X	X	X	X	X	X
নির্মাণ কাজ তত্ত্বধান এবং পরীক্ষার জন্য ঠিকাদার কর্তৃক প্রকৌশলী নিয়োগ রয়েছে কি?	√	√	√	√	√	√
নির্মাণ কাজ তত্বাবধান ও পর্যাবেক্ষণের জন্য ঠিকাদার কোন টিম গঠন করেছে কি?	√	√	√	√	√	√
ডিজাইন/নকশার কাজ শুরু করা হয়েছে কি?	√	√	√	√	X	X
ঠিকাদার প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে সংশোধিত ওয়ার্ক প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে কি?	X	X	X	X	X	X
প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে কি?	X	X	X	X	X	X

বিশ্লেষণঃ পঞ্চগড় এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বাফার গোডাউন ছাড়া বাকী ১১টি বাফার গোডাউন সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। সেনা কল্যাণ সংস্থা কিশোরগঞ্জ, পাবনা, নেত্রকোনা, গোপালগঞ্জ, বরিশাল এবং সুনামগঞ্জ জেলার বাফার গোডাউন নির্মাণে যদি এখনই বিভিন্ন কাজ প্যারালালি অতি দ্রুত সম্পাদন করার উদ্যোগ গ্রহণ না করে তবে ডিপিএম-এর মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করেও যথাসময়ে সারের গোডাউনের নির্মাণ কাজ শেষ করা সম্ভব হবে না।

প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ কাজের গুণগতমান যাচাইয়ের উপর জোর দিতে হয়েছে। এক্ষেত্রে ঠিকাদার কর্তৃক নির্মাণকালীন সময়ে শর্তানুসারে নির্মাণ কাজের গুনতমান যাচাইয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামালের নমুনার ফিল্ড টেস্ট ও ল্যাব টেস্ট করে ফলাফল সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

প্রকল্পের প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টীল স্ট্রাকচারের বিভিন্ন অংশ Build Trade Engineering Limited এর ফ্যাক্টরীতে ফেব্রিকেশন হচ্ছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগড় সাইটের স্টীল স্ট্রকচারের বিভিন্ন মেম্বার যেমন কলাম, রাফটার, পারলিন, এ্যাঙ্কর বোল্ট ফেব্রিকেশন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এগুলো Build Trade Engineering Limited-এর ফ্যাক্টরীতে মজুদ রয়েছে। বর্তমানে গাইবান্ধা, শেরপুর, রাজবাড়ী সাইট সমূহের স্টীল স্ট্রকচারের বিভিন্ন মেম্বার যেমন কলাম, রাফটার, পারলিন, এ্যাঙ্কর বোল্ট ফেব্রিকেশন কাজ চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রতিনিধি তৌফিকা ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড ১৩৫০ মে. টন স্টীল প্লেট, ১১০৫ মে.টন প্রোফাইল শীট আমদানী করেছে। ৫টি সাইটে প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টীল স্ট্রাকচার তৈরী করার মত স্টীল প্লেট, প্রোফাইল শীট, এ্যাঙ্কর বোল্ট, নাট বোল্ট ইত্যাদি মজুদ রয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগড় সাইটে প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টীল স্ট্রাকচারের কাজ শুরু হয়েছে।

৩.৩। উদ্দেশ্য অর্জন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে সারের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ কার্যক্রম।

তারই অংশ হিসেবে ১৩টি জেলায় ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণের কাজ চলমান আছে। বাফার গোডাউনসমূহের নির্মাণ কাজের সার্বিক অগ্রগতি এবং কাজ যথাসময়ে সম্পাদনের বিষয়ে মন্তব্য নিম্নে প্রদান করা হলঃ

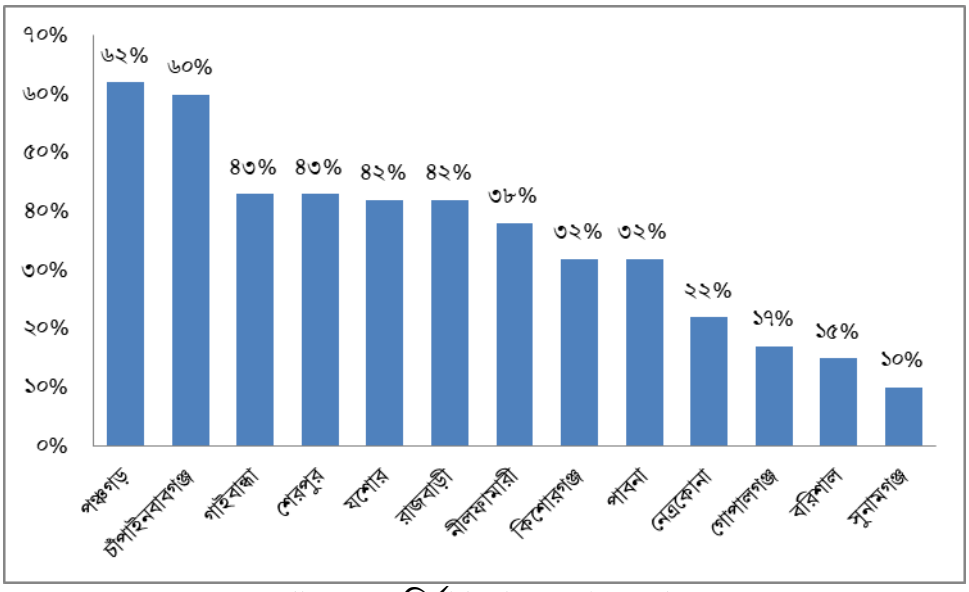

গ্রাফ ৩.৫: নির্মাণ কাজ সম্পন্নের হার

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে অতি দ্রুত গোডাউন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এখন পর্যন্ত পঞ্চগড় এবং চাঁপাইনবানগঞ্জে ৬০% এর অধিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৭টি সাইটে ৩০-৪৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২৫% এর কম কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৪টি জেলায়। ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে সবচেয়ে কম কাজ হয়েছে সুনামগঞ্জ জেলায়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে সাইটের সকল ধরনের নির্মাণ কাজ চুক্তিতে উল্লেখিত সময় সীমার ভিতরে সম্পন্ন করতে হবে। সেনা কল্যাণ সংস্থাকে ১১টি জেলার বাফার গোডাউন নির্মাণে এখনই বিভিন্ন কাজ প্যারালালি অতি দ্রুত সম্পাদন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় ডিপিএম-এর মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করেও যথাসময়ে সারের গোডাউনের নির্মাণ কাজ শেষ করা সম্ভব হবে না।

৩.৩.১। লগ ফ্রেমের আলোকে পর্যালোচনা

	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
	লক্ষ্য (Goal): দেশের চাহিদা মাফিক ১৩টি জেলায় বাফার গোডাউন নির্মাণ করে সুষম ও সুষ্টভাবে সার সংরক্ষণ এবং প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে সার বিতরণ করে কৃষি খাতে বিতরণ করে কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। **পর্যালোচনা**: প্রকল্পটির মাধ্যমে ১৩টি জেলায় ১৩টি বাফার গোডাউন যথাযথভাবে নির্মাণ করা সম্পন্ন হলে বিভিন্ন জেলার চাহিদা মাফিক সুষম ও সুষ্টভাবে সার সংরক্ষণ এবং প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে সার বিতরণ করে কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হবে।	কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। **পর্যালোচনা**: প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৯ সালে সম্পন্ন না হওয়ার ফলে প্রকল্পটি এখন পর্যন্ত কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। তবে প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারবে। তাই প্রকল্পটি দ্রুত সম্পন্ন করা অতীব জরুরী।	

	উদ্দেশ্য (Purpose/ Outcome): বাংলাদেশে সারের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। **পর্যালোচনা**: প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে বাংলাদেশের ১৩টি জেলায় ১৩টি বাফার গোডাউনের মাধ্যমে সারের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সম্ভব হবে।	সারের মজুদ ক্ষমতা ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে ২৯২,৬০০ মে.টন হতে ৪২২,৬০০ মে.টনে বৃদ্ধি পাবে। **পর্যালোচনা**: প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৯ সালে সম্পন্ন না হওয়ার ফলে এখন পর্যন্ত সারের মজুদ ক্ষমতা এক টনও বৃদ্ধি পায়নি।	১। রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হবে না। ২। মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরের কারণসমূহ আমলযোগ্য। ৩। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের নীতিতে বড় কোন পরিবর্তন আসবে না। **পর্যালোচনা**: ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত করেছে।
	আউটপুট (Output): দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ হবে। **পর্যালোচনা**: প্রকল্পটিতে ইতোমধ্যে ১৩টি জেলায় ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।	সকল বাফার গোডাউন ডিসেম্বর ২০১৯ সালের মধ্যে নির্মিত হবে। **পর্যালোচনা**: ডিসেম্বর ২০১৯ সালের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ১ম সংশোধন অনুসারে জুন ২০২০ সালের মাঝে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।	১। যথাসময়ে তহবিলের প্রাপ্যতা। ২। মালামালের যথার্থ তালিকা প্রণয়ন। ৩। মালামাল এবং ইউটিলিটিজ-এর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। ৪। শ্রমিকের দ্বারা বিরামহীনভাবে কার্য সম্পাদন। ৫। প্রাকৃতিক জলবায়ু দ্বারা তেমন প্রভাব পড়বে না। **পর্যালোচনা**: ঠিকাদার দ্রুত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১৩টি জেলায় যথাসময়ে মালামাল সরবরাহ করছে না এবং শ্রমিকের দ্বারা বিরামহীনভাবে কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে না।
	ইনপুট (Input): (ক) প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ। (খ) নির্মাণ কাজ: (১) ভূমি উন্নয়ন/ মাটি ভরাট। ২) সয়েল টেষ্ট, ডিজিটাল সার্ভে, ডিজাইন, ড্রইং। ৩) পাইলিং ওয়ার্ক (প্রয়োজনে, মাটির গুনাগুনের উপর নির্ভর করে। ৪) ফাইন্ডেশন ওয়ার্ক এবং স্টীল স্টাকচারের প্রয়োজনীয় ইরেকশন। ৫) সীমানা প্রচীর নির্মাণ। ৬) এপ্রোচ রোড, সংযোগ রোড, আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৭) আনুষাঙ্গিক অন্যান্য কাজ (বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানি সরবরাহ, আবাসিক ভবন, অফিস ভবন, আনসার ব্যরাক নির্মাণ। **পর্যালোচনা**: ইতোমধ্যে ১৩টি জেলায় প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়ন/ মাটি ভরাট কাজ চলমান রেয়ছে। দ্রুত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১৩টি স্থানে সমান্তরালভাবে সয়েল টেষ্ট, ডিজিটাল সার্ভে, ডিজাইন, ড্রইং-এর কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং অন্যান্য নির্মাণ কাজ শুরু করা যেতে পারে।	ক) মোট ৫০.৯০৮ একর জমি ১৩টি জেলার আগস্ট ২০১৮ খ্রি: এর মধ্যে অধিগ্রহণ করা হবে। খ) ১৩টি জেলার ১৩টি বাফার গোডাউনের পূর্ত কাজ ডিসেম্বর '২০১৯ খ্রি: এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। **পর্যালোচনা**: ১৩টি জেলায় প্রয়োজনীয় জমি আগস্ট ২০১৮ খ্রি: এর মধ্যে অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে পূর্ত কাজ ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।	১। যথাসময়ে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর । ২। যথাসময়ে অর্থ ছাড়। ৩। সকল ক্রয় নির্দেশ ও নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত সময়ে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন। ৪। যথাসময়ে আরডিপিপি সংশোধন। **পর্যালোচনা**: ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে জুন ২০২০ সালের মাঝে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বিধায় পুনরায় আরডিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন।

৩.৪। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

৩.৪.১। প্রকল্পের জনবল

বিগত ১১-১০-২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক আরডিপিপি (১ম সংশোধন) অনুমোদিত হয়। এতে মোট ২৫(পঁচিশ) জন জনবলের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বিগত ১২-০৮-২০১৮ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে জনবল সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় অনুমোদিত প্রেষনে ৬ জন জনবলের অতিরিক্ত হিসেবে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ৩ জন সহকারী প্রকৌশলী (পুর), ১ জন সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), ৭ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর), ২ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), ১ জন হিসাবরক্ষক, ১ জন অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও ৪ জন এমএলএসএস সহ মোট ১৯ জন নিয়োজিত করার ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছে। অনুমোদিত ১৯ জন জনবল আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে সরবরাহের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের PIC এবং PSC সভা নিয়মিত আয়োজন করা হয়ে থাকে।

৩.৪.২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যাদি

নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	দায়িত্বের প্রকৃতি	মেয়াদকাল
১	এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন দায়িত্ব	১১-৬-২০১৯ থেকে আজ অবধি
২	মোঃ আব্দুল জলিল খান	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন দায়িত্ব	৬-৭-২০১৭ থেকে ৬-৫-২০১৯

৩.৪.৩। প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী সম্পর্কিত তথ্যাদি

নং	**কর্মকর্তার নাম**	পদবী	দায়িত্বের প্রকৃতি	মেয়াদকাল
১	মোঃ আবদুল্লা	নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর)	পূর্ণকালীন দায়িত্ব	২২-৫-২০১৯ থেকে আজ অবধি

৩.৪.৪। প্রকল্পের পক্ষ থেকে সাইট সুপারভিশনে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত কর্মকর্তাদের তথ্যাদি

সাইটের নাম	সাইট সুপারভিশনে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত কর্মকর্তা
গোপালগঞ্জ	সরদার আলী হোসাইন, সহকারী প্রকৌশলী (পুর)
সুনামগঞ্জ	মোঃ আলমগীর হোসাইন, সহকারী প্রকৌশলী (পুর)
যশোর	মাহমুদুল হক, সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
পাবনা	সাব্বির আহমেদ খান, সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
নীলফামারী	মোহাম্মাদ বদিউজ্জামান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	রকি মাহমুদ, সহকারী প্রকৌশলী (পুর)
পঞ্চগড়	দাউদুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)
শেরপুর	শফিকুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)
নেত্রকোনা	শাকিল আহমেদ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)
কিশোরগঞ্জ	মোঃ আল আমিন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)
গাইবান্ধা	মাহফুজুর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)
রাজবাড়ী	নূরে আলম সুজন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)
বরিশাল	রুম্মান আহমেদ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ এবং বুয়েটের কনসালটেন্ট টিম ফেইসবুক গ্রুপ (১৩ Buffer Godown Nirman Project) এর মাধ্যমে সার্বক্ষনিক সকল সাইটের সুপারভিশন কাজ মনিটরিং করা হয়ে থাকে। এটি প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজটি দ্রুত সম্পন্নের জন্য মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র PWD এর মাধ্যমে OTM পদ্ধতির পরিবর্তে DPM এ পরিবর্তনের কারণে ১৩টি প্রকল্প সাইট সুপারভিশন ও মনিটরিং এর জন্য অতিরিক্ত প্রকৌশলীসহ জনবল প্রয়োজন বিধায় মূল ডিপিপিতে অনুমোদিত ৮ জন জনবলের অতিরিক্ত হিসেবে অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে প্রেষনে ২ জন (১ জন নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর), ১ জন হিসাব কর্মকর্তা) এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ১৯ জন (৪ জন সহকারি প্রকৌশলী (পুর), ১ জন সহকারি প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), ৮ জন উপ-সহকারি প্রকৌশলী (পুর), ২ জন উপ-সহকারি প্রকৌশলী (বিদ্যুত), ২ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর ও ২ জন এমএলএসএস) সহ মোট ২১ জন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৩.৪.৫। ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য

ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অংশগ্রহনকারীগণ জানান যে, তাঁদের এলাকায় বর্তমানে কোন বাফার গোডাউন চালু নেই। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে তাঁদের এলাকায় সার বিতরণের মান বাড়বে বলে মনে তারা সবাই আশা করেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে তাঁদের এলাকায় নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যে সার পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অংশগ্রহনকারীগণ মতামত প্রদান করেন যে, প্রকল্পে গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্পূর্ণ অবকাঠামো দ্রুত নির্মাণ করে সকল কার্যক্রম অতিসত্বর চালু করা প্রয়োজন বলে তারা মনে করেন। প্রকল্পটি এলাকার সারের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত ঠিকাদার বালি ভরাটের সময় কিছু কিছু জায়গায় পাইপে ছিদ্র থাকার দরুন আবাদযোগ্য জমি আনাবাদী হয়ে পড়ছে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্রুত পাইপের ছিদ্রগুলো মেরামতের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। প্রকল্পটির ভৌত নির্মাণ কাজে স্থানীয় শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে প্রতিটি সাইটে জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তবে কোন সাইটের কাজ পুরোপরি শেষ না হবার ফলে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি স্থাপন করা এখনো সম্ভব হয়ে উঠেনি।

সুনামগঞ্জ জেলায় জমি অধিগ্রহণ করার বিষয়টি নিয়ে প্রকল্পের এলাকায় স্থানীয় জনগণের সাথে বিরোধ দেখা দিয়েছে। স্থানীয় জনগণ মহামান্য হাইকোর্টে এ বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করেছে যা বর্তমানে চলমান আছে। অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়টি অতি দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন। অন্যথায় সুনামগঞ্জে জুন ২০২১ সালের মধ্যেও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।

কাজের ক্ষেত্রে জনদুর্ভোগ লাঘবে ঠিকাদারকে সঠিকভাবে ভূমিকা পালন করতে হবে। ভবিষ্যতে প্রকল্পটির আওতায় স্থাপিত যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এখন থেকেই বিসিআইসি'র লোকবলকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্বাচিত স্থানসমূহে সার আনা নেওয়ার জন্য নৌ বা রেলপথের ব্যবস্থা রাখা বাঞ্চনীয়। প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত বাস্তবায়ন করা হলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে সাথে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যে সার পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলে আলোচনায় অংশগ্রহনকারীগণ মনে করেন।

বিসিআইসি পরিচালিত সারকারখানাসমূহ

বর্তমানে বিসিআইসি পরিচালিত যেসব সারকারখানাসমূহে উৎপাদন কার্যক্রম চলমান আছে সেগুলো হলোঃ

- শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোঃ লিমিটেড
- চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিমিটেড
- যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
- আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এ্যান্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ
- টিএসপি কমপ্লেক্স লিমিটিড
- ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ

বর্তমানে বিসিআইসি পরিচালিত যেসব সারকারখানায় উৎপাদন বন্ধ আছে সেগুলো হলোঃ

- পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিমিটিড

- ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিমিটেড

বাংলাদেশের সার কারখানাগুলো প্রধানত চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগে অবস্থিত। তাই ১৩টি বাফার গোডাউনের একটিও চট্টগ্রাম বিভাগে স্থাপিত হচ্ছে না। মাত্র একটি সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলায় স্থাপিত হচ্ছে। বর্তমানে উৎপাদন বন্ধ পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিমিটিড এবং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিমিটেডের জায়গায় একটি নতুন ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে জাপানীজ প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যা আগামী তিন বছরের মাঝে উৎপাদনে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাই অতি দ্রুত ১৩টি বাফার গোডাউনের নির্মাণ সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

৩.৪.৬। কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউতে প্রাপ্ত তথ্য

সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্প সম্পর্কে এর বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে এ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, বাস্তবায়নজনিত সমস্যা, প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়েছে।

দেশের ১৩টি জেলা (পঞ্চগড়, নীলফামারী, শেরপুর, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, পাবনা, গাইবান্ধা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, যশোর, রাজবাড়ী, নেত্রকোনা, গোপালগঞ্জ ও বরিশাল) জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ইতিমধ্যে ৮৯১৪.৫৬ লক্ষ টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে এবং ১৩টি জেলার জমি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন থেকে বুঝে নেয়া হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদনের পর গত ১৮-১২-২০১৮ খ্রি. ডিপিএম-এ সেনা কল্যাণ সংস্থার সাথে ৩৯৪,৭৫,৯৬,০০০/- (তিনশত চুরানব্বই কোটি পঁচাত্তর লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকায় ১৩টি নতুন গোডাউন নির্মাণ (পূর্ত ও বৈদ্যুতিক) কাজ সম্পন্ন করার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাফার গোডাউন নির্মাণের জন্য বিগত ২৭-১২-২০১৮ তারিখে ১০টি, ১০-০২-২০১৯ তারিখে ০২টি সহ মোট ১২টি সাইট সেনা কল্যাণ সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১৯-০৬-২০১৯ তারিখে বরিশাল সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

ফিজিবিলিটি স্টাডি অনুসারে পাইলিং কাস্টিং-সহ অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা তা যথাযথভাবে যাচাই করে দেখা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যে, আগামী এপ্রিল ২০২০ তারিখের মাঝে ২টি (চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগড়), সেপ্টেম্বর ২০২০ সালের মাঝে ৪টি (শেরপুর, যশোর, গাইবান্ধা ও রাজবাড়ি) এবং অবশিষ্ট ৭টি মার্চ ২০২১ সালের মাঝে সমাপ্ত করতে হবে। তাই প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা

৪.১। প্রকল্পের সবল দিক পর্যালোচনা

১. প্রকল্পটি জিওবি এবং বিসিআইসি'র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
২. সার সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন এবং সহজলভ্য করতে বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণ করা হচ্ছে।
৩. সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য বিসিআইসি'র নিজস্ব গুদাম নির্মাণ করা হচ্ছে।
৪. সার সংরক্ষণে বিসিআইসি'র নিজস্ব গোডাউনের অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বিসিআইসির সার মজুদের ক্ষমতাকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
৫. সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্পটির বাফার গোডাউন নির্মাণ যথাক্রমে বিসিআইসি, সেনা কল্যাণ সংস্থা ও বুয়েট কর্তৃক মনিটরিং করা হচ্ছে।
৬. প্রকল্পটির বাস্তবায়নে গুণগত মান নিশ্চিতকরণে দেশীয় পরামর্শক (বুয়েট) পরামর্শ প্রদান করেছে। দেশীয় পরিমর্শক নিয়োগের ফলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে।
৭. প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারের জন্য আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রকৌশলী নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
৮. ফিজিবিলিটি স্টাডির মাধ্যমে প্রকল্পের স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল।
৯. প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত প্রকৌশলীদের মাধ্যমে অনলাইনে সার্বক্ষনিক মনিটরিং-এর ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে।
১০. নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ল্যাব টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
১১. প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সারের মজুদ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষকদের চাহিদামত সার সরবরাহ করা সম্ভব হবে।
১২. শিল্প মন্ত্রনালয়ের অধীনস্থ বিসিআইসির ছয়টি ইউরিয়া সার কারখানা হতে ব্যবহারকারীদের মাঝে সার সরবরাহ করা পর্যন্ত বিএডিসির ২৫টি আপদকালীন গোডাউন সার সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিএডিসি অবকাঠামো ব্যবহারের জন্য বিসিআইসিকে ভাড়া প্রদান করতে হয়। যা আর প্রয়োজন হবে না।

৪.২। প্রকল্পের দুর্বল দিক পর্যালোচনা

১. জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সম্প্রতি জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে এবং উল্লেখযোগ্য সময়ের ব্যবধানের কারণে অধিগ্রহণের আওতাভুক্ত জমির মূল্য বাজার মূল্যের অতিরিক্ত ২০০% ক্ষতিপূরণ প্রদানের কারণে জমি অধিগ্রহণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
২. প্রকল্পের সবল দিক ছিল পিপিআর-এর বিধি অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে সেনা কল্যান সংস্থার সাথে বিসিআইসি'র নির্মাণ কাজের চুক্তি সম্পাদন করা। সেনা কল্যান সংস্থা তৌফিকা ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ ১৩টি সাইটের নির্মাণ কাজের দায়িত্ব প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক এবং কারিগরি সক্ষমতার অভাবে কাজ সময় মত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। প্রকল্পটি সময়মত তার উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হতে চলেছে।
৩. তৌফিকা ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড প্রয়োজনীয় মালামালের যোগান এবং জনবলের সংস্থান না করতে পারা।
৪. অধিগ্রহণকৃত ভূমির সীমানা চিহ্নিতকরণ, বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারণে গড়ে দুই মাস সময় নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রাখা সম্ভব না হওয়া।
৫. অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত না থাকায় এখন পর্যন্ত পরিবেশের ছাড়পত্র না পাওয়া।
৬. অধিকাংশ সাইটে ফসলী জমি অধিগ্রহণ করা।
৭. বাফার গোডাউনের ছাদে সোলার সিস্টেম প্যানেল স্থাপন করার সুযোগ থাকলেও তা অন্তর্ভুক্ত না করা।

৪.৩। প্রকল্পের মাধ্যেম সৃষ্ট সুযোগ পর্যালোচনা

১. সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরবর্তী বাংলাদেশের ১৩টি জেলায় সারের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

২. দেশের চাহিদা মাফিক ১৩টি জেলায় বাফার গোডাউন থেকে সুষম ও সুষ্টভাবে প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে সার বিতরণ করে কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

৩. অনেকক্ষেত্রে গোডাউনের জায়গার স্বল্পতার কারণে ইউরিয়া সার খোলা জায়গায় রাখার প্রয়োজন পড়ে। চাহিদা অনুযায়ী সার সংরক্ষণে বাফার গোডাউন নির্মাণ সম্ভব হলে সার যথাযথ পরিবেশে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

৪. সার সংরক্ষণে ও বিতরণে বিসিআইসি'র নিজস্ব মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করা সম্ভব হবে।

৫. সারের গোডাউনে চাহিদা অনুযায়ী ধারণ ক্ষমতা না থাকায় সার খোলা জায়গায় রাখার কারণে সার জমাট বেঁধে যায় এবং আদ্রতার কারণে সারের গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না। নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ সম্ভব হলে গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হবে।

৬. সরকার কর্তৃক দেশের জনগনের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নীতির ওপর জোর দেওয়ার ফলে অধিক খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রচুর পরিমান ইউরিয়া সার বিদেশ হতে আমদানি করার প্রয়োজন হয়। তাই বিদেশ হতে আমদানি করা সার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

৪.৪। প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ পর্যালোচনা

১. প্রকল্পের সকাল নির্মাণ কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিএম-এর মাধ্যমে ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল সেনা কল্যাণ সংস্থাকে। কিন্তু বাস্তবে তৌফিকা ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান ১৩টি সাইটে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করছে। প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক এবং কারিগরি সক্ষমতার অভাবে ১৩টি জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণে প্যারালালি কাজ সম্পাদন করতে পারছে না।

২. সেনা কল্যাণ সংস্থাকে ৭টি সাইট ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে হস্তান্তর করা হলেও তাঁরা প্রতিটি বাফার গোডাউন নির্মাণে বরাদ্দকৃত সময় ১৮ মাস অর্থাৎ ২৭ জুন ২০২০ তারিখের মধ্যে একটি গোডাউনেরও নির্মাণ সমাপ্ত করতে সক্ষম হবে না। যা পরবর্তী মৌসুমে সার ব্যবস্থাপনায় সমস্যার সৃষ্টি করবে।

৩. করোনা ভাইরাসের কারণে নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। সেনা কল্যাণ সংস্থা যদি এখনই যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না করে তবে তারা ১৩টি সাইটের গোডাউন নির্মাণের কাজ ডিসেম্বর ২০২০ সালেও সম্পন্ন করতে পারবে না।

পঞ্চম অধ্যায়
পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৫.১। প্রকল্পের সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সম্পাদনকৃত সকল কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য যে সকল প্রতিবেদন/ডক্যুমেন্ট যাচাই করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

- মূল ডিপিপি;
- আরডিপিপি;
- ডিপিপি প্রণয়ন, দাখিল ও অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যাদি;
- বাৎসরিক অগ্রগতির প্রতিবেদনসমূহ;
- অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় সংক্রান্ত;
- বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা।

৫.১.১। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

যেহেতু চাহিদা মোতাবেক সার সংরক্ষণ এবং দেশের প্রান্তিক কৃষকের মাঝে দ্রুত সার পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি দেশের ৭টি বিভাগের ১৩টি জেলার ১৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে; সেহেতু, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৩টি উপজেলা নির্বাচন কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে সে বিষয়টি যাচাই করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, সার সংরক্ষণ ও বিতরন সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে ০৯/০৮/২০১৫ তারিখে পরিচালক (বাণিজ্যিক), বিসিআইসি-কে চেয়ারম্যান করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৩/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ২য় সভায় ১৩টি জেলায় বাফার গোডাউন নির্মানের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য ৪টি উপ-কমিটি গঠন করে। কমিটির ৩য় সভার প্রতিটি গুদামের জন্য জমির পরিমান ৩.৮ একর নির্দিষ্টকরনের বিষয়টি কমিটিতে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়। নোয়াখালি ও কুষ্টিয়া জেলায় উপযুক্ত জমি না পাওয়ায় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে রাজবাড়ী ও গাইবান্ধা জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বিসিআইসি কর্তৃক ব্যবহৃত বিএডিসির মালিকানাধীন বাফার গোডাউনসমূহের জন্য জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত মাসিক ৪২,০৬,০৬৫/- টাকা হারে ৫,০৪,৭২,৭৮০/- টাকার কৃষি মন্ত্রনালয়ের দাবি পরিশোধ করা হয়েছিল। বিসিআইসি কর্তৃক ব্যবহৃত বিএডিসির মালিকানাধিন ২৪টি বাফার গুদামের স্বাভাবিক ধারন ক্ষমতা ১,৪৩,০০০ মেঃ টন। এ হিসেবে প্রতিটি ১০,০০০ মেঃ টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ১৩টি বফার গোডাউন নির্মাণ করলে বাফার গুদামের আয়ুস্কাল ৫০ বছর বিবেচনায় (৫,০৪,৭২,৭৮০×১৩×১০০০০×৫০)÷ ১৪৩০০০ = ২২৯,৪২,১৩,৬৩৭/-(দুইশত উনত্রিশ কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ তের হাজার ছয়শত সাঁইত্রিশ) টাকা সাশ্রয় হবে। এছাড়া রি-ব্যাগিং সাশ্রয়ে সরাসরি ৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা সাশ্রয় হবে বলে আলোচনাকালে বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করে। কমিটি সার সংরক্ষণ ও বিতরন সুবিধার জন্য নীলফামারী, সুনামগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড়, শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোগঞ্জ, পাবনা, যশোর, বরিশাল, রাজবাড়ি ও গাইবান্ধা জেলায় বাফার গোডাউন নির্মানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে মতামত প্রদান করেছিল।

৫.১.২। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও সময় বৃদ্ধি সংক্রান্ত পর্যালোচনা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) কর্তৃক “সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পটি ৪৮২০৩.৬৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবি ও বিসিআইসি’র অর্থায়ন) জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৮/৩/২০১৭ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন পায়। ৮ মে ২০১৭ তারিখে প্রকল্পটি প্রশাসনিক অনুমোদন পায়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করে ৬০২১৬.০১ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন ১১/১০/২০১৮ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদন পায়।

	মূল অনুমোদিত ব্যয়	সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধন)	বৃদ্ধি
মোট	৪৮২০৩.৬৯	৬০২১৬.০১	২৫%
জিওবি	৩৬১৫২.৭৭	৪৪৫০৬.০১	২৩%
নিজস্ব অর্থ	১২০৫০.৯২	১৫৭১০.০০	৩০%

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৭ সালে শুরু হলেও প্রায় তিন মাস পর একনেক সভায় এবং পাঁচ মাস পর প্রশাসনিক অনুমোদন পায়। এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪ মাস ৮ দিন বিলম্ব হয়। সরকারিভাবে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ভূমি অধিগ্রহণ চলাকালীন এবং সেনা কল্যাণ সংস্থাকে সাইট বুঝিয়ে দেওয়ার আগেই এবং প্রকল্প শেষ হবার প্রায় এক বছর পূর্বেই প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

৫.১.৩। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্ন করণে অনিশ্চয়তা

প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদকাল শেষ হবে জুন ২০২০ সালে। অনুমোদিত মেয়াদকালের ভিতরে কোন নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। অনুমোদিত মেয়াদকালের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। তবে বাফার গোডাউন নির্মাণ কাজ ডিপিপিএম প্রক্রিয়ায় সেনা কল্যান সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদনের করার ফলে উক্ত কাজের ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না।

১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ কাজের জন্য প্রকল্পের পরিচালকের দপ্তর থেকে বিগত ২৭/১২/২০১৮ সালে ১০টি সাইট, ১০-০২-২০১৯ তারিখে ৩টি সাইট এবং ১৯-৬-২০১৯ তারিখে ১টি সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়। প্রতিটি বাফার গোডাউন নির্মাণ কাজ সমাপ্তির জন্য সাইট বুঝিয়ে দেয়ার পর থেকে দেড় বছর সময় নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন কার্যক্রম শেষ করা সম্ভব হয় নাই। নিম্নে প্রতিটি সাইটে বাফার গোডাউন নির্মাণ কাজকে সাইট বুঝিয়ে দেওয়া এবং চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদনের তারিখ এবং বর্তমানে এর বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হলো

নং	জেলা	উপজেলা	বাস্তব অগ্রগতি
১.	পঞ্চগড়	বোদা	৬৭%
২.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদর	৬৫%
৩.	শেরপুর	ঝিনাইগাতী	৪৪%
৪.	গাইবান্ধা	সদর	৪৪%
৫.	যশোর	সদর	৪৩%
৬.	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	৪৩%
৭.	নীলফামারী	সদর	৪০%
৮.	কিশোরগঞ্জ	সদর	৩৩%
৯.	পাবনা	বেড়া	৩৩%
১০.	নেত্রকোনা	সদর	২৩%
১১.	গোপালগঞ্জ	সদর	১৮%
১২.	বরিশাল	সদর	১৬%
১৩.	সুনামগঞ্জ	সদর	১০%

বর্তমানে ১৩টি সাইটে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ১৩টি সাইটের নির্মাণ কাজের সার্বিক অগ্রগতি: নীলফামারী-৪১%, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৬৮%, পঞ্চগড়-৭০%, শেরপুর-৪৫%, নেত্রকোনা-২৪%, কিশোরগঞ্জ-৩৪%, পাবনা-৩৪%, যশোর-৪৫%, গাইবান্ধা-৪৫%, রাজবাড়ী-৪০% , সুনামগঞ্জ-১০%, গোপালগঞ্জ-১৯% ও বরিশাল-১৭%। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সেনা কল্যাণ সংস্থাকে সর্বমোট ১০৬,৬৫,০১,৩৪৬/-(একশত ছয় কোটি পয়ষট্টি লক্ষ এক হাজার তিনশত ছেচল্লিশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদকাল শেষ পর্যায়ে থাকলেও ৪টি সাইটের অগ্রগতি ২৫% এর কম, ৭টি সাইটের অগ্রগতি ৫০% এর কম এবং ২টি সাইটের অগ্রগতি ৫০% এর বেশি।

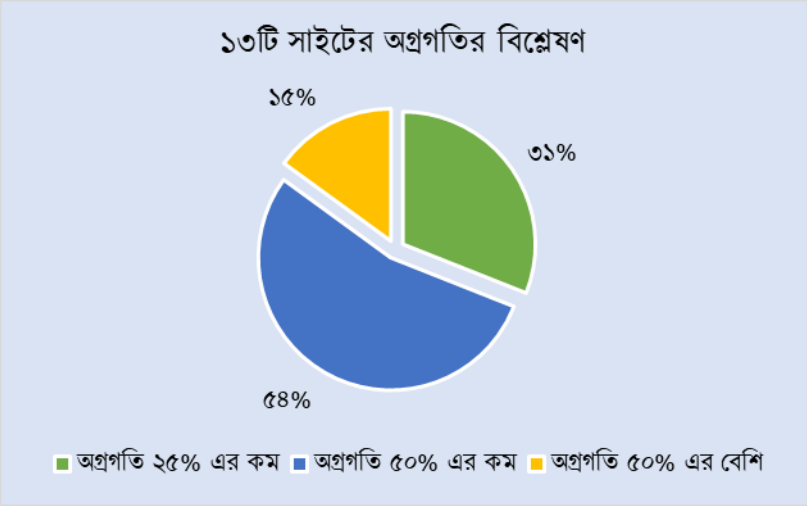

দেশের সারের মজুদ সুনিশ্চিত করে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে "সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (সংশোধিত)" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির লক্ষ্যে ডিপিপিএম পধতিতে কাজটি সেনা কল্যাণ সংস্থাকে দেয়া হয়। তা সত্বেও সময়মত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বলে।

৫.১.৪। ডিপিপির তুলনায় নির্মাণ কাজে ব্যয় বৃদ্ধির হার

প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা ছিল ৩৬৬১২.৯৭ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে পিডব্লিউডি রেট শিডিউল ২০১৮ ভিত্তিতে ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯৪৭৫.৯৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে ৭% ব্যয় বৃদ্ধি হয়।

বিবরণ	পরিমাণ	মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	বৃদ্ধি
১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ	২০৬০১৮ বর্গমিঃ	৩৬৬১২.৯৭ লক্ষ টাকা	৩৯৪৭৫.৯৬ লক্ষ টাকা	৭%

প্রকল্পের মূল ডিপিপি গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট শিডিউল ২০১৪ অনুযায়ী প্রাক্কলন করা হয়েছিল। ডিপিপির ১ম সংশোধনের সময় গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট শিডিউল ২০১৮ অনুযায়ী লেবার রেট এবং ষ্টীল এর দর গ্রহণ করে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা সম্ভব ছিল না। ডিপিপির ১ম সংশোধন গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট শিডিউল ২০১৮, এমইএস রেট শিডিউল ২০১৮, নির্মাণ সামগ্রীর (লেবার ও ষ্টীল) প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী অনুমোদন করা হয়।

৫.১.৫। ডিপিপি নির্মাণে সংক্রান্ত প্যাকেজে প্রকল্প মেয়াদ থেকে বেশি সময় নির্ধারণ

বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্পের ১৩টি সাইটের মধ্যে ৩টি সাইটের (গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল) কাজ সমাপ্তির জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে প্রকল্প মেয়াদ জুন ২০২০ এর পর। যা অনুমোদিত প্রকল্প দলিলে উল্লেখিত ক্রয় পরিকল্পনার ব্যত্যয়।

সারণী ৫.২ প্যাকেজ ও কাজ সমাপ্তির তারিখ

নং	জেলা	সাইট বুঝিয়ে দেওয়ার তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ হতে অতিক্রান্ত সময়
১.	গোপালগঞ্জ	১০-০২-২০১৯	১০-০৮-২০২০	১ মাস ১০ দিন

নং	জেলা	সাইট বুঝিয়ে দেওয়ার তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ হতে অতিক্রান্ত সময়
২.	সুনামগঞ্জ	১০-০২-২০১৯	১০-০৮-২০২০	১ মাস ১০ দিন
৩.	বরিশাল	১৯-০৬-২০১৯	১৯-১২-২০২০	৫ মাস ১৯ দিন

১০টি জেলায় প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য তারিখের আগেই চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এবং বরিশাল জেলায় চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদনের তারিখ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ হতে বেশী হওয়ায় প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। যদিও ডিপিপিতে প্রতিটি সাইটে নির্মাণ কাজ সম্পাদনের জন্য এক বছর ছয় মাস সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল, তবে প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদনের তারিখ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য তারিখের মধ্যেই নির্ধারণ করা হলে ভাল হতো।

৫.১.৬। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা

সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় প্রস্তাবিত গুদাম নির্মাণ স্থলের যোগাযোগ ব্যবস্থা, জমির মূল্য, গুদাম নির্মাণের আয় ও ব্যয়ের বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে গোডাউন এর যোগাযোগ ব্যবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

নং	জেলা	সড়ক পথে যোগাযোগ	রেল পথে যোগাযোগ	নদী পথে যোগাযোগ
১.	নীলফামারী	আছে	আছে	নাই
২.	সুনামগঞ্জ	আছে	নাই	১.৫ কিমি দূরে নদী অবস্থিত
৩.	গোপালগঞ্জ	আছে	নাই	নাই
৪.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	আছে	আছে	নাই
৫.	পঞ্চগড়	আছে	নাই	নাই
৬.	শেরপুর	আছে	নাই	নাই
৭.	নেত্রকোনা	আছে	নাই	নাই
৮.	কিশোরগঞ্জ	আছে	নাই	নাই
৯.	পাবনা	আছে	নাই	নাই
১০.	যশোর	আছে	নাই	নাই
১১.	বরিশাল	এ্যাপ্রোচ রোড প্রয়োজন হবে	নাই	আছে
১২.	রাজবাড়ী	আছে	আছে	আছে
১৩.	গাইবান্ধা	আছে	আছে	আছে

৫.১.৭। ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতের পূর্বে ১৩টি জেলার প্রশাসন থেকে নির্বাচিত জমির দাগ, নকশা ও মূল্য সংগ্রহ করা হয়। সেই ভিত্তিতে নির্বাচিত জমির মূল্য বিবেচনা করে মূল ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্তৃক "সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক বিগত ২৮-০৩-২০১৭ তারিখে অনুমোদন করা হয়। অতঃপর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম শুরু করার জন্য যাবতীয় ডকুমেন্টস সহ প্রকল্পের পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব জেলা প্রশাসন বরাবর প্রেরণ করা হয়। জেলা প্রশাসন ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম শুরু করে এবং সর্বশেষ কার্যক্রম হিসেবে জমির মূল্য বাবদ চাহিদা পত্র প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করে। সময়ের ব্যবধানের কারণে এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল সংশোধন করায় অধিগ্রহণের আওতাভুক্ত জমির বাজার মূল্যের অতিরিক্ত ২০০% বেশী প্রদান করার বিষয়ে গেজেট প্রকাশিত হওয়ায় (যা ২১ শে সেপ্টেম্বর

২০১৭ খ্রি.হতে কার্যকর হয়েছে) জমির মূল্যের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়েছে। এক্ষেত্রে জমির মূল্য মূল ডিপিপি থেকে ৯১% বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিবরণ	মূল ডিপিপি অনুযায়ী		১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী		বৃদ্ধি
	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	
ভূমি অধিগ্রহণ	৫২ একর	৭০৬৪.৬৮	৫০.৯০৮ একর	১৩৪৯০.১৮	৯১%

প্রকল্পের জন্য দেশের ১৩টি জেলায় বাফার গুদাম নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে করা হয়েছে। জমির মূল্য বাবদ ডিপিপিতে এ খাতে অনুমোদিত অর্থের তথ্য নিম্নে ছকে সন্নিবেশিত করা হলোঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	প্রস্তাবিত জমির পরিমান (একর)	সংশোধিত জমির পরিমান(একর)	ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ডিপিপিতে অনুমোদিত বাজেটের পরিমান (লক্ষ টাকায়)	ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত নিমিত্ত বর্তমান জমির মূল্য ক্ষতিপূরণসহ (লক্ষ টাকায়)
১.	নীলফামারী	৩.৮০	৩.৮০	১৮৭.৫৮	৫৩০.৬৭
২.	সুনামড়ঞ্জ	৩.৮০	৩.৮০	৯০.৫৫	৪৩৮.৫২
৩.	গোপালগঞ্জ	৩.৮০	৩.৮০	৫৬৫.২৬	১০৯৪.৪০
৪.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩.৯২২৫	৩.৯২	৩৬০.০৯	৬৪৯.৩৫
৫.	পঞ্চগড়	৩.৯১৮	৩.৯১৮	১৫০০.০০	৬৯১.৪
৬.	শেরপুর	৩.৮০	৩.৮০	৫৮৫.২৮	৫৪৮.৬৮
৭.	নেত্রকোনা	৪.৪৪০	৪.৪৪০	৬০৬.২৩	১০৮২.৬১
৮.	কিশোরগঞ্জ	৩.৮০	৩.৮০	১৬৭.৫৪	৪৮২.২৩
৯.					
১০.	পাবনা	৩.৮০	৩.৮০	১৮৪.৬৫	৬৪৫.৩১
১১.	যশোর	৩.৮০	৩.৮০	২১৮.৯৯	৯৩১.৩১
১২.	বরিশাল	৫.০৪	৪.২৫	২৩৯৪.৫৫	৫৩৪৪.২৯
১৩.	রাজবাড়ি	৩.৮০	৩.৮০	৯৪.০০	২২৬.৮৫
১৪.	গাইবান্ধা	৪.২৮	৩.৯৮	১০৯.৯৭	৮২৪.৫৬
সর্বমোট=		৫২.০০০৫	৫০.৯০৮	৭০৬৪.৬৮	১৩৪৯০.১৮

পঞ্চগড় এবং শেরপুরে ডিপিপিতে বরাদ্দের চেয়ে কম মূল্যে ভূমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। বরিশালে সর্বোচ্চ ৫৩.৪৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যেখানে ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ২৩.৯৪ কোটি টাকা। পঞ্জগড়, নীলফামারী এবং শেরপুর জেলায় ৩ ধারা জারির ফলে অন্যান্য জেলার থেকে কম মূল্যে ভূমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। বরিশাল জেলায় পূর্ব নির্ধারিত ভূমি পরিবর্তন করার ফলে ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ডিপিপিতে অনুমোদিত বাজেটের পরিমানের চেয়ে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা বেশী প্রদানের প্রয়োজন পড়ে। মূল ডিপিপিতে ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ৭০,৬৪,৬৮,০০০ টাকা বরাদ্দ থাকলেও চূড়ান্ত ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ১৩৪,৯০,১৮,৩৭৪ টাকা প্রয়োজন পড়ে। প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতায় ৩ধারা জারির মাধ্যমে যদি সকল জেলায় যথাসময়ে ভূমি অধিগ্রহণ সম্ভব হতো তবে ভূমি অধিগ্রহণের মূল্য কম পরিশোধের প্রয়োজন হতো। মূল ডিপিপিতে ১৩টি জেলায় জমি অধিগ্রহনে মোট বরাদ্দ ছিল ৭০৬৪.৬৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু এ খাতে বর্তমানে পরিশোধিত মূল্য দাড়িয়েছে ১৩৪৯০.১৮ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় ১.৯১ গুন বেশি। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জমির মূল্য সর্বানিম্ন ১.৭৯ গুন হতে সর্বোচ্চ ৭.৫৬ গুন বেড়েছে। সময়ের ব্যবধানের কারণে এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল সংশোধন করায় অধিগ্রহণের আওতাভুক্ত জমির বাজার মূল্যের অতিরিক্ত ২০০% বেশী প্রদান করার বিষয়ে গেজেট প্রকাশিত হওয়ায় (২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রি.হতে কার্যকর) জমির মূল্যের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল।

নামজারীর বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, গোডাউন নির্মানের জন্য ইতিমধ্যে ১৩টি জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহায়তা জমির দখল বুঝে নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৫টি জেলার জমির গেজেট হয়েছে এবং নামজারী প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পরবর্তীতে অন্যান্য জমিগুলো গেজেট হওয়ার পর নামজারী করতে হবে। নামজারী করতে গিয়ে দেখা যায় যে, এ জন্য খতিয়ান উত্তোলন, ভূমি উন্নয়ন কর ও নামজারী ফি প্রদান করতে হয়। অনুমোদিত ১ম সংশোধনীতে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। এজন্য প্রতিটি সাইটে আনুমানিক ২০,০০০ টাকা করে ১৩টি সাইটের জন্য মোট ২০,০০০×১৩ = ২.৬০ লক্ষ টাকা ২য় সংশোধনীতে সংস্থানের ব্যবস্থা রাখা হবে বলে জানা যায়।

৫.১.৮। ডিপিপিএম প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম

অনুমোদিত মূল ডিপিপিতে গোডাউন নির্মাণ কাজটি পিডব্লিউডি-এর মাধ্যমে ওটিএম-এ ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে সম্পাদনের কথা উল্লেখ ছিল। "সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণ" প্রকল্পটির সফল ও দ্রুত বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে গোডাউন নির্মাণ কাজ সেনা কল্যাণ সংস্থার মাধ্যমে করার জন্য বিসিআইসি ও শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে লক্ষ্যে ২৩-৮-২০১৭ সালে পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ১৩-০৯-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় বিসিআইসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণ কাজ সম্পাদনের জন্য পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ৬৮ (১) অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় জরুরী প্রয়োজনে জনস্বার্থে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণের প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে সর্বসম্মতভাবে সুপারিশ করা হয়।

৫.১.৯। নির্মাণ কার্যক্রম সেনা কল্যাণ সংস্থার একক সাপ্লায়ারের মাধ্যমে তদারকি

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বিবেচনায় দ্রুত কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ডিপিএম-এর মাধ্যমে সেনা কল্যাণ সংস্থাকে কার্যাদেশ প্রদান করলেও বাস্তবে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান তৌফিকা ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড এর মাধ্যমে কাজটি সম্পাদিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক এবং কারিগরি সক্ষমতার অভাবে ১৩টি জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণে প্যারালালি কাজ সম্পাদন করতে পারছে না। উপরন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। ফলে সেনা কল্যাণ সংস্থাকে ৭টি সাইট ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে হস্তান্তর করা হলেও তাঁরা প্রতিটি বাফার গোডাউন নির্মাণে বরাদ্দকৃত সময় ১৮ মাস অর্থাৎ ২৭ জুন ২০২০ তারিখের মধ্যে একটি গোডাউনেরও নির্মাণ সমাপ্ত করতে সক্ষম হবে না। যা পরবর্তী মৌসুমে সার সরবরাহে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করবে। সেনা কল্যাণ সংস্থা যদি এখনই যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না করে তবে তারা ১৩টি সাইটের গোডাউন নির্মাণের কাজ ডিসেম্বর ২০২০ সালেও সম্পন্ন করতে পারবে না। নিম্নে সেনা কল্যাণ সংস্থার সাথে তৌফিকা ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড এর চুক্তির কিছু অংশ তুলে ধরা হল

1. It is for your kind information that Sena Kalyan Sangstha (SKS) will carry out the subject mention construction work under the terms and conditions mentioned in references. SKS has selected Taufika Engineering Limited (VAT Reg no 18131073929) (TIN no 655655159567) as supplier of different kinds of construction materials and labour to commence and complete the said project.

For Taufika Engineering Limited only You are requested to take over the construction sites accordingly to commence and complete on behalf of SKS and issue certificate of taking over to SKS.

৫.১.১০। কম জনবলের মাধ্যমে নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনা

প্রতিটি সাইটে সমভাবে জনবল ও আর্থিক ব্যয় করা সম্ভব না হওয়ার কারণে কাজের অগ্রগতি বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে লোকবল বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং পর্যাপ্ত মালামাল সরবরাহ ও মজুদ না থাকায় সকল সাইটের নির্মাণ কাজের গতি বৃদ্ধি করে নির্ধারিত সময়ে গুণগত মান বজায় রেখে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার জন্য সেনা কল্যাণ সংস্থার কাছে অনুরোধ করা হয়।

বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান বিগত ৬-৩-২০২০ খ্রি. তারিখে গোপালগঞ্জ সাইট ও বিগত ৭-৩-২০২০ খ্রি. তারিখে যশোর সাইট পরিদর্শন করেন এবং নির্মাণ কাজের ধীর গতি পরিলক্ষিত করে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি যশোর সাইটের মূল গোডাউনের ষ্টীল কাঠামোর বিভিন্ন মালামাল সাইটে এনে দ্রুত ইরেকশন কাজ শুরু করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন কিন্তু অদ্যবধি তা করা হয়নি।

৫.১.১১। ফুটিং ফাউন্ডেশন এর পরিবর্তে পাইল ফাউন্ডেশন করা

মেইন গোডাউনের ফাউন্ডেশনের কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, যে লেভেলে ফুটিং ডিজাইন করা হয়েছে মাটি ভেঙ্গে পড়ার কারণে সে লেভেলে ফুটিং নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কনসালটেন্ট ফুটিং ফাউন্ডেশন এর পরিবর্তে পাইল ফাউন্ডেশন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে **Variation Order** জারি করা হয়। আগে পাইল ফাউন্ডেশন এর ডিজাইন প্রাক্কলন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

৫.১.১২। CPM এর ব্যবহার

প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকালের মধ্যে সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য Critical Path Method প্রকল্প ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমানে CPM ব্যবহার করা হলেও এটি ব্যবহার করে নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। আর্থিক বরাদ্দ, সময় এবং কাজের গুরুত্ব নির্ধারণ পূর্বক সামগ্রিক ভাবে সমন্বয় করে উক্ত প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য CPM অনুযায়ী কাজ করা বাঞ্চনীয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত Work Breakdown Structure ও CPM এর Time Frame এর যথাযথ অনুসরণের বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫.১.১৩। সোশ্যাল মিডিয়ায় সংরক্ষিত গ্রুপে নিয়মিত মনিটরিং

সাইটে নিয়োজিত প্রকৌশলির মাধ্যমে নিয়মিত সুপারভিশনের পাশাপাশি প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, বিসিআইসি, কনসালটেন্ট, আইএমইডি, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্টরা ফেইসবুক গ্রুপ "13 Buffer Godown Nirman Project" এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সকল সাইটের কাজ মনিটরিং করেন। ফলে ঢালাই, রড বাধাই, কিউরিং এর কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত প্রকৌশলী ছাড়াও প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা সহজেই দেখতে পাচ্ছেন। কোন কিছু পরিবর্তন করারা প্রয়োজন হলে তারা সহজেই মতামত দিতে পারছেন।

৫.১.১৪। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র

প্রতিটি গোডাউনে ১০০কিলোওয়াট এর স্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ অফিসে যোগাযোগ করা হলে বিদ্যুৎ অফিস থেকে পরিবশে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র চাওয়া হয়। পরবর্তীতে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার আবেদন করা হয়। সংশ্লিষ্ট পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে জানানো হয় যে, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নিতে আনুমানিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ফি জমা প্রদান করতে হবে। অনুমোদিত ১ম সংশোধনীতে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। এজন্য প্রতিটি সাইটে আনুমানিক ১.০০ লক্ষ টাকা করে ১৩টি সাইটের জন্য মোট ১,০০×১৩=১৩.০০ লক্ষ টাকা ২য় সংশোধনীতে সংস্থানের ব্যবস্থা রাখা হবে বলে জানা যায়।

৫.১.১৫। ফায়ার সেফটির ব্যবস্থা

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ছাড়পত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করা হয়েছে। ফায়ার সেফটি হিসাবে গোডাউনে ৩০টি CO_2, ৭০টি DCP, ৫টি ফোম এস্টিংগুইসার মজুদ থাকলে ৫,০০০/- ফি দিয়ে ছাড়পত্র গ্রহণ করা যাবে। অনুমানিক ৫.৩ লক্ষ টাকা করে ১৩টি সাইটের জন্য মোট ৫.৩×১৩=৬৮.৯০ লক্ষ টাকা ২য় সংশোধনীতে সংস্থানের ব্যবস্থা রাখা হবে বলে জানা যায়।

৫.১.১৬। করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রকল্প কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হওয়ার আশংকা

করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রকল্পের সকল সাইটের নির্মাণ কাজ ২০ মার্চ ২০২০ থেকে বন্ধ রয়েছে। এটি অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রত্যেক সাইটের নির্মাণ কাজ পুনরায় শুরু করার জন্য সেনা কল্যাণ সংস্থাকে অনুরোধ করা হয় এবং সেনা কল্যাণ সংস্থা ০৩-০৫-২০২০ খি. তারিখে প্রকল্পের পঞ্চগড় ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সাইটের নির্মাণ কাজ সীমিত আকারে শুরু করে । উল্লেখ্য যে, করোনার প্রভাবে প্রকল্পের নির্মাণ কাজের সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ ৩(তিন) মাস পিছিয়ে যেতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

৫.১.১৭। প্রকল্পের নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান যাচাই

ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পে, নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান যাচাইকরণ আবশ্যিক পালনীয় কার্যক্রম। নির্মাণ সামগ্রীর মান বজায় রাখতে হলে নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি টেস্ট ফলাফল ষ্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু হতে যেন কম না হয় এ বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্মাণ সামগ্রীর টেস্ট করা হয়েছে। এই প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ প্রধানত এলজিইডি, বুয়েট, এমআইএসটি এবং স্থানীয় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট কর্তৃক নির্মাণ সামগ্রীর পরীক্ষাসমূহ সম্পন্ন করছেন। নিম্নের টেবিলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সাইটের নমুনার বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে।

সারণী ৫.৩ চাপাইনবাবগঞ্জ সাইটের নমুনার ফলাফল বিশ্লেষণ

Sl. No	Component	Item No.	Various Stage	As Per Specification	Unit	Test Result	Remarks
	Godown	1	Pile Cap/ Footing	3500	Psi	3,880.00	LGED
		2	Short Column	3500	Psi	3,969.00	LGED
		3	Grade Beam	3500	Psi	3,850.00	LGED
		4	Shaft	50	Ksi	79.50	BUET
		5	Anchor bolt	36	Ksi	49.30	BUET
		6	Steel Plate	50	Ksi	77.20	BUET
		7	Purlin	50	Ksi	79.50	BUET
		8	Nut-Bolt	160	KN	232.00	BUET
		9	Roof Sheet Thickness	0.5	mm	0.53	BUET
		10	Roof Sheet GSM	150	GSM	163.00	BUET
		11	Roof Sheet Tesile Strength	50	ksi	82.20	BUET
	Office Building	1	Pile Cap/ Footing	3500	Psi	3,790.00	LGED
		2	Short Column	3500	Psi	3,850.00	LGED
		3	Grade Beam	3500	Psi	3,697.00	LGED
		4	Ground Floor	3000	Psi	3,283.00	LGED
		5	Long Column (Gr. Floor)	3500	Psi	3,850.00	LGED
		6	Slab & Beam (Gr. Floor Roof)	3000	Psi	3,700.00	LGED
		7	Long Column (1st. Floor)	3500	Psi	3,820.00	LGED
		8	Slab & Beam (1st. Floor Roof)	3000	Psi	3,223.00	LGED
		1	Grade Beam	3500	Psi	3,826.00	LGED
		2	Ground Floor	3000	Psi	3,223.00	LGED
		3	Long Column	3500	Psi	3,790.00	LGED
		4	Slab & Beam (Roof)	3000	Psi	3,283.00	LGED
04	Sub Station Building	1	Footing	3500	Psi	3,921.00	LGED
		2	Short Column	3500	Psi	3,850.00	LGED

		3	Grade Beam	3000	Psi	3,283.00	LGED
		4	Ground Floor	3000	Psi	3,283.00	LGED
		5	Long Column	3500	Psi	3,921.00	LGED
		6	Slab & Beam (Roof)	3000	Psi	3,253.00	LGED
05	Boundary Wall	1	Boundary Pile	3500	Psi	3,802.00	LGED
		2	Footing	3500	Psi	3,850.00	LGED
06	Others Test	1	Cement (Initial Setting Time)	Not less than 40min	Min.	113.00	MIST
		2	Cement (Final Setting Time)	Not more than 480min	Min.	210.00	MIST
		3	Cement (Compressive Strength)	3625	Psi		MIST
		4	Rod (Yield & Ultimate Strength)	72	ksi	97.80	MIST
		5	Bend Test	Satisfactory		1.51 OK	MIST
		6	Fine Sand FM	1.20-1.50	FM		LGED
		7	Coarse Sand FM	2.20-2.50	FM	2.51	LGED
		8	Stone (Gradation)	90-100		90-100	LGED
		9	Brick (Crushing Strength)	2500	Psi	2,570.00	LGED
		10	Field Dencity Test (Relative Compaction)	95%		107.96%	BUET
		11	Field Test (Sand Compaction)	95%		Avg. 95%	LGED

নিম্নের টেবিলে পঞ্চগড় সাইটের নমুনার বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে।

সারণী ৫.৪ পঞ্চগড় সাইটের নমুনার ফলাফল বিশ্লেষণ

Sl. No	Component	No	Various Stage	As Per Specification	Unit	Test Result	Remarks
	Godown	1	Pile Cap/ Footing	3500	Psi	3,645.08	DPI
		2	Short Column	3500	Psi	3,595.62	DPI
		3	Tie Beam	3000	Psi	3,271.77	LGED
		4	Grade Beam	3500	Psi	3,472.88	21 days, DPI
		5	Shaft	50	Ksi	79.00	BUET
		6	Anchor bolt	36	Ksi	53.65	BUET
		7	Steel Plate	50	Ksi	77.20	BUET
		8	Purlin	50	Ksi	79.50	BUET
		9	Nut-Bolt	160	KN	232.00	BUET
		10	Roof Sheet Thickness	0.5	mm	0.53	BUET

		11	Roof Sheet GSM	150	GSM	163.00	BUET
		12	Roof Sheet Tesile Strength	50	ksi	82.20	BUET
		1	Pile Cap/ Footing	3500	Psi	3,541.34	DPI
		2	Short Column	3500	Psi	3,259.02	21 days, DPI
		3	Grade Beam	3500	Psi	2,132.72	14 days, DPI
		4	Long Column (Gr. Floor)	3500	Psi	2,469.98	7 days, DPI
		5	Slab & Beam (Gr. Floor Roof)	3000	Psi	2,880.26	14 days, DPI
		6	Long Column (1st. Floor)	3500	Psi	2,864.63	07 days, DPI
03	Ansar Building	1	Footing	3500	Psi	3,621.02	DPI
		2	Short Column	3500	Psi	3,583.80	DPI
		3	Grade Beam	3500	Psi	3,709.72	DPI
		4	Ground Floor	3000	Psi	2,722.09	14 days, DPI
		5	Long Column	3500	Psi	3,714.29	DPI
		6	Slab & Beam (Roof)	3000	Psi	2,796.94	14 days, LGED
04	Sub Station Building	1	Footing	3500	Psi	3,742.46	DPI
		2	Short Column	3500	Psi	3,646.06	DPI
		3	Grade Beam	3000	Psi	3,159.13	DPI
		4	Long Column	3500	Psi	3,764.18	DPI
		5	Slab & Beam (Roof)	3000	Psi	3,134.15	DPI
05	Boundary Wall	1	Boundary Pile	3500	Psi	4,561.33	DPI
		2	Short Column	3500	Psi	3,425.39	14 days, DPI
		3	Grade Beam	3500	Psi	2,538.51	7 days, DPI
		1	Rod (Yield & Ultimate Strength)	72	ksi	89.90	BUET
		2	Bend Test	Satisfactory		ok	MIST
		3	Viti Sand FM	0.8	FM	0.83	LGED
		4	Fine Sand FM	1.20-1.50	FM	1.51	LGED
		5	Coarse Sand FM	2.20-2.50	FM	2.52	LGED
		6	Stone (Gradation)	90-100		90-100	LGED
		7	Brick (Crushing Strength)	2500		2,573.00	LGED
		8	Brick (Absorption)	15%		14.10%	LGED
		9	Field Density Test (Relative Compaction)	95%		102.43%	BUET
		10	Field Test (Sand Compaction)	95%		Avg. 95%	LGED

01. Perchentage strength of concrete at various ages:

16% of 1 days, 40% of 3 days, 65 % of 7 days, 90% of 14days, 99% of 28 days.

02. PCC (Cement) As Per ASTM C-595

3 days = 1885 psi, 7 days = 2800 psi, 28 days= 3625 Psi

৫.১.১৮। প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন

	নীলফামারী	সুনামগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	পঞ্চগড়	শেরপুর	নেত্রকোনা	কিশোরগঞ্জ	পাবনা	যশোর	বরিশাল	রাজবাড়ী	গাইবান্ধা
আবর্তক ব্যয়	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬	১০৪.০৪৬
বাফার গোডাউন নির্মাণ	২৭১৭.৪১	৩০০৭.৪১	৩২৩৮.৮৪	২৭৫৪.৫৭	২৭৪৯.৫৪	২৯৯৯.১	৩০০৫.৭৭	৩১৯৬.৮৪	৩২২৪.৬	২৭০৩.৭৮	৩৮০৬	৩২৭০.২	২৮০১.৮৭
সাইট অফিস নির্মাণ ও লিয়াজোঁ অফিস ডেকোরেশন	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২	৪.৬২
কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ (লিয়োজঁ, সাইট অফিস)	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭	২.২৭
অফিস সরঞ্জাম ও ফার্নিচার (লিয়াজোঁ ও সাইট অফিস)	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১	৭.৩১
ভূমি অধিগ্রহণ	৫৩০.৬৭	৪৩৮.৫২	১০৯৪.৪	৬৪৯.৩৫	৬৯১.৪	৫৪৮.৬৮	১০৮২.৬১	৪৮২.২৩	৬৪৫.৩১	৯৩১.৩১	৫৩৪৪.৩	২২৬.৮৫	৮২৪.৫৬
মোট=	৩৩৬৬.৩২	৩৫৬৪.১৭	৪৪৫১.৪৮	৩৫২২.১৬	৩৫৫৯.১৮	৩৬৬৬.০৫	৪২০৬.৬২	৩৭৯৭.৩১	৩৯৮৮.১৩	৩৭৫৩.৩৩	৯২৬৮.৫২	৩৬১৫.৩২	৩৭৪৪.৬৭
ফিজিক্যাল ও প্রাইস কনটেনজেন্সি	৩৫১.৩৬	৩৭৪.৪২	৪৬৯.১৮	৩৬৫.৮৫	৩৭১.০২	৩৮৪.৫১	৩৮৭.৭৩	৪০৪.২৮	৪২২.৯৯	৩৮৯.৮৩	৯৬২.১৭	৩৮৭.১০	৩৯১.২৯
সর্বমোট=	৩৭১৭.৬৮	৩৯৩৮.৫৯	৪৯২০.৬৬	৩৮৮৮.০১	৩৯৩০.১৯	৪০৫০.৫৬	৪৬৪৫.৩৫	৪২০১.৫৯	৪৪১১.১২	৪১৪৩.১৬	১০২৩০.৭	৪০০২.৪২	৪১৩৫.৯৬

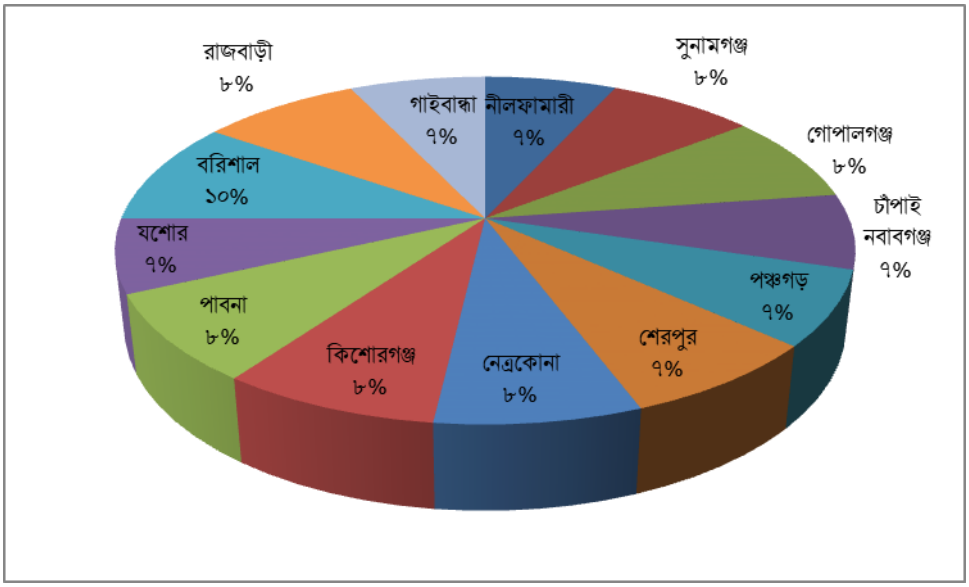

গ্রাফ ৫.২: বাফার গোডাউন নির্মাণে ব্যয়

বাফার গোডাউন নির্মাণে মোট ব্যয় হবে ৩৯৪.৭৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতিটি সাইটে গোডাউন নির্মানে প্রায় ৭.৬৯% ব্যয় হওয়ার কথা। কিন্তু বরিশালে সর্বোচ্চ ১০% ব্যয় হচ্ছে। অন্যদিকে সুনামগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, রাজবাড়ী এবং পাবনায় ৮% ব্যয় হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সুপারিশ ও উপসংহার

৬.১ সুপারিশ

১. নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য প্রতিটি সাইটের জন্য একটি সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং এবং ১৩টি জেলায় বাফার গোডাউন নির্মাণে প্যারালালি কাজ সম্পাদন করতে হবে;

২. সুনামগঞ্জ জেলায় জমি অধিগ্রহণ করা নিয়ে স্থানীয় জনগণ মহামান্য হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছে যা বর্তমানে চলমান আছে। অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত মামলাটি অতি দ্রুত সমাধান করা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৩. পঞ্চগড় এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বাফার গোডাউন ছাড়া বাকী ১১টি বাফার গোডাউন সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত বাস্তবায়ন করতে হলে সেনা কল্যাণ সংস্থাকে প্রতিটি সাইটের বিভিন্ন নির্মাণ কাজে প্রয়োজনমত নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ করে বিভিন্ন কাজ প্যারালালি অতি দ্রুত সম্পাদন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৪. সেনা কল্যাণ সংস্থাকে ডিপিএম-এর মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগের সুফল পাওয়ার জন্য প্রতিটি সাইটে একাধিক সাপ্লায়ারের মাধ্যমে যথাসময়ে নির্মাণ কাজ সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; ঠিকাদার কর্তৃক নির্মাণ কাজ যথাসময়ে কাজ শেষ করার লক্ষ্যে 'Standard Tender Document' অনুসারে 'Liquidated Damages' আদায়ের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে;

৫. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে সাইটের সকল ধরনের নির্মাণ কাজ চুক্তিতে উল্লেখিত সময় সীমার ভিতরে সম্পন্ন করে বিদ্যুত সংযোগের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিতে হবে;

৬. নিয়মিত বিরতিতে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুণগত মান যাচাই করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

৭. নির্মাণ কাজের জন্য বিভিন্ন ধরণের টেস্টের রিপোর্টগুলো যথাযথভাবে সাইটে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

৮. ভবিষ্যতে প্রকল্পের সংশোধনের সময় ইতোমধ্যে সম্পাদিত চুক্তির রেট শিডিউল পরিবর্তন বা সংশোধন করে যেন ব্যয় বৃদ্ধি না করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে;

৯. প্রতিটি বাফার গোডাউনে সার সরবরাহ, মজুত এবং বিতরণের তথ্য বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের একটি সেন্ট্রাল এমআইএস ডাটাবেইজে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১০. সর্বোচ্চ চাহিদার মৌসুমে সুষ্ঠ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য গ্রাম পর্যায়ে কৃষকদের হাতে সার পৌছে দেয়ার জন্য এবং নিরাপদে ইউরিয়া সার সংরক্ষণের জন্য অতি দ্রুত সাইটে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল নিয়োগ করে নির্মাণ কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৬.২ উপসংহার

শিল্প মণ্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য "সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। সারের মজুদ বৃদ্ধি, সুষ্ঠভাবে সার সংরক্ষণ ও বিতরণ এবং ডিলারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কৃষকের কাছে সার পৌছানোর উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় ১৩টি জেলায় একটি করে ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/ সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্যক্রম ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশণ, গুণগতমান এবং পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/ যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে বা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা; অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে সম্পাদিত ও চলমান ভৌত কাজসমূহ পরিদর্শন ও নির্মাণ কাজের গুণগত মান যাচাই; প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব প্রকল্পের অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধি ও সময় বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়াদি কারণসহ বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশের আলোকে প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হলে দেশের চাহিদা মাফিক ১৩টি জেলায় বাফার গোডাউন নির্মাণ করে সুষম ও সুষ্টভাবে সার সংরক্ষণ এবং প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে সার বিতরণ করে কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

সংযুক্তি-১

বর্তমানে বিসিআইসি কর্তৃক পরিচালিত বাফার গোডাউনসমূহ

ক্রঃ নং	বিভাগ	জেলা	বাফার গোডাউনের অবস্থান
১.	রংপুর	কুড়িগ্রাম	সদর
২.	রংপুর	ঠাকুরগাও	শিবগঞ্জ
৩.	রংপুর	গাইবান্ধা	সদর
৪.	রংপুর	রংপুর	আলম নগর
৫.	রংপুর	লালমনিরহাট	মহেন্দ্রনগর
৬.	রংপুর	দিনাজপুর	পুলহাট
৭.	রংপুর	দিনাজপুর	পার্বতীপুর
৮.	রংপুর	দিনাজপুর	বিরামপুর
৯.	রংপুর	জয়পুরহাট	সিও কলোনী
১০.	রাজশাহী	বগুড়া	সদর
১১.	রাজশাহী	বগুড়া	সান্তাহার
১২.	রাজশাহী	রাজশাহী	শিরোইল
১৩.	রাজশাহী	নাটোর	রেইলগেট
১৪.	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর
১৫.	খুলনা	ঝিনাইদাহ	কালিগঞ্জ
১৬.	খুলনা	যশোর	খোলাডাংগা
১৭.	খুলনা	খুলনা	শিরোমনি
১৮.	বরিশাল	বরিশাল	বন্দর রোড
১৯.	বরিশাল	ভোলা	সদর
২০.	বরিশাল	পটুয়াখালী	সদর
২১.	ঢাকা	মাদারীপুর	রাজৈর
২২.	ঢাকা	ফরিদপুর	টেপাখোলা
২৩.	ঢাকা	টাংগাইল	টাংগাইল রোড
২৪.	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	শম্ভুগঞ্জ
২৫.	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কালুরঘাট শিল্প এলাকা

সংযুক্তি-২

নির্মিত বাফার গোডাউনের ভূমির অবস্থান

পঞ্চগড় বাফার গুদামের ভূমির অবস্থান

প্রকল্প সাইটের অবস্থান	:	পঞ্চগড় শহরের প্রবেশ থেকে ১.৫ কিঃমিঃ দূরে ঢাকা-পঞ্চগড় মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে।
মৌজা	:	আরাজিগাইঘাটা
জমির মালিকানার ধরন/প্রকৃতি	:	ব্যক্তি মালিকানাধীন
প্রকল্প সাইটের চৌহদ্দি	:	পশ্চিমে : নাল জমি। পূর্বে : ঢাকা-পঞ্চগড় মহাসড়ক। উত্তরে : বিসিক শিল্প নগরী। দক্ষিনে : বিজিবি সেক্টর সদর দপ্তর।
প্রকল্প সাইটে জমির ধরন	:	আবাদী জমি।
প্রকল্প সাইটে রোড লেভেল থেকে জমির অবস্থান	:	রোড লেভেল থেকে ২-৩ ফুট নিচুঁ।
ফ্লাড লেভেল অনুযায়ী জমির অবস্থান	:	বন্যা মুক্ত এলাকা
প্রকল্প সাইটের জমি হতে পানি নিষ্কাশনের ব্যাবস্থা	:	প্লটের পশ্চিম দিকের ক্যানেলে পানি ফেলা যাবে।
এপ্রোচ রোডের প্রয়োজনীয়তা	:	রাস্তা সংলগ্ন বিধায় এপ্রোচ রোডের প্রয়োজন নেই।
বৈদ্যুতিক সুবিধা	:	প্রকল্প সাইটের আশেপাশে বৈদ্যুতিক লাইন বিদ্যমান।
অসুবিধা	:	শুধুমাত্র সড়ক পথে সার পরিবহন করতে হবে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বাফার গুদামের ভূমির অবস্থান

প্রকল্প সাইটের অবস্থান	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর থেকে ১৫ কিঃমিঃ দূরে আমনুরা-নাচল রোডের পশ্চিম পার্শ্বে।
মৌজা	:	নওয়ানগর
জমির মালিকানার ধরন/প্রকৃতি	:	ব্যাক্তি মালিকানাধীন
প্রকল্প সাইটের চৌহদ্দি	:	পশ্চিমে : রেলওয়ে লাইন ও বেসরকারী আবাদী জমি। পূর্বে : ২৫’-০” চওড়া আমনুরা-নাচল আঞ্চলিক রোড। উত্তরে : বেসরকারী পুকুর ও আবাদী জমি। দক্ষিনে : বেসরকারী আবাদী জমি।
প্রকল্প সাইটে জমির ধরন প্রকল্প	:	আবাদী জমি।
প্রকল্প সাইটে রোড লেভেল থেকে জমির অবস্থান প্রকল্প	:	রোড লেভেল থেকে ৬’-০” – ৭’-০” নিচু।
ফ্লাড লেভেল অনুযায়ী জমির অবস্থান	:	বন্যামুক্ত এলাকা।
প্রকল্প সাইটের জমি হতে পানি নিষ্কাশনের ব্যাবস্থা	:	পশ্চিম দিকের নিচু এলাকায়।
এপ্রোচ রোডের প্রয়োজনীয়তা	:	রাস্তা সংলগ্ন বিধায় এপ্রোচ রোডের প্রয়োজন নেই।
বৈদ্যুতিক সুবিধা	:	প্রকল্প সাইটের আশেপাশে বৈদ্যুতিক লাইন বিদ্যমান।

অসুবিধাসমূহ	:	রোড লেভেল থেকে নিচু হওয়ার কারণে মাটি ভরাটের পরিমান বেড়ে গিয়েছিল।

পাবনা বাফার গুদামের ভুমির অবস্থান

প্রকল্প সাইটের অবস্থান	:	নগরবাড়ী-কাজিরহাট রোড সংলগ্ন বিআইডব্লিউটিএ'র পরিত্যক্ত ট্রাক ইয়ার্ড।
মৌজা	:	রঘুনাথপুর
জমির মালিকানার ধরন/প্রকৃতি	:	বিআইডব্লিউটিএ
প্রকল্প সাইটের চৌহদ্দি	:	পশ্চিমে : বেসরকারী নিচু এলাকা। পূর্বে : নগরবাড়ী কাজিরহাট রোড। উত্তরে : বেসরকারী জমি ও নগরবাড়ী-কাশিনাথপুর মহাসড়ক। দক্ষিনে : বেসরকারী জমি।
প্রকল্প সাইটে জমির ধরন প্রকল্প	:	বিআইডব্লিউটিএ'র পরিত্যক্ত জমি।
প্রকল্প সাইটে রোড লেভেল থেকে জমির অবস্থান প্রকল্প	:	প্লটে জমির লেভেল ও রোড লেভেল একই।
ফ্লাড লেভেল অনুযায়ী জমির অবস্থান	:	বন্যা মুক্ত।
প্রকল্প সাইটের জমি হতে পানি নিষ্কাশনের ব্যাবস্থা	:	পশ্চিম দিকের নিচু জমি।
এপ্রোচ রোডের প্রয়োজনীয়তা	:	রাস্তা সংলগ্ন বিধায় এপ্রোচ রোডের প্রয়োজন নেই।
বৈদ্যুতিক সুবিধা	:	প্রকল্প সাইটের আশেপাশে বৈদ্যুতিক লাইন বিদ্যমান ছিল যা অপসারণ করা হয়েছে।
অসুবিধাসমূহ	:	বিআইডব্লিউটিএ'র নিকট থেকে ছাড়পত্র/দীর্ঘমেয়াদী ইজরা নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে।

নীলফামারী বাফার গুদামের ভুমির অবস্থান

প্রস্তাবিত প্রকল্প সাইটের অনস্থান	:	নীলফামারী শহর হতে ৩-৪ কিঃমিঃ দূরে নীলফামারী – ডোমার রোডের পশ্চিম পাশে।
মৌজা	:	নীলফামারী বাজার
জমির মালিকানার ধরন	:	ব্যক্তি মালিকানাধীন
প্রকল্প সাইটের চৌহদ্দি	:	পশ্চিমে : ৩৫০'-০" ফুট দূরে পুরাতন নীলফামারী রেলওয়ে ষ্টেশন। পূর্বে : ১৮'-০" চওড়া নীলফামারী – ডোমার বিটুমিনাস কর্পেটিং রোড। উত্তরে : বসতবাড়ী ও আবাদী জমি। দক্ষিনে : বেসরকারী পুকুর ও গুদাম ঘর।
জমির ধরন	:	দলাভূমি
রাস্তার লেভেল থেকে জমির অবস্থান	:	৫'-০'' নিচু।
ফ্লাড লেভেল/ বন্যামুক্ত কিনা	:	বন্যা মুক্ত এলাকা।
পানি নিষ্কাশনের ব্যাবস্থা	:	বর্ষার সময় যে পানি হয় তা কালভাটের মাধ্যমে রাস্তার পূর্ব পাশে বিএডিসি খামারের নিচু জমিতে জমা হয়।
এপ্রোচ রাস্তার প্রয়োজনীয়তা	:	রাস্তা সংলগ্ন বিধায় এপ্রোচ রোডের প্রয়োজন নেই।
বৈদ্যুতিক সুবিধা	:	প্রকল্প সাইটের আশেপাশে বৈদ্যুতিক লাইন বিদ্যমান।

অসুবিধাসমূহ	:	প্রকল্প সাইটের উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়ে বৈদ্যুতিক ওভারহেড লাইন বিদ্যমান যা অপসারণ করা প্রয়োজন।

সুনামগঞ্জ বাফার গুদামের ভূমির অবস্থান

প্রকল্প সাইটের অবস্থান	:	সুনামগঞ্জ জেলা সদর থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে
মৌজা	:	অচিনপুর
জমির মালিকানার ধরন	:	ব্যক্তি মালিকানাধিন। এক ফসলী জমি।
প্রকল্প সাইটের চৌহদ্দি	:	জমির পশ্চিমে বিশ্বম্ভপুর/তাহেরপুর হাইওয়ে রাস্তা, উত্তরে খাল, পূর্ব ও দক্ষিনে এক ফসলি জমি।
জমির ধরন	:	এক ফসলি জমি।
রাস্তার লেভেল থেকে জমির অবস্থান	:	৮’ থেকে ৯’ নীচু।
ফ্লাড লেভেল/ বন্যামুক্ত কিনা	:	বন্যা মুক্ত এলাকা। মাধ্যমে বর্ষার সময় যে পানি হয় তা খাল ও কালভাটের নিষ্কাশিত হয়।
পানি নিষ্কাশনের ব্যাবস্থা	:	মাধ্যমে বর্ষার সময় যে পানি হয় তা খাল ও কালভাটের নিষ্কাশিত হয়।
এপ্রোচ রাস্তার প্রয়োজনীয়তা	:	নাই।
বৈদ্যুতিক সুবিধা	:	আনুমানিক ৬০০-৭০০ মিটার দূরে বৈদ্যুতিক লাইনের খুটি আছে।
রেলওয়ের ব্যবস্থা	:	নাই।
নদী পথের ব্যবস্থা	:	১.৫ কিলোমিটার দূরে নদী অবস্থিত।
অসুবিধাসমূহ	:	মাঠ বেশী ভরাট করা সহ রিটেনিং ওয়াল এর প্রয়োজন হবে।

বরিশাল বাফার গুদামের ভূমির অবস্থান

প্রকল্প সাইটের অবস্থান	:	বরিশাল সদর উপজেলাধীন বরিশাল-পটুয়াখালী সড়ক থেকে প্রায় ১৮০০ ফুট পূর্ব দিকে এবং আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ব্রিজ (দপদপিয়া ব্রিজ) সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে এবং কীর্তনখোলা নদীর পশ্চিম পাশে অবস্থিত।
মৌজা	:	রুপাতলী
জমির মালিকানার ধরন	:	ব্যক্তি মালিকানাধিন। এক ফসলী জমি।
প্রকল্প সাইটের চৌহদ্দি	:	জমির পশ্চিমে বিশ্বম্ভপুর/তাহেরপুর হাইওয়ে রাস্তা, উত্তরে খাল, পূর্ব ও দক্ষিনে এক ফসলি জমি।
জমির ধরন	:	এক ফসলি জমি।
রাস্তার লেভেল থেকে জমির অবস্থান	:	সাইটের উন্নয়ন করতে ৫’-৬’ বালি ভরাট করতে হবে।
ফ্লাড লেভেল/ বন্যামুক্ত কিনা	:	বন্যা মুক্ত এলাকা। মাধ্যমে বর্ষার সময় যে পানি হয় তা খাল ও কালভাটের নিষ্কাশিত হয়।
পানি নিষ্কাশনের ব্যাবস্থা	:	মাধ্যমে বর্ষার সময় যে পানি হয় তা খাল ও কালভাটের নিষ্কাশিত হয়।
এপ্রোচ রাস্তার প্রয়োজনীয়তা	:	এপ্রোচ রোডের জন্য ১৮০০’X ৩০’=৫৪,০০০ বঃ ফুট =১.২৪ একর ভূমি প্রয়োজন।
বৈদ্যুতিক সুবিধা	:	প্রকল্প সাইটের আশেপাশে বৈদ্যুতিক লাইন বিদ্যমান।
রেলওয়ের ব্যবস্থা	:	নাই।
নদী পথের ব্যবস্থা	:	নদীর পাড়ে জেটি নির্মাণ হলে নদী পথেও সার পরিবহন করা যাবে।
অসুবিধাসমূহ	:	নদী পাড় রক্ষা করন বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

গোপালগঞ্জ বাফার গুদামের ভূমির অবস্থান

প্রকল্প সাইটের অবস্থান	:	বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় ১ কিমি দক্ষিণে গোপালগঞ্জ বিশ্বরোডের পশ্চিম পাশে অবস্থিত।
মৌজা	:	গোবরা মৌজায় অবস্থিত।
জমির মালিকানার ধরন	:	ব্যক্তি মালিকানাধিন জমি।
প্রকল্প সাইটের চৌহদ্দি	:	জমির পূর্বে গোপালগঞ্জ বিশ্বরোড।
জমির ধরন	:	এক ফসলি জমি।
রাস্তার লেভেল থেকে জমির অবস্থান	:	সাইটের উন্নয়ন করতে ৫'-০ বালি ভরাট করতে হবে।
ফ্লাড লেভেল/ বন্যামুক্ত কিনা	:	বন্যা মুক্ত এলাকা। মাধ্যমে বর্ষার সময় যে পানি হয় তা খাল ও কালভাটের নিষ্কাশিত হয়।
পানি নিষ্কাশনের ব্যাবস্থা	:	মাধ্যমে বর্ষার সময় যে পানি হয় তা খালে নিষ্কাশিত হয়।
এপ্রোচ রাস্তার প্রয়োজনীয়তা	:	এপ্রোচ রোডের জন্য ১৮০০'X ৩০'=৫৪,০০০ বঃ ফুট =১.২৪ একর ভূমি প্রয়োজন।
বৈদ্যুতিক সুবিধা	:	বিশ্বরোডের পাশে বৈদ্যুতিক লাইন বিদ্যমান।
রেলওয়ের ব্যবস্থা	:	নাই।
নদী পথের ব্যবস্থা	:	নাই।
অসুবিধাসমূহ	:	শুধুমাত্র সড়ক পথে সার পরিবহন করতে হবে।

যশোর বাফার গুদামের ভূমির অবস্থান

প্রকল্প সাইটের অবস্থান	:	যশোর-মাগুরা রোডের পূর্ব পাশে অবস্থিত। সাইটের পাশে জিটিসিএল-এর অফিস রয়েছে।
মৌজা	:	পাঁচবাড়িয়া, বাহাদুরপুর, বালিয়াডাংগা
জমির মালিকানার ধরন	:	ব্যক্তি মালিকানাধিন জমি।
প্রকল্প সাইটের চৌহদ্দি	:	জমির পশ্চিমে যশোর মাগুরা-রোড ও দক্ষিনে জিটিসিএল-এর অফিস।
জমির ধরন	:	এক ফসলি জমি।
রাস্তার লেভেল থেকে জমির অবস্থান	:	সাইটের উন্নয়ন করতে ৫'-০ বালি ভরাট করতে হবে।
ফ্লাড লেভেল/ বন্যামুক্ত কিনা	:	বন্যা মুক্ত এলাকা। মাধ্যমে বর্ষার সময় যে পানি হয় তা খাল ও কালভাটের নিষ্কাশিত হয়।
পানি নিষ্কাশনের ব্যাবস্থা	:	মাধ্যমে বর্ষার সময় যে পানি হয় তা খালে নিষ্কাশিত হয়।
এপ্রোচ রাস্তার প্রয়োজনীয়তা	:	এপ্রোচ রোডের জন্য ভূমির প্রয়োজন নাই।
বৈদ্যুতিক সুবিধা	:	প্রকল্প সাইটের আশেপাশে বৈদ্যুতিক লাইন বিদ্যমান।
রেলওয়ের ব্যবস্থা	:	নাই।
নদী পথের ব্যবস্থা	:	নাই।
অসুবিধাসমূহ	:	শুধুমাত্র সড়ক পথে সার পরিবহন করতে হবে।

শেরপুর বাফার গুদামের ভূমির অবস্থান

প্রকল্প সাইটের অবস্থান	:	হাইওয়ে রাস্তা হতে ৫০০ মিটার দূরে ১৫ ফিট চওড়া পাকা রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত।

মৌজা	:	রামেরকুড়া, কোদালজানি
জমির মালিকানার ধরন	:	ব্যক্তি মালিকানাধিন জমি।
প্রকল্প সাইটের চৌহদ্দি	:	জমির পশ্চিমে যশোর মাগুরা-রোড ও দক্ষিনে জিটিসিএল-এর অফিস।
জমির ধরন	:	এক ফসলি জমি।
রাস্তার লেভেল থেকে জমির অবস্থান	:	হাইওয়ে থেকে প্রায় ৮ ফুট নিচু।
ফ্লাড লেভেল/ বন্যামুক্ত কিনা	:	বন্যা মুক্ত এলাকা। মাধ্যমে বর্ষার সময় যে পানি হয় তা খাল ও কালভার্টে নিষ্কাশিত হয়।
পানি নিষ্কাশনের ব্যাবস্থা	:	মাধ্যমে বর্ষার সময় যে পানি হয় তা খালে নিষ্কাশিত হয়।
এপ্রোচ রাস্তার প্রয়োজনীয়তা	:	এপ্রোচ রোডের জন্য ভূমির প্রয়োজন নাই।
বৈদ্যুতিক সুবিধা	:	প্রকল্প সাইটের আশেপাশে বৈদ্যুতিক লাইন বিদ্যমান।
রেলওয়ের ব্যবস্থা	:	নাই।
নদী পথের ব্যবস্থা	:	প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে মহারাশি নদী।
অসুবিধাসমূহ	:	শুধুমাত্র সড়ক পথে সার পরিবহন করতে হবে।

নেত্রকোনা বাফার গুদামের ভূমির অবস্থান

প্রকল্প সাইটের অবস্থান	:	হাইওয়ে রাস্তা হতে ৫০০ মিটার দূরে ১৫ ফিট চওড়া পাকা রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত।
মৌজা	:	রাজেন্দ্রপুর
জমির মালিকানার ধরন	:	ব্যক্তি মালিকানাধিন জমি।
প্রকল্প সাইটের চৌহদ্দি	:	
জমির ধরন	:	এক ফসলি জমি।
রাস্তার লেভেল থেকে জমির অবস্থান	:	হাইওয়ে থেকে প্রায় ৮ ফুট নিচু।
ফ্লাড লেভেল/ বন্যামুক্ত কিনা	:	বন্যা মুক্ত এলাকা। মাধ্যমে বর্ষার সময় যে পানি হয় তা খাল ও কালভার্টে নিষ্কাশিত হয়।
পানি নিষ্কাশনের ব্যাবস্থা	:	মাধ্যমে বর্ষার সময় যে পানি হয় তা খালে নিষ্কাশিত হয়।
এপ্রোচ রাস্তার প্রয়োজনীয়তা	:	এপ্রোচ রোডের জন্য ভূমির প্রয়োজন নাই।
বৈদ্যুতিক সুবিধা	:	প্রকল্প সাইটের আশেপাশে বৈদ্যুতিক লাইন বিদ্যমান।
রেলওয়ের ব্যবস্থা	:	নাই।
নদী পথের ব্যবস্থা	:	প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে মহারাশি নদী।
অসুবিধাসমূহ	:	শুধুমাত্র সড়ক পথে সার পরিবহন করতে হবে।

কিশোরগঞ্জ বাফার গুদামের ভূমির অবস্থান

প্রকল্প সাইটের অবস্থান	:	হাইওয়ে রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত।
মৌজা	:	বিন্নাটি ও মারিয়া
জমির মালিকানার ধরন	:	ব্যক্তি মালিকানাধিন জমি।
প্রকল্প সাইটের চৌহদ্দি	:	
জমির ধরন	:	এক ফসলি জমি।
রাস্তার লেভেল থেকে জমির অবস্থান	:	হাইওয়ে থেকে প্রায় ১০ ফুট নিচু।
ফ্লাড লেভেল/ বন্যামুক্ত কিনা	:	বন্যা মুক্ত এলাকা। মাধ্যমে বর্ষার সময় যে পানি হয় তা খাল ও কালভার্টে

		নিষ্কাশিত হয়।
পানি নিষ্কাশনের ব্যাবস্থা	:	মাধ্যমে বর্ষার সময় যে পানি হয় তা খালে নিষ্কাশিত হয়।
এপ্রোচ রাস্তার প্রয়োজনীয়তা	:	এপ্রোচ রোডের জন্য ভূমির প্রয়োজন নাই।
বৈদ্যুতিক সুবিধা	:	প্রকল্প সাইটের আশেপাশে বৈদ্যুতিক লাইন বিদ্যমান।
রেলওয়ের ব্যবস্থা	:	নাই।
নদী পথের ব্যবস্থা	:	প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে মহারাশি নদী।
অসুবিধাসমূহ	:	শুধুমাত্র সড়ক পথে সার পরিবহন করতে হবে।

সংযুক্তি-৩

বিভিন্ন সাইট পরিদর্শনের তালিকা

প্রকল্পটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা নিয়মিত বিভিন্ন সাইট পরিদর্শন করে থাকেন। তাঁদের পরিদর্শের বিবরণ নিম্নে তুলে উল্লেখ করা হলোঃ

সাইটের নাম	উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন
যশোর	০৮-১২-২০১৯ খ্রি.তারিখে জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রনালয়, জনাব মোঃ হাইয়ুল কাইয়ুম, চেয়ারম্যান, বিসিআইসি, জনাব মোঃ আমিন উল আহসান, যুগ্মসচিব, পরিচালক (বাণিজ্যিক), বিসিআইসি, জনাব মঞ্জুর রেজা, মহাব্যবস্থাপক (বিপনন), জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক, জনাব গাজী সাহিনুল ইসলাম, উপ-মহাব্যবস্থপক (প্রশাসন), বিসিআইসি ও বিসিআইসি'র উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ সাইট পরিদর্শন করেন।
	২৯-০২-২০২০ তারিখে জনাব মোঃ আবদুল হালিম, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ শাহীন কামাল, পরিচালক (উৎপাদন ও গবেষনা), বিসিআইসি ও জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ্, প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
	০২-০৫-২০১৯ তারিখে বিসিআইসির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ হাইয়ুল কাইয়ুম ও মহাব্যবস্থাপক (বিপনন) জনাব মঞ্জুর রেজা সাইট পরিদর্শন করেন।
	০৫-০৯-২০১৯ তারিখে জনাব সুলতান মাহমুদ, অতিরক্তি সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক ও জনাব আবু সালহে মোঃ মহউদ্দনি খাঁ, উপ-সচবি, শল্পি মন্ত্রণালয় সাইট পরর্দিশন করনে।
নীলফামারী	৫-১০-২০১৯ তারিখে জনাব মোঃ আবদুল হালিম, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মোঃ লুৎফর রহমান, এফসিএমএ, পরিচালক (পরি. ও বাস্ত.), বিসিআইসি, মোঃ হাবিবুর রহমান, জেলা প্রশাসক, নীলফামারী জেলা, জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক এবং জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
	১০-০৪-২০১৯ তারিখে জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, এফসিএমএ, পরিচালক (পরি. ও বাস্ত.), বিসিআইসি, জনাব গোপীনাথ বনিক, পরিচালক (কারিগরি ও প্রকৌশল), বিসিআইসি, জনাব ড. একরামুল হক, অধ্যাপক, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব মোঃ আব্দুল জলিল খান, প্রকল্প পরিচালক, জনাব এ. কে. এম. হাবিবুল্লাহ্ উপ-প্রকল্প পরিচালক ও জনাব মোঃ আবদুল্লা, সহকারী প্রকৌশলী (পুর) প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৪-০১-২০২০ খ্রি.তারিখে জনাব মোঃ হাইয়ুল কাইয়ুম, চেয়ারম্যান, বিসিআইসি, জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, এফসিএমএ, পরিচালক (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন), বিসিআইসি, জনাব গাজী সাহিনুল ইসলাম, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বিসিআইসি, জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক এবং জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
	২৪-০৮-২০১৯ তারিখে জনাব মোঃ আমিন উল আহসান, পরিচালক, বাণিজ্যিক, যুগ্ম-সচিব, বিসিআইসি সাইট পরিদর্শন করেন।
	২৩-০৬-২০১৯ তারিখে জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, সহকারী পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে সাইট পরিদর্শন করেন। কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।
পঞ্চগড়	১০-০৪-২০১৯ তারিখে জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, এফসিএমএ, পরিচালক (পরি. ও বাস্ত.), বিসিআইসি, জনাব গোপীনাথ বনিক, পরিচালক (কারিগরি ও প্রকৌশল), বিসিআইসি, জনাব ড. একরামুল হক, অধ্যাপক, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব মোঃ আব্দুল জলিল খান, প্রকল্প পরিচালক, জনাব এ. কে. এম. হাবিবুল্লাহ্ উপ-প্রকল্প পরিচালক ও জনাব মোঃ আবদুল্লা, সহকারী প্রকৌশলী (পুর) প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
শেরপুর	১৪-০৮-২০১৯ তারিখে জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন, পরিচালক, অর্থ, যুগ্ম-সচিব, বিসিআইসি সাইট পরিদর্শন করেন।
গাইবান্ধা	১১-০৪-২০১৯ তারিখে জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, এফসিএমএ, পরিচালক (পরি. ও বাস্ত.), বিসিআইসি, জনাব গোপীনাথ বনিক, পরিচালক (কারিগরি ও প্রকৌশল), বিসিআইসি, জনাব ড. একরামুল হক, অধ্যাপক, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব মোঃ আব্দুল জলিল খান, প্রকল্প পরিচালক, জনাব এ. কে. এম. হাবিবুল্লাহ্ উপ-প্রকল্প পরিচালক ও জনাব মোঃ আবদুল্লা, সহকারী প্রকৌশলী (পুর) প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
বরিশাল	২৫-১০-২০১৯ তারিখে জনাব মোঃ শাহ আজিজ, সহকারী প্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
	২৬-০৯-২০১৯ তারিখে মোঃ জিয়াউর রহমান খান, যুগ্ম সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় সাইট পরিদর্শন করেন।
	২৯-০৮-২০১৯ তারিখে ডাঃ মোঃ আখতারুজ্জামান, যুগ্ম প্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয় সাইট পরিদর্শন করেন।

উল্লেখ্য প্রকল্প পরিচালক এবং নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) ব্যতীত শিল্প মন্ত্রণালয়ের বা বিসিআইসি'র উর্দ্ধতন কোন কর্মকর্তা রাজবাড়ী, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, পাবনা, গোপালগঞ্জ, নেত্রকোনা জেলার প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেননি। পরামর্শক দল অথবা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের

পরিদর্শনকালে সর্বদা প্রকল্প দপ্তরের কর্মকর্তারা সাইটে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও প্রকল্পের কাজে গতি আনয়নে বিশেষ করে জমি অধিগ্রহণকালে প্রকল্প পরিচালক এবং নির্বাহী প্রকৌশলী একাধিকবার বিভিন্ন সাইট পরিদর্শন করেছেন - যা অত্যন্ত উৎসাহব্যাঞ্জক।

সাইটের নাম	**প্রকল্প দপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক এককভাবে প্রকল্প সাইট পরিদর্শনের তারিখ**
সুনামগঞ্জ	• ১৯-০২-২০২০ তারিখে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ্ ও নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবদুল্লা সাইট পরিদর্শন করেন। • ১১-০৫-২০১৯ তারিখে প্রকল্প পরিচালক জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ্ সাইট পরিদর্শন করেন। • ০৬-০৪-২০১৯ তারিখে প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ্ ও নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবদুল্লা সাইট পরিদর্শন করেন।
বরিশাল	• ০৫-০১-২০২০ তারিখে জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ্, প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন। • ২০-১২-২০১৯ তারিখে জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন। • ১৮-০৬-২০১৯ তারিখে জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ্, প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
পাবনা	• ২১-০৪-২০১৯ তারিখে জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ্, প্রকল্প পরিচালক ও মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
কিশোরগঞ্জ	• ০৮-০৪-২০১৯ তারিখে জনাব এ. কে. এম. হাবিবুল্লাহ্, প্রকল্প পরিচালক ও মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন। • ১৩-০৩-২০১৯ তারিখে জনাব এ. কে. এম. হাবিবুল্লাহ্, প্রকল্প পরিচালক ও মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
নীলফামারী	• ২০-১০-২০১৯ তারিখে প্রকল্প পরিচালক জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ সাইট পরিদর্শন করেন। • ১৫-০৭-২০১৯ তারিখে প্রকল্প পরিচালক জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ সাইট পরিদর্শন করেন। • ০১-০৬-২০১৯ তারিখে প্রকল্প পরিচালক জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ ও নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবদুল্লা সাইট পরিদর্শন করেন। • ৩০-০৩-২০১৯ তারিখে প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ্ ও নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবদুল্লা সাইট পরিদর্শন করেন।
পঞ্চগড়	• ০৬-০২-২০২০ তারিখে জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন। • ১৩-১২-২০১৯ তারিখে জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন। • ১৬-০৭-২০১৯ তারিখে জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন। • ০১-০৬-২০১৯ তারিখে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ ও নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবদুল্লা সাইট পরিদর্শন করেন।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	• ১৩-০২-২০২০ খ্রি.তারিখে জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
যশোর	• ১৭-১০-২০১৯ তারিখে জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ্, প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।

পরামর্শক এবং প্রকল্প দপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক সাইট পরিদর্শন

সাইটের নাম	পরামর্শক এবং প্রকল্প দপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনের তারিখ
নীলফামারী	২৮-০৮-২০১৯ তারিখে জনাব ড.শামীম আহাম্মেদ, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব ড.সোহেল রানা পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব মোঃ শাহ আজিজ, সহকারী প্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়, জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক এবং জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
	১০-০৪-২০১৯ তারিখে জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, এফসিএমএ, পরিচালক (পরি. ও বাস্ত.), বিসিআইসি, জনাব গোপীনাথ বনিক, পরিচালক (কারিগরি ও প্রকৌশল), বিসিআইসি, জনাব ড. একরামুল হক, অধ্যাপক, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব মোঃ আব্দুল জলিল খান, প্রকল্প পরিচালক, জনাব এ. কে. এম. হাবিবুল্লাহ্ উপ-প্রকল্প পরিচালক ও জনাব মোঃ আবদুল্লা, সহকারী প্রকৌশলী (পুর) প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২১-১২-২০১৯ তারিখে ড.শামীম আহাম্মেদ, অধ্যাপক, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক এবংজনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
	১৯-০৮-২০১৯ তারিখে জনাব আখতারুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, বিআরটিসি, বুয়েট প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
	১৮-০৭-২০১৯ তারিখে জনাব ড.শামীম আহাম্মেদ, অধ্যাপক, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, গাজী কামরুল হোসেন, উপ-প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ, বিসিআইসি, জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক এবং জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
পঞ্চগড়	২৯-০৮-২০১৯ তারিখে জনাব ড.শামীম আহাম্মেদ, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব ড.সোহেল রানা, পুর কৌশল

সাইটের নাম	পরামর্শক এবং প্রকল্প দপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনের তারিখ
	বিভাগ, বুয়েট, জনাব মোঃ শাহ আজিজ, সহকারী প্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়, জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক এবং জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
শেরপুর	১৭-০১-২০২০ তারিখে ড. একরামুল হক, অধ্যাপক, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক ও জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
	১৬-০৯-২০১৯ তারিখে জনাব আখতারুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, বিআরটিসি, বুয়েট, জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক ও জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
	২৩-০৫-২০১৯ তারিখে জনাব আখতারুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, বিআরটিসি, বুয়েট হতে প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
নেত্রকোনা	০৪-০৭-২০১৯ তারিখে ড. একরামুল হক, অধ্যাপক, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম তালুকদার, অতি. প্রধান রসায়নবিদ, প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ, বিসিআইসি এবং জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক এবং জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) সাইট পরিদর্শন করেন।
	২৩-০৫-২০১৯ তারিখে জনাব আখতারুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, বিআরটিসি, বুয়েট হতে সাইট পরিদর্শন করেন।
কিশোরগঞ্জ	১৬-১০-২০১৯ তারিখে ড. একরামুল হক, অধ্যাপক, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট এবং জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
	০৪-০৭-২০১৯ তারিখে ড. একরামুল হক, অধ্যাপক, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম তালুকদার, অতি. প্রধান রসায়নবিদ, প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ, বিসিআইসি এবং জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক এবং জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী সাইট পরিদর্শন করেন।
	২৪-০৫-২০১৯ তারিখে জনাব আখতারুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, বিআরটিসি, বুয়েট হতে সাইট পরিদর্শন করেন।
পাবনা	৩১-১০-২০১৯ তারিখে জনাব আখতারুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, বিআরটিসি, বুয়েট, জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন
	২৩-০৫-২০১৯ তারিখে জনাব হাবিবুর রেজা, সহকারী প্রকৌশলী, বিআরটিসি, বুয়েট হতে প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
যশোর	১১-০৭-২০১৯ তারিখে জনাব ড.একরামুল হক, অধ্যাপক, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব ড. আহসানুল কবির, অধ্যাপক, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব আখতারুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, বিআরটিসি, বুয়েট, গাজী কামরুল হোসেন, উপ-প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ, বিসিআইসি এবং জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক সাইট পরিদর্শন করেন।
গাইবান্ধা	২৮-০৮-২০১৯ তারিখে জনাব ড.শামীম আহাম্মেদ, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব ড.সোহেল রানা পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব মোঃ শাহ আজিজ, সহকারী প্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়, জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক এবং জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
রাজবাড়ী	০৭-০১-২০২০ তারিখে ড. একরামুল হক, অধ্যাপক, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক ও জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
	২৫-০৯-২০১৯ তারিখে জনাব আখতারুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, বিআরটিসি, বুয়েট, জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক ও জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
	১১-০৭-২০১৯ তারিখে জনাব ড.একরামুল হক, অধ্যাপক, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব ড. আহসানুল কবির, অধ্যাপক, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব আখতারুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, বিআরটিসি, বুয়েট, গাজী কামরুল হোসেন, উপ-প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভগ, বিসিআইসি এবং জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।
	২২-০৫-২০১৯ তারিখে ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রেজা, সহকারী প্রকৌশলী, বিআরটিসি, বুয়েট হতে সাইট পরিদর্শন করেন।
গোপালগঞ্জ	০৭-০১-২০২০ তারিখে ড.একরামুল হক, অধ্যাপক, পুর কৌশল বিভাগ, বুয়েট, জনাব এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক ও জনাব মোঃ আবদুল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।

জেলা	উপজেলা	নির্মাণ কাজের সার্বিক অগ্রগতি	কাজ যথাসময়ে সম্পাদনের বিষয়ে প্রকল্প কর্মকর্তাদের মন্তব্য
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদর	৬০%	সাইটের সকল ধরনের নির্মাণ কাজ চুক্তিতে উল্লেখিত ২৭-০৬-২০২০ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।
পঞ্চগড়	বোদা	৬২%	সাইটের সকল ধরনের নির্মাণ কাজ চুক্তিতে উল্লেখিত ২৭-০৬-২০২০ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।
গাইবান্ধা	সদর	৪৩%	বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারন, বরেন্দ্র প্রকল্পের পানির পাম্প, বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে এই সাইটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে চুক্তির সময়সীমা থেকে আরো দুই মাস

জেলা	উপজেলা	নির্মাণ কাজের সার্বিক অগ্রগতি	কাজ যথাসময়ে সম্পাদনের বিষয়ে প্রকল্প কর্মকর্তাদের মন্তব্য
			সময় বেশী লাগতে পারে ।
শেরপুর	ঝিনাইগাতী	৪৩%	সীমানা চিহ্নিতজনিত সমস্যা, বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে এই সাইটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে চুক্তির সময়সীমা থেকে আরো দুই মাস সময় বেশী লাগতে পারে।
যশোর	সদর	৪২%	ফাউন্ডেশন পুনঃ ডিজাইন, বিদ্যমান বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারন, বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে এই সাইটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে চুক্তির সময়সীমা থেকে আরো দুই মাস সময় বেশী লাগতে পারে।
রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	৪২%	সীমানা চিহ্নিতজনিত সমস্যা, বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে এই সাইটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে চুক্তির সময়সীমা থেকে আরো দুই মাস সময় বেশী লাগতে পারে।
নীলফামারী	সদর	৩৮%	ফাউন্ডেশন পুনঃ ডিজাইন, বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারন, বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে এই সাইটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে চুক্তির সময়সীমা থেকে আরো তিন মাস সময় বেশী লাগতে পারে।
কিশোরগঞ্জ	সদর	৩২%	সীমানা চিহ্নিতজনিত সমস্যা, বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে এই সাইটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে চুক্তির সময়সীমা থেকে আরো তিন মাস সময় বেশী লাগতে পারে।
পাবনা	বেড়া	৩২%	সীমানা চিহ্নিতজনিত সমস্যা, এপ্রোচ রোড, বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে এই সাইটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে চুক্তির সময়সীমা থেকে আরো তিন মাস সময় বেশী লাগতে পারে।
নেত্রকোনা	সদর	২২%	ফাউন্ডেশন পুনঃ ডিজাইন, বিদ্যমান বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারন, বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে এই সাইটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে চুক্তির সময়সীমা থেকে আরো তিন মাস সময় বেশী লাগতে পারে ।
গোপালগঞ্জ	সদর	১৭%	সীমানা চিহ্নিতজনিত কারণে কাজ শুরু করতে দেরী হয়। জমির ভিতরে ২টি বসতবাড়ী থাকায় জমির মালিকগন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জেলা প্রশাসনের সহায়তায় এগুলো সমাধান করা হয়। তাছাড়া ফাউন্ডেশন পুনঃ ডিজাইন, বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে এই সাইটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে চুক্তির সময়সীমা থেকে আরো চার মাস সময় বেশী লাগতে পারে।
বরিশাল	সদর	১৫%	সাইটের সকল ধরনের নির্মাণ কাজ চুক্তির নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।
সুনামগঞ্জ	সদর	১০%	সীমানা ও এপ্রোচ রোড চিহ্নিতজনিত কারণে কাজ শুরু করতে দেরী হয়। শুরুর দিকে জমির মালিকগন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জেলা প্রশাসনের সহায়তায় এগুলো সমাধান করা হয়। তাছাড়া বন্যাজনিত কারণে সাইটের নির্মাণ কাজ কিছুদিন বন্ধ ছিল। এসব কারণে সাইটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে চুক্তির সময়সীমা থেকে আরো পাঁচ মাস সময় বেশী লাগতে পারে।

প্রণয়নে

ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট ডিজাইন এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (ডিপিডিএস)